অর্থব্যবহার।

OR

ELEMENTS

OF

MONEY MATTERS

IN BENGALI.

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী।

প্রণীত।

চতুর্দ্দশ প্রচার।

CALCUTTA;

BHAWANIPUR BAKULBAGAN.

PRINTED BY HARAN CHANDRA BOSE.

AT THE ARUNA PRESS.

1893.

মূল্য আট আনা।

অর্থ ব্যবহার।

OR

ELEMENTS

OF

MONEY MATTERS

IN BENGALI.

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী

প্রণীত।

চতুর্দ্দশ প্রচার।

CALCUTTA;

BHAWANIPUR BOKULBAGAN.

PRINTED BY HARAN CHANDRA BOSE.

AT THE ARUNA PRESS.

1893.

চতুর্দ্দশ বারের বিজ্ঞাপন।

১২৯২ সালে ত্রয়োদশ প্রচার বাহির করিবার সময় আমি আশা করিয়াছিলাম যে হয়ত আমাদের দেশের কৃতবিদ্য লোকে ধন-বিজ্ঞান শাস্ত্রের মূল-তত্ত্ব সকল বাহুল্য রূপে পঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবেন। কিন্তু যখন ৮ বৎসর কালে ত্রয়োদশ প্রচারের এক সহস্র পুস্তক বিক্রয় হইল, তখন চতুর্দ্দশ প্রচার বাহির করা আর্থিক হিসাবে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। তথাচ ইহা চতুর্দ্দশ বার প্রচারিত হইল। এবার কোন কোন স্থানে কিছু কিছু সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছি, এবং পরিশিষ্ট নাম দিয়া একটী নূতন পাঠ লিখিয়া দিয়াছি।

১৩ই ভাদ্র ১৩০০ সাল। শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মা।

ত্রয়োদশ বারের বিজ্ঞাপন।

১২৮২ সালে এই পুস্তক দ্বাদশবার প্রচারিত হয়; এবং ঐ সাল হইতেই মধ্য-ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষার পুস্তকের তালিকা হইতে ইহার নাম উঠিয়া যায়। তদবধি ইহা কেবল উচ্চ-শ্রেণী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু ঐ রূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা অধিক নহে; সুতরাং ১২৮২ সাল হইতে বর্ষে বর্ষে অল্প সংখ্যক পুস্তক বিক্রীত হইয়া দ্বাদশ-বারের মুদ্রিত পুস্তকগুলি নিঃশেষিত হইতে দশবৎসর লাগিয়াছে। আবার পুস্তকখানি সংশোধন করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করা গেল। ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের মূলতত্ব সকল এদেশে বাহুল্য রূপে অনুশীলিত হইলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা, ইহা যদি আমাদিগের দেশের কৃতবিদ্য মহাশয়-দিগের মনে উদিত হয়, তাহা হইলে বোধ হয়, এই পুস্তক খানি অনেক বিদ্যালয়ে পঠিত হইতে পারে। ইতি

১৪ই শ্রাবণ।
সন ১২৯২ সাল।

PREFACE TO THE TWELFTH EDITION.

In issuing the 12th Edition of this little work on Economic Science, the compiler thinks it necessary to state that the book was originally a translation of Dr. Whateley's "Money Matters," and that subsequently it was considerably improved and enlarged by incorporation of important materials from the works of Mill, Fawcett and other standard writers on Political Economy. In preparing the present edition, the justly celebrated economical writings of the late lamented Professor Cairnes of the London University have been carefully consulted. As it stands, the book has been almost wholly rewritten and the entire subject, while adapted to the requirements of this country, has been kept within the capacity of the students of our Middle English and Vernacular Schools. The book has for about fourteen years been in use in these as well as in Normal schools; and it is hoped that, having regard to the peculiar circumstances of the country, managers of educational institutions will retain the subject in the curriculum of studies for their schools.

KRISHNAGHAR,
1875.

দ্বাদশবারের বিজ্ঞাপন।

চতুর্দ্দশ বৎসর হইল এই পুস্তক প্রথম প্রচারিত হয়। প্রথমতঃ ইহা হোয়েট্‌লি কৃত "মনি ম্যাটার্স" নামক ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল। অনন্তর, ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ধনবিজ্ঞান-গ্রন্থ হইতে অনেক অংশ সঙ্কলন করিয়া ইহাতে নিবেশিত করা গিয়াছে; এবং যাহাতে ইহা ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র না হইয়া এ দেশীয় গ্রন্থরূপে পরিগণিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে।

প্রথম প্রচারণ হইতে গ্রন্থখানি বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় আমার এরূপ প্রতীতি হইয়াছিল যে, ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি বালককাল হইতেই শিক্ষণীয় বলিয়া শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অনুমোদিত হইয়াছে। কেবল আমারই ঐ প্রকার বোধ হইয়াছিল এমত নহে; গত বৎসর এতদ্বিষয়ক আর এক খানি পুস্তক প্রচারিত হওয়ায় অন্যেরও যে ঐ প্রকার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, ইহা অনুমান করিতে পারা যায়। কিন্তু শ্রীলশ্রীযুক্ত সর্ রিচার্ড্ টেম্পল্ লেফটেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর আগামী বর্ষের বাঙ্গালা ও মাইনরছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা-পুস্তকের তালিকায় এতদ্বিষয়ক কোন পুস্তকের নির্দ্দেশ করেন নাই; কি কারণে এরূপ হইয়াছে, তাহাও অদ্যাপি প্রকাশ পায় নাই।

ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টনণ্ট গবর্ণর সর্ জর্জ্জ ক্যাম্‌বেল্ বাহাদুর বিস্তৃতরূপে এই পুস্তকের অধ্যয়ন আদেশ করেন। তিনি ইহাকে সমুদায় মধ্য-শ্রেণী বাঙ্গালা ও ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; গুরু-শিক্ষা নর্ম্মাল-বিদ্যালয় গুলিতেও ইহার অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে ধনবিজ্ঞান-শাস্ত্রের মূল নিয়মগুলি বালককাল হইতেই শিক্ষা ও অনুশীলন করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ এক্ষণে আমাদের দেশের যাদৃশী অবস্থা তাহাতে বিদ্যালয় মাত্রেই ঐ শাস্ত্রের কিছু কিছু অধ্যাপনা ও আলোচনা হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিলে অসঙ্গত হয় না।

আজি কালি এদেশের লোকে পাঠ্যাপাঠ্য নির্ণয়ে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী নহেন; অতএব, গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট তালিকা মধ্যে কোন পুস্তকের উল্লেখ না থাকিলেও এক্ষণে এমত আশা করা যাইতে পারে যে, লোকে আপনাদিগের প্রয়োজন আপনারা বুঝিয়া আপনারাই আপনাদিগের সন্তানাদির অধ্যেতব্য গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন। ফলতঃ এই রূপ বিশ্বাস থাকাতেই আমি এবার এই পুস্তক প্রচারিত করিলাম; এক্ষণে শিক্ষাসুহৃদ্‌মহোদয়েরা ইহার প্রতি পূর্ব্ববৎ সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলেই চরিতার্থ হইব।

আমি নানা কারণ বশতঃ অনেকদিন এই পুস্তকের সংস্কার করিতে পারি নাই; এবার অনেক অংশ নূতন করিয়া

লিখিয়া দিয়াছি। মধ্য-শ্রেণী বাঙ্গালা ও ইংরেজী বিদ্যালয়ে ১৫। ১৬ বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত অধ্যয়নের কাল নির্দ্দিষ্ট আছে; সেরূপ বয়সে ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের অনেক অংশ বুঝিতে পারা যায়; তদপেক্ষা অল্প বয়সেও ঐ শাস্ত্রের স্থূল স্থূল অনেক বিষয় বুঝিবার ক্ষমতা জন্মে। আমি সেই ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই পুস্তকের প্রণয়ন করিয়াছি। যে সকল জটিল তর্ক অল্প-বয়স্ক পাঠার্থীদিগের বোধাধিকারের বিষয় নহে, তৎসমুদায় ইহাতে নিবেশিত করি নাই; পূর্ব্ব-পূর্ব্ববারের প্রচারণে যে সকল স্থল নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ছিল বলিয়া বুঝিতে কষ্ট হইত, তৎসমুদায় বিস্তৃত করিয়া দিয়াছি, এবং যে যে অংশ নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান হইয়াছিল সে সকল পরিত্যাগ করিয়াছি। অনেক স্থল নূতন করিয়া লিখিত হইলেও পূর্ব্ব-পূর্ব্ববার হইতে এবারের প্রচারণে পুস্তকের বস্তুগত ভিন্নতা অতি অল্পই হইয়াছে; এবং ইহার আকার বৃহৎ না হইলেও বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ইহাতে নিবিষ্ট রহিয়াছে। ইতি।

কৃষ্ণনগর।
২রা ভাদ্র, ১২৮২ সাল। } শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

দ্বিতীয় বিভাগ।

অর্থব্যবহার।

প্রথম বিভাগ।

প্রথম

ধন।

জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ জন্য ধন অতিশয় প্রয়োজনীয়। এই নিমিত্ত, যে যে নিয়মক্রমে ধনের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি হইয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তৎসমুদায় অবধারিত করিয়াছেন। যে শাস্ত্রে ঐ সকল নিয়মের তত্ত্ব নির্ণীত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, তাহাকে ধন-বিজ্ঞান কহে।

সচরাচর লোকে টাকা কড়িকেই ধন বলিয়া থাকে; কিন্তু কেবল টাকা কড়িই ধন নহে। তণ্ডুল, গোধূম, খাট, চৌকী, কাগজ, পুস্তক, শণ, উর্ণা, কার্পাস, বস্ত্র, প্রভৃতি যে সকল সামগ্রীর বিনিময়ে অন্য দ্রব্য পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ই ধন। সামান্যতঃ বায়ু ও জল ধন

নহে; যেহেতু, ইহাদিগের বিনিময়ে কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু নাগরিক জল-বিক্রেতাদিগের কলসের জল লইয়া লোকে অর্থ প্রদান করিয়া থাকে; অতএব জল তৎকালে ধন বলিয়া গণনীয়। সেই প্রকার, যে স্থানে বায়ু অনায়াসে লইয়া যাইতে পারা যায় না, সে স্থানে যদি কোন উপায়ে উহা লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে বায়ুর বিনিময়ে অর্থ পাওয়া যায়; তখন বায়ুকে ধন বলা যাইতে পারে। যাহারা জল-নিমগ্ন হইয়া সমুদ্র মধ্য হইতে মুক্তা উদ্ধার করে, শ্বাস-গ্রহণের প্রয়োজন হইলেই তাহা-দিগকে উপরে উঠিতে হয়; কিন্তু কোন উপায়ে যদি সমুদ্র-মধ্যে তাহাদিগের নিকট এরূপে বায়ু প্রেরণ করা যায়, যে তাহারা শ্বাসক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা আহ্লাদ পূর্ব্বক সেই বায়ু গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অর্থ প্রদান করিতে স্বীকৃত হয়, সন্দেহ নাই।

অতএব, যে বস্তুকে এক অবস্থায় ধন বলিয়া ধরা যায় না, অবস্থান্তরে তাহা ধন-শ্রেণী মধ্যে গৃহীত হইতে পারে। এখন, রাণীগঞ্জের খনি হইতে যে সকল কয়লা অনেক অর্থব্যয়ে উত্তোলিত ও স্থানান্তরে নীত হইতেছে, পূর্ব্বে তৎসমুদায় অপ্রয়োজনীয় পদার্থরূপে পৃথিবী-গর্ভে নিহিত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান কালের সভ্যতা সমাগমে বহুমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বকালে লোকে খনিজ কয়লার প্রয়োজনীয়তা অবগত ছিল না, সুতরাং তাহার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয় নাই; এক্ষণে উহার কার্য্যকারিতা প্রকাশিত হওয়াতে

আকরের অনুসন্ধান হইতেছে; এবং অর্থ-ব্যয় ও পরিশ্রম দ্বারা উহা আকর হইতে উত্তোলিত ও দেশান্তরে নীত হইতেছে। অপরিজ্ঞাত অন্যান্য অনেক সামগ্রী সম্বন্ধেও ঐ রূপ হওয়া অসম্ভব নহে।

দ্বিতীয় পাঠ।

অর্থ।

ধন-বিজ্ঞান শাস্ত্রের সংজ্ঞানুসারে ধন ও অর্থ এক পদার্থ নহে। যে দ্রব্য অবলম্বন করিয়া এক সামগ্রীর সহিত অন্য সামগ্রীর বিনিময় অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় সমাধা হইয়া থাকে, তাহাকে অর্থ কহে। যদি এক পালি তণ্ডুল দিয়া তৎপরিবর্ত্তে এক পালি কলায় লওয়া যায়, তাহা হইলে তণ্ডুল ও কলায় ভিন্ন অন্য কোন বস্তু অবলম্বন করিয়া উহাদিগের বিনিময়-ক্রিয়া সাধিত হয় না; অতএব উহারা কেহই অর্থ নহে। কিন্তু যদি এক পালি তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে একটী টাকা লইয়া, আবার ঐ টাকার পরিবর্ত্তে এক পালি কলায় লওয়া যায়, তাহা হইলে টাকা অবলম্বন করিয়া তণ্ডুলের সহিত কলায়ের বিনিময় করা হয়; অতএব টাকাকে অর্থ কহা যায়। এই নিমিত্ত, টাকা, আধুলি, সিকি, পয়সা প্রভৃতি সামগ্রী অর্থ-শ্রেণীভুক্ত।

সকল স্থানে সকল সময়ে এক প্রকার দ্রব্য অর্থরূপে

ব্যবহৃত হয় নাই। গো, বস্ত্র, লবণ, লৌহ প্রভৃতি সামগ্রী দ্বারা অনেক স্থানে অনেক সময়ে বিনিময়-সাধন হইত: কিন্তু উহাদিগের কোনটাই মোহর, টাকা, প্রভৃতির ন্যায় বিনিময়-সূকর নহে।

অর্থ অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। যদি অর্থ না থাকিত, তাহা হইলে আবশ্যক দ্রব্যের অভাব মোচন করিতে অনেক অসুবিধা হইত। দেখ, সূত্রধরের তণ্ডুল, তৈল, মৎস্য প্রভৃতি সামগ্রী নিত্য আবশ্যক: কিন্তু যদি তাহার অর্থ না থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্য অন্যের নিকট হইতে পাইতে হইলে তৎপরিবর্ত্তে আত্মকৃত কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কোন দ্রব্য ভিন্ন তাহার আর কিছু দিবার সুবিধা হয় না: সুতরাং সূত্রধরকে বাক্স, চৌকী বা অন্য কোন দ্রব্য লইয়া, কৃষকের নিকট তণ্ডুলের নিমিত্ত, তৈলকারের নিকট তৈলের নিমিত্ত, ও জালজীবীর নিকট মৎস্যের নিমিত্ত, যাইতে হয়। এই প্রকারে সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে অনেক অসুবিধা হয়। মনে কর, সূত্রধরের মৎস্য আবশ্যক হইল; কিন্তু তাহার বাক্স ভিন্ন আর কিছু বিনিময়-যোগ্য সামগ্রী তখন প্রস্তুত নাই, এবং একটী বাক্স দিয়া যত মৎস্য পাওয়া যায়, তত মৎস্যেরও প্রয়োজন হয় নাই; সুতরাং তাহাকে হয় প্রয়োজনাতিরিক্ত মৎস্য ক্রয় করিয়া ক্ষতি সহ্য করিতে অথবা মৎস্যের অভাবগ্রস্ত থাকিতে হয়। হয়ত সূত্রধর যে মৎস্যজীবীর নিকট যায়, তাহার একটী বাক্সের তুল্য-মূল্য মৎস্য না থাকি-

তেও পারে; তাহা হইলে সূত্রধর বাক্স ভাঙ্গিয়া তাহার এক খণ্ড দিয়া মৎস্য ক্রয় করিতে পারে না; এবং মৎস্যের তুল্য-মূল্য অন্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লইয়া যাইতেও কাল বিলম্ব হয়; সুতরাং তাহার তৎকালের মৎস্যের প্রয়োজন অসম্পন্নই থাকে। আবার, এমত হওয়াও অসম্ভব নহে যে, মৎস্যজীবীর তখন সূত্রধর-কৃত সামগ্রীর আবশ্যকতা নাই; অতএব সে তদ্বিনিময়ে মৎস্য দিতে স্বীকার করে না; তাহা হইলে তাহার যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়াছে, সূত্রধরকে অন্যত্র আপন সামগ্রী বিনিময় দ্বারা সেই দ্রব্য আনিয়া মৎস্য গ্রহণ করিতে হয়।

এইরূপে সংসার-কার্য্য নির্ব্বাহ করা সমধিক কষ্টসাধ্য; অর্থের ব্যবহার দ্বারা ঐ কষ্টের পরিহার হইয়াছে। যাহার অর্থ আছে, তাহার যখন যে দ্রব্য আবশ্যক হয়, সে তখন তাহা অর্থ দ্বারা ক্রয় করিতে পারে। অর্থ পাইলে, কৃষক তণ্ডুল দিতে অভিলাষী হয়, মৎস্যজীবী মৎস্য দিতে সম্মত হয়, বস্ত্র-ব্যবসায়ী বস্ত্র বিক্রয় করে, এবং সকলেই আপনাদিগের ব্যবসায়ের সামগ্রী দিতে প্রস্তুত থাকে; যেহেতু তাহারাও জানে, অর্থ দ্বারা আবশ্যক মত অন্যান্য দ্রব্য পাইতে পারিবে। অর্থ-প্রচলনের পূর্ব্বে এক দ্রব্য বিনিময় দ্বারা অন্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে লোকের কতই কষ্ট হইত।

অর্থ থাকিলে যেমন আমরা অনায়াসে আপানাদি-

গের অভাব মোচন করিতে পারি, তেমনি দরিদ্রদিগেরও কষ্টের পরিহার করিতে সমর্থ হই। যে দ্রব্য আমাদিগের নিকট অধিক নাই, কোন দরিদ্র ব্যক্তি চাহিলে তাহা প্রদান করিতে অসমর্থ হই; কিন্তু অর্থ থাকিলে তাহাকে দিতে পারি, এবং সে ব্যক্তিও তদ্দ্বারা আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইতে পারে।

যদি কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তথাকার লোকদিগকে অনশন-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত দয়াশীল লোকে যত্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু হয়ত দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট স্থানে তণ্ডুল প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য পাঠাইতে হইলে অনেক অসুবিধা হইতে পারে; অর্থ পাঠাইতে সে সকল অসুবিধার সম্ভাবনা নাই; এবং দরিদ্র লোকে উপযুক্ত অর্থ পাইলেই তণ্ডুল পাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে।

আমাদিগের দেশে সময়ে সময়ে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে, তন্নিবারণ জন্য অন্যান্য অঞ্চলস্থ লোকেরা অর্থ সংগ্রহ করিয়া অনায়াসে পাঠাইয়া থাকেন; কিন্তু তণ্ডুল প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী পাঠাইতে হইলে অনেক শ্রম ও অনেক সময় লাগে; এবং তত শ্রম ও তত সময় ব্যয় করিতে অনেকেই অসমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

তৃতীয় পাঠ।

বিনিময়।

যাহার যত দ্রব্য আবশ্যক সে তৎসমুদায় আপনি প্রস্তুত না করিয়া অর্থ দিয়া অন্যের নিকট ক্রয় করিয়া লয়। উপানৎকার কেবল পাদুকা প্রস্তুত করে; খাট, চৌকী, বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য অন্যের নিকট ক্রয় করিয়া থাকে। তাহাকে এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে ইহাই কহিতে পারে যে, "সমুদায় সামগ্রী আপনি প্রস্তুত করিয়া লইতে হইলে অনর্থক অনেক ব্যয় ও কষ্ট সহ্য করিতে হয়; একখানি খাট নির্ম্মাণ করিতে হইলে বহুশত খাট প্রস্তুত করণ জন্য যে সকল অস্ত্রাদি প্রয়োজনীয় তৎসমুদায় আহরণ করিতে হয়। আবার, সেই সকল অস্ত্রাদিও যদি প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে তন্নির্ম্মাণোপযোগী হাতুড়ি, নেহাই প্রভৃতি সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হয়। এই সকল উপকরণ-সম্পন্ন হইলেও তদ্বারা অনেক পরিশ্রমে ও অনেক কষ্টে যে খাট খানি নির্ম্মিত হয়, তাহা তৎকর্ম্মে অনভ্যাস প্রযুক্ত অকর্ম্মণ্য হইবারই সম্ভাবনা; কিন্তু সেই পরিশ্রম করিলে এত উপানৎ প্রস্তুত হইতে পারে যে, তন্মূল্যে ৩।৪ খানা খাট ক্রয় করিতে পারা যায়।"

সেইরূপ, খাট-নির্ম্মিতা সূত্রধরদিগের পক্ষে উপানৎ প্রস্তুত চেষ্টাও অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম-সাধ্য হয়।

ফলতঃ সকল প্রকার ব্যবসায়ীদিগের পক্ষেই ঐরূপ। কিন্তু যাহার যাহা শিক্ষা সে ব্যক্তি যদি তাহাই নির্ম্মাণ করে, ও আপনার আবশ্যক-মত রাখিয়া অতিরিক্ত ভাগ অন্য-কৃত সামগ্রীর সহিত বিনিময় করে, তাহা হইলে অল্প পরিশ্রমে সকলেরই প্রয়োজন সম্পন্ন হইতে পারে।

কোন কোন অসভ্য স্থানে বিনিময়ের প্রথা অতি অল্প প্রচলিত আছে। তথায় প্রত্যেক ব্যক্তিই আপনার কুটীর নির্ম্মাণ ও বস্ত্র বয়ন করে; মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত দ্রোণী, সিপ, বড়শী, সূতা, এবং শিকারের জন্য তীর, ধনু, বল্লম, প্রস্তুত করিয়া থাকে; তদ্ভিন্ন হয়ত এক একটু ভূমি কর্ষণও করে। এ প্রকার লোকের অবস্থা আমাদিগের দেশের দরিদ্র লোকের অবস্থা অপেক্ষাও মন্দ। মোটা মাদুরবিশেষ অথবা অপরিষ্কৃত পশুচর্ম্ম তাহাদিগের পরিধান-সামগ্রী, এবং অতি সামান্য পর্ণকুটীর তাহাদিগের বাসস্থান; বৃক্ষ বিশেষের মধ্য হইতে কিয়ভাগ উঠাইয়া ফেলিলেই তাহাদের বহিত্র নির্ম্মিত হয়; এবং তাহাদিগের মৎস্য ধরিবার ও মৃগয়া করিবার সমুদায় অস্ত্রই কদর্য্য ও অসুন্দর; ফলতঃ যেখানে প্রত্যেক লোকে আপনার প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্যই স্বয়ং প্রস্তুত করে, সেখানে সে সমুদায়ই নিকৃষ্ট হয়।

ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের পরস্পর বিনিময় ব্যাপারকে বাণিজ্য কহে। সকল দেশে এক প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয় না; কিন্তু বাণিজ্য দ্বারা এক দেশের লোকে অন্য

দেশজাত সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে। ইংলণ্ডে তণ্ডুল, চিনি, নীল, পাট, তূলা প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য অনায়াসে উৎপাদিত হয় না; কিন্তু আমাদিগের দেশে অল্প ব্যয়ে তৎসমুদায় যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারা যায়। আবার, ইংলণ্ডে যথেষ্ট পরিমাণে লৌহ উৎপন্ন হয়, এবং ইংলণ্ডীয়েরা আমাদিগের অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে এবং উত্তমরূপে ছুরী, কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছে। সুতরাং এ দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের সহিত ইংলণ্ডের ছুরী, কাঁচি প্রভৃতি সামগ্রীর বিনিময় হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যদি এদেশের লোকে চেষ্টা করিয়া অল্প ব্যয়ে এদেশ হইতে লৌহ উৎপাদন পূর্ব্বক ইংলণ্ডীয় কারিকরদিগের ন্যায় উত্তম ছুরী কাঁচি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়; তাহা হইলে ইংলণ্ড হইতে ঐ সকল দ্রব্য লইয়া আমাদিগকে তণ্ডুল, গোধূম প্রভৃতি জীবন ধারণোপযোগী সামগ্রীর বিনিময় করিতে হয় না। যেখানে যে দ্রব্য উৎপাদন করা অনায়াস-সাধ্য নহে, তথায় তাহা উৎপাদন করিতে গিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক ক্লেশ ও ব্যয় স্বীকার করিলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ হয় না।

চতুর্থ পাঠ।

মুদ্রা।

লোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রিত তাম্র, রৌপ্য বা স্বর্ণ খণ্ড লইয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্যান্য সামগ্রী প্রদান করে কেন?

এই প্রশ্ন কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে ইহাই কহিবে যে, ঐ সকল মুদ্রিত ধাতুখণ্ড পাইলে যখন যাহা ইচ্ছা, তদ্দ্বারা তখন তাহা ক্রয় করিতে পারা যায়। মুদ্রা পাইলে তণ্ডুল বিক্রেতা তণ্ডুল, তৈলকার তৈল ও ব্যবসায়ী মাত্রেই আপন আপন ব্যবসায়ের সামগ্রী দিতে প্রস্তুত হয়। আবার, ঐ সকল ব্যবসায়ীদিগকে যদি মুদ্রার বদলে স্ব স্ব ব্যবসায়দ্রব্য প্রদানের কারণ জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহারাও ঐরূপ হেতু নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

কিন্তু কি প্রকারে মুদ্রার প্রচলন প্রথম প্রবর্ত্তিত হইল? কেনই বা লোকে মুদ্রা পাইলে আপন আপন শ্রমোৎপন্ন সামগ্রী প্রদান করিতে প্রথমে সম্মত হইয়াছিল? এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর, বা কাষ্ঠ, কিম্বা অন্য দ্রব্যে প্রস্তুত না হইয়া, মুদ্রা, সকল দেশে এবং সর্ব্বসময়ে ধাতুনির্ম্মিত হইয়াছে কেন? এই প্রকার প্রশ্ন সহজেই উদিত হইতে পারে। নিম্নে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে।

কোন কোন লোকে বিবেচনা করে, আইন অনুসারে মুদ্রায় রাজার মুখ-মণ্ডল-প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয় বলিয়াই লোকে মুদ্রা গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বিনিময়-সুকর কোন উপায় নির্দ্ধারণের প্রয়োজন যতই উপস্থিত হয়; এবং সেই প্রয়োজন বলেই মুদ্রার প্রচার আরম্ভ হইয়া উঠে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাচীন কালে গো, বস্ত্র, লবণ, লৌহ প্রভৃতি নানা প্রকার সামগ্রী দ্বারা নানা স্থানে বিনিময়

সাধন হইত; অদ্যাপিও আফ্রিকা খণ্ডস্থ কয়েক প্রকার নীচ জাতীয় লোকে কড়ি দ্বারা মুদ্রা-কার্য্য নির্ব্বাহ করে; আমাদিগের দেশেও পূর্ব্বে কড়ি দ্বারা মুদ্রাকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত; কিন্তু এক্ষণে টাকা, পয়সা প্রভৃতি বিনিময়-সুকর মুদ্রার যত অধিক প্রচার হইতেছে, কড়ি প্রভৃতির প্রচলন তত অল্প হইয়া আসিতেছে।

ফলতঃ মুদ্রা প্রচলন করা রাজার কার্য্য নহে। ধাতু মুদ্রিত করিয়া প্রচার দ্বারা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে রাজা ঐ কার্য্য আপন হস্তে রাখিয়া থাকেন। কোন মুদ্রায় তাহার যে মূল্য অঙ্কদ্বারা নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহা অপেক্ষা উহাতে কিঞ্চিৎ ন্যূন মূল্যের ধাতু থাকে; তাহাতে যে লাভ হয়, তদ্দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করণের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া রাজার কিছু লাভ থাকিয়া যায়। রাজা মুদ্রা প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ না করিলে তৎ-প্রস্তুতকারী বিশ্বাসী ব্যবসায়ী দুর্ল্লভ হইত না। চিকিৎ-সকদিগের হস্তে আমরা বিশ্বাস পূর্ব্বক জীবন-ধন ন্যস্ত করিয়া থাকি; তাঁহারাও সেই বিশ্বাসের অনুপযুক্ত কার্য্য করেন না; এমত স্থলে, মুদ্রা প্রস্তুত রূপ অপেক্ষাকৃত সামান্য কার্য্যের জন্য বিশ্বাস-পাত্র দুর্ল্লভ হইবে কেন? ফলতঃ যেমন ছুরী, কাঁচি, নির্ম্মাণের ভার রাজার হস্তে থাকায় আবশ্যকতা নাই, সেইরূপ, মুদ্রা প্রস্তুত কার্য্যও তাঁহারও হস্তে রাখিবার প্রয়োজন নাই।

কোন কোন রাজা লোভাতিশয্য প্রযুক্ত ক্রমে ক্রমে

মুদ্রার নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা তাহাতে ধাতু পরিমাণ অনেক ন্যূন করিয়া দিয়া লোকের ধনাপহরণ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রকার অপহরণ অধিক কাল চলে না; যেহেতু লোকে, শীঘ্রই তাহা বুঝিতে পারিয়া নির্দ্দিষ্ট মূল্যে আর তাদৃশ মুদ্রা গ্রহণ করে না; তবে বুঝিবার পূর্ব্বে যে কিছুকাল যায়, সেই কাল মধ্যে যাহারা সেই মুদ্রা গ্রহণ করে, তাহাদের মহতী ক্ষতি উপস্থিত হয়, সন্দেহ নাই। এ দেশে ইংরেজ রাজ্যাধিকার কালে যে মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে, মুসলমান রাজাদিগের প্রচলিত মুদ্রা হইতে উহার মূল্য ন্যূন; এইহেতু লোকে ঐ উভয় প্রকার মুদ্রা সমান মূল্যে গ্রহণ করে না।

যেমন মুদ্রা-প্রচলন করা রাজার কার্য্য নহে, সেইরূপ, উহার মূল্য নির্দ্ধারণ করাও তাঁহার ইচ্ছাধীন হয় না। যদি পয়সার আকারের কোন তাম্রখণ্ড রূপার টাকার ন্যায় মুদ্রিত করিয়া তাহাকে টাকা বলিয়া ডাকিতে রাজার আদেশ হয়, তাহা হইলে লোকে সেই নাম দিয়া উহাকে ডাকিতে পারে; কিন্তু নামের পরিবর্ত্তনে উহার মূল্যের পরিবর্ত্তন হয় না। রূপার টাকা দিয়া যত তণ্ডুল পাওয়া যায়, তামার টাকা দিয়া কখনই তত পাওয়া যায় না। তামার টাকা দিয়া তণ্ডুল ক্রয় করিতে হইলে পূর্ব্বকার চারি পয়সার তণ্ডুলের জন্য তখন চারি টাকা দিতে হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ আইন কিম্বা অঙ্কিত রাজ-মুখ-প্রতিকৃতি দ্বারা মুদ্রার মূল্য সম্পাদিত হয় না।

যদি কতকগুলি টাকা গলাইয়া একখানি রৌপ্যদণ্ড প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে সেই কয়েকটী টাকা দিলে যত সামগ্রী পাওয়া যাইত, ঐ রৌপ্যদণ্ড কোন স্বর্ণ-কারকে প্রদান করিলেও প্রায় তত সামগ্রী পাওয়া যাইতে পারে। স্বর্ণ মুদ্রার পক্ষেও ঐ প্রকার হইয়া থাকে। স্বর্ণ ও রৌপ্য, মুদ্রা বা অলঙ্কার যে কোন আকারে থাকুক, তাহাদের মূল্য স্থির থাকে। তাম্র, যদিও স্বর্ণ ও রৌপ্য অপেক্ষা অল্প-মূল্য ধাতু, কিন্তু উহা পয়সা, কোশা বা কটাহ যে কোন আকারে থাকুক, তাহাতে উহার উপযুক্ত মূল্য বিদ্যমান থাকে। যদি স্বর্ণ, রৌপ্য, এবং তাম্রের কোন মূল্য না থাকিত, তাহা হইলে লোকে ঐ সকল ধাতু দ্বারা কখনই মুদ্রা প্রস্তুত করিত না।

যত প্রকার সামগ্রী অর্থরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোনটীই ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার ন্যায় বিনিময়-সাধক নহে। ধাতুমুদ্রা সহজে ভগ্ন হয় না; শীঘ্র ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় না; নষ্ট না হইয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজিত হইতে পারে; অল্পাকারে অধিক মূল্য ধারণ করে; এবং এক আকারের দুই খণ্ড সমান-মূল্য থাকে। প্রধানতঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যে এই এই গুণ আছে। অল্প দেনা পরিশোধার্থে তাম্র মুদ্রা আবশ্যক; কিন্তু তদ্দ্বারা অধিক দেনা পরিশোধ করা অসুবিধা। একটী গো বা অশ্বের দাম পয়সায় লইয়া যাইতে হইলে একটী ভারি-বোঝা বহন করিতে হয়; কিন্তু এক জন লোকে

স্বর্ণ মুদ্রায় ২০টী ঘোড়ার দাম অনায়াসে লইয়া যাইতে পারে।

বহন-সৌকর্য্য বিষয়ে কাগজ-মুদ্রা (করেন্সি নোট্) অন্যান্য মুদ্রা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কাগজ-মুদ্রার বাস্তবিক কোন মূল্য নাই; উহা অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার মাত্র। কাগজ-মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যাইতে পারে, এ কথা যে ব্যক্তি না জানে, সে কাগজ-মুদ্রা লইয়া কিছু দিতে স্বীকার করে না। ফলতঃ যত দিন লোকে বিশ্বাস করে যে, কাগজ-মুদ্রার বিনিময়ে যখন ইচ্ছা, রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায়, তত দিনই তাহারা কাগজ-মুদ্রা গ্রহণ করিয়া থাকে; ঐ বিশ্বাসের অন্যথা ভাব হইলে উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না। ১৮৭৫।৮৫ খৃঃ অব্দের ভয়ানক বিদ্রোহ কালে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গবর্ণমেণ্ট-প্রমিসরি-নোট্ ও ব্যাঙ্ক-নোটের মূল্য যে প্রকার কম হইয়াছিল, তাহা ঐ বিষয়ের সম্যক্ দৃষ্টান্ত-স্থল।

পঞ্চম পাঠ।

মূল্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যে দ্রব্যের বিনিময়ে অপরবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়, আমরা তাহারই মূল্য আছে বলিয়া থাকি। অতএব যে বস্তু বিনিময় করা যাইতে পারে না; অথবা, যাহার

বিনিময়ে কিছুই পাওয়া যায় না, তাহার কোন মূল্যই নাই বলিতে হইবে। কেহ আপনার স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্য্য বিনিময় করিতে পারে না; এই হেতু, উহার কোন মূল্যও হয় না। আবার, জল বায়ু প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ এমনি সুলভ যে উহাদিগের বিনিময়ে কেহ কিছু দিতে সম্মত হয় না; সুতরাং উহাদিগেরও কোন মূল্য নাই। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, কোন দ্রব্যের মূল্য হইতে হইলে উহার বিনিময়-সাধ্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা গুণ থাকা আবশ্যক। কিন্তু কেবল ঐ দুই গুণ থাকিলেও হয় না; ঐ দ্রব্য লোকের অভিলষণীয় হওয়াও আবশ্যক। বিনিময়-সাধ্য ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু পাইবার জন্য যদি অভিলাষ না থাকে, তবে তাহার বিনিময়ে লোকে কিছু প্রদান করিতে স্বীকার করিবে কেন? ফলতঃ বিনিময়-সাধ্যতা, দুষ্প্রাপ্যতা ও অভিলষণীয়তা এই তিন গুণের যোগেই বস্তুর মূল্য জন্মে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে দ্রব্য আমাদিগের প্রয়োজনে লাগে তাহারই মূল্য হইয়া থাকে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ কথার অসারত্ব বুঝিতে পারা যায়। জল ও বায়ু, আমাদিগের জীবন রক্ষার জন্য যেমন প্রয়োজনীয়, এমন আর কোন পদার্থই নয়; তবুও উহাদিগের কোন মূল্য নাই। জল ও বায়ু, সকল স্থানেই অনায়াসে পাওয়া যায়, এই জন্য লোকে তাহাদিগের বিনিময়ে কিছুই দিতে স্বীকার করে না। কিন্তু

এমন স্থানও আছে, যেখানে জল তত সুলভ নহে; সেখানে উহার মূল্যও হইয়া থাকে। তথাকার লোকে জল ক্রয় করিতে পারিলে আহ্লাদিত হয়; কিন্তু তাহা বলিয়া অনায়াস-লভ্য জল অপেক্ষা ক্রীত জলে অধিক প্রয়োজন সাধন হয় না।

আবার, স্বর্ণ ও রৌপ্য অপেক্ষা লৌহ অধিক প্রয়োজনীয়; কিন্তু উহার তত মূল্য নাই। ছুরী, কাঁচি, দা, কাস্তে, কোদাল, আমাদিগের কত প্রয়োজনে লাগে। ঐ সকল দ্রব্য লৌহে নির্ম্মিত হইয়া থাকে; সোণা বা রূপায় ঐ সকল সামগ্রী প্রস্তুত করিলে কোন কাজেরই হয় না; তাহা হইলেই, আমাদিগের অধিক প্রয়োজনে লাগে বলিয়া কোন দ্রব্যের মূল্য অধিক হইল না। আবার, আমাদিগের দেশে লৌহ সস্তা হইলেও যে দেশে লৌহ নাই, তথায় উহা বিলক্ষণ মহার্ঘ দেখা যায়। কোন কোন দ্বীপে লৌহ নাই; তথাকার লোকে ২।৪টী লৌহের পেরেক লইয়া তদ্বিনিময়ে এমত সামগ্রী দেয় যাহা আমাদের দেশে বহুমূল্য হইয়া থাকে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, দুষ্প্রাপ্যতার ন্যূনাধিক্যানুসারে দ্রব্যের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হয়; অর্থাৎ বিনিময়-সাধ্য এবং অভিলষণীয় সামগ্রীর মধ্যে যেটী যত দুর্লভ, সেটী তত মহার্ঘ, এবং যেটী যত সুলভ, সেটী তত অল্পমূল্য হয়। এই নিমিত্তই লৌহ অপেক্ষা রৌপ্য, রৌপ্য অপেক্ষা স্বর্ণ, এবং স্বর্ণ অপেক্ষা হীরক, অধিক-মূল্য দেখিতে পাওয়া যায়।

যখন কোন অভিলষণীয় বস্তু পরিশ্রম দ্বারা পাওয়া যায়, এবং বিনা পরিশ্রমে পাওয়া না যায়, তখন সেই সামগ্রী পাইবার জন্য লোকে পরিশ্রম করে; আবার, যে যে দ্রব্য অধিক-মূল্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সেই দ্রব্য পাইতে অধিক পরিশ্রম হইয়া থাকে; এই সকল কারণে অনেকে এমতও বিবেচনা করেন যে, পরিশ্রমের জন্যই দ্রব্যের মূল্য হইয়া থাকে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, অধিক পরিশ্রম দ্বারা প্রস্তুত হয় বলিয়া কোন দ্রব্যের অধিক মূল্য হয় না; প্রস্তুত দ্রব্যটী অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবে বুঝিয়াই লোকে অধিক পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক তাহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। দেখ, জালজীবীরা কত পরিশ্রম ও ক্লেশ সহ্য করিয়া মৎস্য ধরিয়া থাকে; কিন্তু যদি কোন মৎস্য-জীবী সমুদায় রাত্রি পরিশ্রম করিয়া একটী মৎস্য ধরে, এবং অপর কেহ সেইরূপ পরিশ্রমে সহস্র মৎস্য ধরিতে পারে, তাহা হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তির সহস্র মৎস্যের মূল্যে প্রথম ব্যক্তির এক মাত্র মৎস্যটী বিক্রীত হয় না। এস্থলে উভয়ের সমান পরিশ্রম হইয়াছিল, কিন্তু উভয়ের ধৃত মৎস্য সমান মূল্যে বিক্রীত হইল না। কখন কখন দুই একটা মৎস্য আপনা হইতে লাফাইয়া নৌকায় উঠিয়া থাকে; তাহা হইলেও, যত্ন-ধৃত তদ্রূপ মৎস্য অপেক্ষা উহার মূল্য অল্প হয় না। সেই প্রকার যদি কোন ব্যক্তি যদৃচ্ছালব্ধ কোন শুক্তিকা মধ্যে একটী মুক্তা পায়,

তাহা হইলে, যে ব্যক্তি সমুদায় দিবস পরিশ্রম করিয়া একটী মাত্র মুক্তা পাইয়াছে, তাহার মুক্তা হইতে উহা অল্প মূল্যে বিক্রীত হয় না। অতএব স্থির হইতেছে, পরিশ্রম দ্বারা প্রস্তুত হয় বলিয়া কোন দ্রব্যের মূল্য হয় না; প্রস্তুত দ্রব্যের মূল্য আছে বলিয়া লোকে পরিশ্রম করিয়া তাহা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কি রূপে দ্রব্যের মূল্য জন্মে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল; এক্ষণে কি রূপে মূল্যের পরিমাণ করা যায়, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।

কোন দ্রব্যের বিনিময়ে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই তাহার মূল্য* বা মূল্যের পরিমাণ। এক মণ তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে যদি দুইটী টাকা, পণর সের লবণ, সাত সের তৈল, আদ মণ মুগ, পাঁচ গজ কাপড়, বা কিয়ৎ পরিমিত অপর কোন দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট পরিমিত ঐ ঐ দ্রব্যকে তণ্ডুলের মূল্য কহা যাইতে পারে। ঐ রূপে, পণর সের লবণের মূল্যও দুইটী টাকা, সাত সের তৈল, আদ মণ মুগ, পাঁচ গজ কাপড়,

---

* Value.

বা কিয়ৎ পরিমিত অপর কোন দ্রব্য বলা যাইতে পারে। আবার, সাত সের তৈল, আদ মণ মুগ, পাঁচ গজ কাপড়, বা কিয়ৎ পরিমিত অন্য কোন দ্রব্যের মূল্যও নির্দ্দিষ্ট পরিমিত উহাদিগের যে কোন দ্রব্য হইতে পারে। তাহা হইলেই, দ্রব্য সকলের পারস্পরিক বিনিময় শক্তির পরিমাণকেই মূল্য শব্দে নির্দ্দিষ্ট করা হইল।

কিন্তু সচরাচর বিনিময়-কার্য্য টাকা, পয়সা প্রভৃতি অর্থ দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে হইলে, আমরা তাহার পরিবর্ত্তে টাকা, পয়সা ইত্যাদি দিয়া থাকি; এই জন্য, টাকা পয়সা প্রভৃতি বিনিময়-সাধন সামগ্রী অর্থাৎ অর্থ দ্বারাই দ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ হইয়া থাকে। এইরূপে এক মণ তণ্ডুলের মূল্য দুই টাকা, অথবা এক মণ কলায়ের মূল্য দেড় টাকা কহা যায়। এক দ্রব্যের মূল্যের সহিত অন্য দ্রব্যের মূল্যের তুলনা করিতে হইলেও অর্থ দ্বারা তাহা সম্পন্ন হয়; অর্থাৎ, প্রথমতঃ অর্থ দ্বারা উভয়বিধ সামগ্রীর মূল্য স্থির করিয়া তাহার পর তাহাদিগর মূল্যের ন্যূনাধিক্য বিচার করা যায়। যদি কলায় ও তণ্ডুল এই দুই দ্রব্যের মধ্যে কোন্‌টী মহার্ঘ ও কোন্‌টী অল্পমূল্য ইহা জানিবার প্রয়োজন হয়; তাহা হইলে, এক মণ কলায় খরিদ করিতে ক টাকা লাগে, এবং এক মণ তণ্ডুল খরিদ করিতে ক টাকা দিতে হয়, ইহা পূর্ব্বে স্থির করিয়া তাহার পর তণ্ডুল ও কলায়ের পারস্পরিক মূল্যের তুলনা করা গিয়া থাকে।

এই রূপ অর্থনিষ্ট মূল্যের পরিমাণকে পণ* শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়; অর্থাৎ, কোন বস্তু ক্রয় করিতে হইলে যত অর্থ দিতে হয় তাহাকেই তাহার পণ বলা যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মূল্য ও পণের যে প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, সকল দ্রব্যের মূল্য এক সময় বর্দ্ধিত বা হ্রস্ব হইতে পারে না; কিন্তু সকল দ্রব্যের পণ যুগপৎ বর্দ্ধিত বা হ্রস্ব হইতে পারে। মনে কর, কোন সময়ে এক মণ তণ্ডুলের বিনিময়ে পণর সের লবণ, সাত সের তৈল, আদ মণ মুগ, বা পাঁচ গজ কাপড় পাওয়া যায়; অনন্তর তণ্ডুলের মূল্য বৃদ্ধি হইলে, এক মণ তণ্ডুলের বিনিময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমিত লবণ, তৈল, মুগ বা কাপড় পাওয়া যাইবে; তাহা হইলে, তখন যে পরিমাণে তণ্ডুলের মূল্য বৃদ্ধি হইল, সেই পরিমাণে, লবণ, তৈল, মুগ বা কাপড়ের মূল্য হ্রস্ব হইল বলিতে হইবে। আবার, তণ্ডুলের মূল্য হ্রস্ব হইলে তাহার বিনিময়ে ঐ ঐ দ্রব্য অল্প পরিমাণে পাওয়া যাইবে; তাহা হইলে, তখন সেই পরিমাণে তণ্ডুল

---

* পণ (Price) পারিভাষিক শব্দ। দ্রব্যের অর্থ-পরিমেয় মূল্যের স্বতন্ত্র নাম আবশ্যক হওয়াতে পণ শব্দ দ্বারা তাহা নির্দ্দেশ করা গিয়াছে।

বিনিময়-লভ্য অপরাপর দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইল বলিতে হইবে। ফলতঃ যেমন কোন শ্রেণীর সকল বালকই পরস্পরের বয়োজ্যেষ্ঠ হইতে পারে না; এক জনকে বয়োজ্যেষ্ঠ বলিলেই তৎসম্বন্ধে অবশিষ্টগুলিকে বয়ঃকনিষ্ঠ বলা হয়; সেই রূপ, কোন সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে বলিলেই তৎসম্বন্ধে অবশিষ্টগুলির মূল্যের হ্রাস হইয়াছে ইহা আপনা হইতেই প্রতিপন্ন হইয়া আইসে।

কিন্তু পণ সম্বন্ধে উক্ত রূপ হয় না। অর্থ দ্বারা যে মূল্য পরিমিত হয়, তাহাই পণ। অতএব, কোন সময়ে অর্থের মূল্য বর্দ্ধিত বা হ্রস্ব হইলে সেই সময়ে অর্থ ভিন্ন সকল দ্রব্যেরই মূল্য হ্রস্ব বা বর্দ্ধিত হয়; তাহা হইলেই, সেই সকল দ্রব্যেরই অর্থ-পরিমেয় মূল্য অর্থাৎ পণ যুগপৎ হ্রস্ব বা বর্দ্ধিত হইল। মনে কর, এক্ষণে তণ্ডুল, গম, ও অরহর, প্রত্যেকের মণ দুই টাকায় পাওয়া যায়; কিছু দিন পরে কোন কারণে টাকার মূল্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল; তাহা হইলে, তখন তণ্ডুল, গম ও অরহর এক টাকা করিয়া মণ পাওয়া যাইবে; অতএব তণ্ডুল, গম ও অরহর, এই তিন দ্রব্যেরই যুগপৎ পণ-হ্রাস হইল। এই রূপ, কেবল ঐ তিন দ্রব্যের কেন? সকল দ্রব্যেরই পণ-হ্রাস হইয়া যাইতে পারে। অনেকেই জানেন, কুড়ি, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তণ্ডুল, তৈল, লবণ প্রভৃতি এদেশীয় খাদ্য সামগ্রী যে অর্থে ক্রয় করা যাইত, এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অর্থ সুলভ হওয়াতে তৎসমুদায়

অধিক অর্থে ক্রয় করিতে হইতেছে; সুতরাং ঐ সমস্ত সামগ্রীর এক কালে পণ বৃদ্ধি হইয়াছে এমন স্বীকার করিতে হইবে। সেইরূপ, কোন কারণে অর্থ দুর্ল্ভ হইলে সকল দ্রব্যের পণ হ্রস্ব হইয়া আসিবে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, সকল দ্রব্যের এক কালে মূল্য বৃদ্ধি হইতে পারে না; কিন্তু সকলেরই এক কালে পণ বৃদ্ধি হইতে পারে।*

---

* মূল্য এবং পণের বৃদ্ধি ও হ্রাস বিষয়ে যাহা বলা হইল তদ্ভিন্ন নিম্ন লিখিতরূপে বিবেচনা করিলেও হইতে পারে:—

দ্রব্য সকলের পারস্পরিক বিনিমেয়তার পরিমাণই তাহাদিগের মূল্য। অতএব, অন্যান্য দ্রব্য সম্বন্ধে এক দ্রব্যের বিনিমেয়তা অর্থাৎ ক্রেয়তার বৃদ্ধি হইলেই তৎসম্বন্ধে অন্যান্য দ্রব্য মহার্ঘ হইয়াছে, এবং এক দ্রব্যের ক্রেয়ত্বার হ্রাস হইলে তৎসম্বন্ধে অন্যান্য দ্রব্য অল্প-মূল্য হইয়াছে বলিতে হইবে। ফলতঃ মূল্য সকল-দ্রব্য-নিষ্ঠ, কিন্তু পণ কেবল এক দ্রব্য অর্থাৎ অর্থ-নিষ্ঠ। কোন দ্রব্যের সাধারণতঃ সকল দ্রব্য ক্রয় করিবার শক্তির নাম মূল্য; এবং এক দ্রব্য অর্থাৎ অর্থ ক্রয় করিবার শক্তির নাম পণ। মূল্য সাধারণ-শক্তিবাচক; পণ তদন্তর্গত বিশেষ-শক্তি-নির্দ্দেশক। অতএব, সকল দ্রব্যের পণ বৃদ্ধি হইয়াছে বলিলে সকল দ্রব্যের অর্থ সম্বন্ধে ক্রেয়তা হ্রস্ব হইয়াছে, অর্থাৎ অর্থ সুলভ ও অন্যান্য দ্রব্য মহার্ঘ হইয়াছে বলা হয়; কিন্তু সকল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে বলিলে সকল দ্রব্যেরই পারস্পরিক বিনিমেয়তা অর্থাৎ পরস্পরের পরস্পরকে ক্রয় করিবার শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে বলা হয়। কিন্তু যেমন কোন বাগানের একটী বৃক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইতে পারে, সকল বৃক্ষই পরস্পর অপেক্ষা উন্নত হইতে পারে না; সেইরূপ, সকল দ্রব্য সম্বন্ধে এক দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতে পারে, সকলেরই মূল্য বৃদ্ধি হইতে পারে না।

ষষ্ঠ পাঠ।

ধনোৎপত্তি।

ধন-বিজ্ঞান শাস্ত্রে যে সকল প্রধান পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে, পূর্ব্ব কএক পাঠে তৎসমুদায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে কি রূপে ধনের উৎপত্তি হয়, তাহাই নির্ণয় করা যাইবে।

ধনোৎপাদন করিতে হইলে শ্রমের প্রয়োজন হয়। পৃথিবীস্থ অনেক দ্রব্য আমাদিগের কার্য্য-সাধনোপযুক্ত হইয়া আছে বটে; কিন্তু কিছু পরিশ্রম না করিলে তাহাদিগের দ্বারা প্রয়োজন সম্পন্ন হয় না। ভূগর্ভে কয়লা জন্মিয়া থাকে; কিন্তু মনুষ্য পরিশ্রম করিয়া উত্তোলন না করিলে, তদ্দ্বারা প্রয়োজন সাধন হয় না। অতএব শ্রম ধনোৎপাদনের একটী প্রধান সাধন। কিন্তু শ্রমও পদার্থ বিশেষে প্রযুক্ত না হইলে ধনোৎপাদন হয় না; এই নিমিত্ত যে সকল পদার্থে শ্রম প্রযুক্ত হইয়া ধনোৎপাদিত হয়, তাহাদিগকেও ধনোৎপাদনের সাধন কহা যায়; এই সাধন সকল প্রকৃতি-দত্ত বাহ্য জড় পদার্থ; এই জন্য উহাদিগকে প্রাকৃতিক-সাধন কহা যাইতে পারে।

উপরি উক্ত সাধনদ্বয় ভিন্ন ধনোৎপাদন কার্য্যে আর একটী সাধনের আবশ্যকতা আছে; সামান্য দৃষ্টিতে উহা অলক্ষিত থাকিয়া যাইতেও পারে। মনুষ্য পরিশ্রম

করিয়া ভূমি হইতে শস্য, অথবা ভূগর্ভ হইতে আকরিক লাভ করে; ইহাতে আপাততঃ ভূমি ও শ্রম এই দুইকেই সেই ধনোৎপত্তির সাধন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, পরিশ্রম করিবার পূর্ব্বে আহার দিয়া মনুষ্যের শরীর ও বল রক্ষার প্রয়োজন হয়, এবং ঐ আহার-সামগ্রী পূর্ব্বে কোন প্রকারে সঞ্চিত করা আবশ্যক হইয়া থাকে। আবার, যদি কোন উপকরণ লইয়া মনুষ্য পরিশ্রম করেন, তাহা হইলে ঐ উপকরণ পূর্ব্বে সংগ্রহ করিতে হয়। এই রূপে শ্রমজীবীদিগের শ্রমসামর্থ্য জন্মাইবার জন্য যে সকল বস্তু সঞ্চয় করা যায়, তাহাদিগকে মূল-ধন কহে। মূল-ধন, ধনোৎপাদনের তৃতীয় সাধন।

কি প্রকারে এই তিনটী সাধন দ্বারা ধনোৎপত্তির সুবিধা হইয়া থাকে, ক্রমশঃ তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

সপ্তম পাঠ।

ভূমি।

ধনোৎপাদক প্রাকৃতিক-সাধন সকলের মধ্যে ভূমিই প্রধান; অন্যান্যগুলিও ভূমির সহিত সম্বন্ধ। ভূমি হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শস্যাদি জন্মে; এবং ভূমির উৎপন্নে প্রতিপালিত ছাগ, মেষ, গবাদি জন্তু, মনুষ্যের প্রয়োজনে লাগে। অতএব, কোন্ প্রকার ভূমি ধনোৎ-

পাদন কার্য্যে কিরূপ সহায়তা করিয়া থাকে, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।

সকল ভূমি ধনোৎপাদন বিষয়ে সমান অনুকূল নহে; উর্ব্বরতা, উৎপাদন-ব্যয়, অবস্থান, এবং লোক সংখ্যার ন্যূনাধিক্য প্রভৃতি কারণে ভূমির উৎপাদকতার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

উর্ব্বরতা-ভেদে ভূমির উৎপাদন-শক্তির ন্যূনাধিক্য হয়, ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। যে ভূমি অধিক উর্ব্বরা, অল্প শ্রম এবং অল্প ব্যয়ে তাহা হইতে অধিক ধনোৎপত্তি হয়; এবং যে ভূমি অল্প উর্ব্বরা, অধিক শ্রম ও অধিক ব্যয়ে তাহা হইতে অল্প ধনোৎপত্তি হয়; ইহা দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু সমান সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত নয় বলিয়া অনেক সমান উর্ব্বরা ভূমিও সমান পরিমাণে ধনোৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। মনে কর, কলিকাতার নিকট তোমার শত বিঘা উর্ব্বরা ভূমি আছে; এবং কলিকাতা হইতে ৫০ ক্রোশ দূর-বর্ত্তী সুন্দরবন মধ্যে আর এক শত বিঘা তাদৃশ উর্ব্বরা ভূমি আছে; কিন্তু কলিকাতার নিকটস্থ ভূমির ফসল বিনিময় দ্বারা তোমার যত ধনাগম সম্ভাবনা, দূরবর্ত্তী সুন্দর বনস্থিত ভূমির উৎপন্ন বিনিময় দ্বারা তত লাভ না হইতে পারে; হয়ত, দূরবর্ত্তী সুন্দর-বনের ভূমি হইতে ফসল উৎপাদন জন্য অনেক ব্যয় করিয়া অন্য স্থান হইতে কৃষক লইয়া যাইতে হইয়াছিল; এবং তত্রত্য

ফসল অনেক ব্যয় স্বীকার করিয়া, কলিকাতায় না আনিলে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে পারা যায় নাই। এমত স্থলে, সমান উর্ব্বরা দুই খণ্ড ভূমি, সমান পরিমিত ফসল উৎপন্ন করিয়াও উৎপাদন এবং বিক্রয়-স্থানে বহনাদি বিষয়ক ব্যয়ের ন্যূনাধিক্য বশতঃ সমান ধনোৎপাদন করিল না। আবার, পৃথিবীর উত্তর ভাগে এমত স্থান আছে, যেখানে উর্ব্বরা ভূমির অপ্রতুল নাই, কিন্তু হিমাতিশয্য প্রযুক্ত লোকে বাস করিতে পারে না; সুতরাং তথাকার ভূমি, অবস্থান-দোষে ধনোৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। অনেক স্থানে, উর্ব্বরা ভূমি হইতে অল্প ব্যয়ে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়; কিন্তু লোক-সংখ্যার অল্পতা প্রযুক্ত উহা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয় না। উৎপন্ন দ্রব্যের অল্প-মূল্যতা হেতুক ঐ প্রকার স্থানের ভূমিকে অধিক-লোকাধিবাসিত স্থানের তাদৃশ ভূমির তুল্য-ধনোৎপাদক বলা যাইতে পারে না।

যেহেতু উর্ব্বরতা, অবস্থান, উৎপাদন-ব্যয়, এবং লোক-সংখ্যার ন্যূনাধিক্যানুসারে ভূমির ধনোৎপাদকতা শক্তির ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে; অতএব, কোন ভূমির ঐ শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে যাহাতে তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি, অবস্থান-দোষের পরিহার, উৎপাদন-ব্যয়-লাঘব, এবং লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হয়, তাহাই করা আবশ্যক। সার দিয়া অনুর্ব্বরা ভূমির উৎপাদকতা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়; নিকট দিয়া সুগম রাস্তা প্রস্তুত বা খাল

খনন দ্বারা লোকের গমনাগমনের সুবিধা করিয়া দিলে, অবস্থান-দোষের অনেক পরিহার হয়; যন্ত্র ব্যবহার বা শ্রামিকের বহুলত্ব সম্পাদন দ্বারা উৎপাদন-ব্যয় ন্যূন হইতে পারে; এবং অন্যত্র হইতে লোক লইয়া গিয়া বাস করাইয়া লোকে সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

অষ্টম পাঠ।

শ্রম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যদিও শ্রম ভিন্ন ধনোৎপন্ন হয় না; কিন্তু সকল প্রকার শ্রম দ্বারাই ধনোৎপাদনে সাহায্য হয়, এমত নহে। যে শ্রম দ্বারা ধনোৎপাদনে সাহায্য হয় তাহাকে উৎপাদক-শ্রম, এবং যদ্দ্বারা সাহায্য না হয়, তাহাকে অনুৎপাদক-শ্রম কহা যায়। কিন্তু ধন কিরূপ পদার্থ? আমরা যে সকল বস্তুকে ধন বলি, তৎসমুদায়ই জড় বস্তু; কেবল শ্রম দ্বারা ব্যবহার-যোগ্য হইয়া ধন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যখন, ভূগর্ভে ধাতু নিষ্প্রয়োজনীয় অবস্থায় থাকে, তখন আমরা উহাকে ধন বলি না; অনন্তর, মানুষে পরিশ্রম করিয়া উত্তোলন পূর্ব্বক, তাহাতে প্রয়োজনীয়তা প্রদান করিলেই উহা ধন বলিয়া গৃহীত হয়। যে সকল মনোহর কাচ-পাত্র আমাদিগের বিবিধ প্রয়োজনে লাগে, তাহাদিগের একটী লইয়া, যত পরিশ্রম দ্বারা উহা প্রস্তুত

হইয়াছে, মনে মনে সেই সকল পরিশ্রম উহা হইতে পৃথক্ করিয়া ফেল; তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, উহা নিষ্প্রয়োজনীয় সামান্য বালুকা এবং প্রকার-বিশেষ ক্ষারে পরিণত হইয়াছে। অতএব এমত বলা যাইতে পারে, যে শ্রম দ্বারা জড়-বস্তু প্রয়োজনীয়তা প্রাপ্ত হইয়া ধন নামে গৃহীত হয়, তাহাই উৎপাদক শ্রম, এবং যে শ্রম দ্বারা তাহা না হয়, তাহা অনুৎপাদক শ্রম।

কৃষক ও শিল্পী প্রভৃতি সামান্য শ্রম-জীবীদিগের শ্রম উৎপাদক-শ্রেণীর অন্তর্গত, ইহা দেখা যাইতেছে। কৃষক পরিশ্রম পূর্ব্বক ক্ষেত্র কর্ষণ, বীজ বপন, ও জল সেচন করে; তাহার পর, প্রয়োজনীয় শস্য লাভ করিয়া থাকে; সূত্রধর শ্রম করিয়া কাষ্ঠ কাটিয়া অনেক অস্ত্রাদির সাহায্যে খাট চৌকী তৈয়ার করে; তখন, সেই কাষ্ঠ আমাদের উপবেশন বা শয়নের উপযুক্ত হয়; অতএব তাহাদিগের পরিশ্রম যে উৎপাদক, তাহা বলিতে হইবে কেন? কিন্তু যে সকল ব্যক্তি পণ্য-সামগ্রী এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়; অথবা, যে সকল পুলিষের লোকে আমাদিগের সম্পত্তি রক্ষা করে, তাহাদিগের শ্রমকে উৎপাদক বলা যাইবে কি না? ইহার উত্তর করিতে হইলে এই বিবেচনা করিতে হয়, বাহকেরা যদি পরিশ্রম পূর্ব্বক বিক্রয়ের স্থানে পণ্য লইয়া না যায়, এবং পুলিষের লোক, যদি দস্যু তস্করাদির হস্ত হইতে রক্ষা না করে, তাহা হইলে পণ্যাদি প্রয়োজনে

লাগে না; সুতরাং তাহাদিগের পরিশ্রমও উৎপাদক শ্রেণী-ভুক্ত। শিক্ষকের পরিশ্রমও বিবেচনা করিয়া দেখ, তিনি কেবল ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিয়া থাকেন; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন বস্তুতে প্রয়োজনীয়তা প্রদান করেন না; কিন্তু তাঁহার দত্ত শিক্ষাগুণে ছাত্রদিগের দৈহিক ও মানসিক বল বৃদ্ধি হয়, এবং অশিক্ষিত থাকিলে যত পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগকে যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত, শিক্ষিত হইয়া তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প পরিশ্রমে তাহারা সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, সুতরাং শিক্ষকের পরিশ্রমও অনুৎপাদক নহে। অতএব, সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে যে শ্রম দ্বারা জড়বস্তুতে প্রয়োজনীয়তা প্রদান করা যায়, তাহাকেই উৎপাদক শ্রম কহে।

কখন কখন উৎপাদক-শ্রামিকদিগের শ্রমও অনুৎপাদক হইয়া গিয়া থাকে। মনে কর, যে লৌহবর্ত্ম কলিকাতায় আরব্ধ হইয়া পশ্চিমাঞ্চলে গিয়াছে, তাহা যদি কিয়দ্দূর প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়া রাখা যাইত, এবং তদুপরি শকট চালনা না হইত, তাহা হইলে ঐ বর্ত্ম প্রস্তুত করিতে যে শ্রম হইয়াছে, তাহা নিষ্ফল হইয়া যাইত; উহা দ্বারা পৃথিবীর ধনোৎপাদনে কিছুই সাহায্য হইত না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যেমন কার্য্যানুসারে, প্রযুক্ত শ্রমকে উৎপাদক বা অনুৎপাদক কহা যায়, সেই রূপ প্রয়োগের রীতি অনুসারেও কোন শ্রম অল্প কোন শ্রম অধিক উৎপাদক হইয়া থাকে। যদি কোন কর্ম্মকার আল্‌পিন্ গড়িতে আরম্ভ করিয়া, আর কাহারও সাহায্য না লয়, এবং সমুদায় কাজ স্বহস্তে সম্পন্ন করে, তাহা হইলে, সে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াও এক দিনে বড় অধিক হয় ত ২০টী আল্‌পিন্ গড়িতে পারে; কিন্তু এক ব্যক্তি সমুদায় কাজ না করিয়া আল্‌পিন্ গড়ার এক এক অঙ্গ যদি এক এক জনে সম্পন্ন করে; অর্থাৎ যদি কেহ তার টানে, কেহ উহা সরল করে, কেহ খণ্ড খণ্ড করে, কেহ মুখটী সূচল করে, কেহ বা উহার মস্তকের কোন ভাগ গঠন করে, এই রূপে এক এক জনে এক এক ব্যাপার সম্পন্ন করে, তাহা হইলে এক এক দিবসে তাহাদের এক এক জন ৫০,০০০ আল্‌পিন্ প্রস্তুত করিতে পারে।

এক কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন ভাগ ভিন্ন ভিন্ন হস্ত দ্বারা সম্পাদিত হইলে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার উপকার হয়*;—

---

* এই রূপ কার্য্যবিভাগকে ইংরেজী অর্থশাস্ত্রবিৎ কোন কোন পণ্ডিতেরা শ্রম-বিভাগ (Division of labour) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক উহা শ্রম-বিভাগ নহে; বরং উহাকে শ্রম-সংকলন (Co-operation of labour) বলা যাইতে পারে।

প্রথম। শ্রামিকদিগের কর্ম্ম-সাধনে লঘু-হস্ততা জন্মে। যে ব্যক্তি নিয়ত একবিধ কর্ম্ম করে, সে তাহা অন্যাপেক্ষা শীঘ্র করিতে পারে। ঐ কর্ম্ম সম্পাদন জন্য শরীরের যে অঙ্গের যেরূপ চালনা আবশ্যক, তাহার সেই অঙ্গ সেই চালনায় এরূপ অভ্যস্ত হয়, যেন বোধ হয়, কর্ত্তার চেষ্টা ব্যতীত অঙ্গ-সকল আপনা হইতেই কর্ম্ম করিতেছে, এবং নিয়ত খাটিয়াও পরিশ্রান্ত হইতেছে না। যে কর্ম্মকারকের পেরেক গড়া একমাত্র ব্যবসায় নহে, তাহাকে পেরেক গড়িতে দিলে সে প্রতিদিন দুই তিন শত পেরেকের অধিক গড়িতে পারে না; কিন্তু পেরেক গড়াই যাহাদিগের ব্যবসায়, তাহারা প্রত্যেকে প্রতি দিবস দুই তিন সহস্র পেরেক গড়িয়া থাকে।

দ্বিতীয়। এক কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরে প্রবৃত্ত হইতে যে সময় নষ্ট হয়, তাহা হইতে পায় না। যদি এক ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে যে সময় লাগে, তাহা যে বৃথা ব্যয়িত হয়, ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা না হইয়া, এক স্থানে বসিয়া যদি তাহাকে অনেক রকম কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা হইলেও ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম সাধনোপযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করিতে হইয়া থাকে; সুতরাং এক প্রকার উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া প্রকারান্তর গ্রহণ করিতে কিছু সময় নষ্ট হয়। হয়ত, অন্য প্রকার কাজ

করিবার সময়, তাহার শরীরের অবস্থান পরিবর্ত্তন করিতে হয়; কখন কখন শরীরস্থ বস্ত্রাদিও ভিন্ন রূপে বিন্যাস করিবার প্রয়োজন হয়; এই সকল কর্ম্মে কতক সময় নষ্ট হইয়া থাকে। আবার, এক কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরে প্রবৃত্ত হইতে গেলে অন্তঃকরণে এক প্রকার ভিন্ন ভাব উপস্থিত হয়; তন্নিবন্ধন কিছুকাল সে কর্ম্মে মন না লাগিতেও পারে, তাহাতেও ক্ষতি হইয়া থাকে।

তৃতীয়। শ্রম-লাঘব করিবার অনেক কৌশল বা যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে। এক ব্যক্তি নিয়ত এক কর্ম্ম করিতে করিতে তাহাতে তাহার বুদ্ধি দীপ্তি পাইতে পারে, এবং কি উপায়ে ঐ কর্ম্মশ্রম লঘু হয়, তাহা উদ্ভাবন করিবার নিমিত্ত তাহার যত্ন হওয়াও অসম্ভব নহে। অনেক স্থলে ঐ প্রদীপ্ত বুদ্ধি ও যত্নের ফল ফলিত হইয়া থাকে।

চতুর্থ। এমত অনেক কর্ম্ম আছে যাহার সকল ভাগ সম্পন্ন করিতে সমান নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না; কোন ভাগ অল্পবুদ্ধি সামান্য লোক দ্বারা অনায়াসে নিষ্পন্ন হইতে পারে, কোন ভাগ সম্পন্ন করিতে শিক্ষিত ব্যক্তির নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। সেই সকল কর্ম্মের সমুদায় ভাগ এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত অধিক বেতন দিয়া সুনিপুণ লোক নিযুক্ত করিলে অনেক অর্থ অনর্থক ব্যয়িত হইয়া যায়; কিন্তু তাহা না করিয়া যদি ঐ কর্ম্মটী নানা ভাগে বিভক্ত করা যায়, এবং যে ভাগ যেমন

নৈপুণ্য-সাধ্য তাহা সম্পন্ন করিতে তেমনি বেতনে লোক নিযুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে সমুদায় কর্ম্মটী অপেক্ষাকৃত ন্যূন ব্যয়ে সম্পন্ন হইয়া উঠে।

কোন কর্ম্মের যে ভাগ সাধনে যে ব্যক্তির বিশেষ পটুতা আছে, সেই ব্যক্তি দ্বারা সেই ভাগ করাইয়া লইলে আরও এক উপকার এই যে, সেই কর্ম্ম সম্পন্ন জন্য যে সকল উপকরণ লাগে তৎসমুদায় যথোচিৎ রূপে প্রযুক্ত হইতে পারে; অপটু লোক দ্বারা করাইলে তাহার ভ্রম প্রমাদ বশতঃ যে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তাহা হইতে পায় না।

যেমন, কোন কার্য্য বিভাগ করিয়া নানা হস্তে প্রদান করিলে সেই কার্য্যটী শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া থাকে, তেমনি কোন কোন কার্য্যে অনেক লোকের শ্রম একত্র করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। অট্টালিকা, সেতু, লৌহবর্ত্ম প্রভৃতি নির্ম্মাণে অনেক লোককে একত্র হইয়া কোন ভার উত্তোলন বা অপর কোন কার্য্য করিতে দেখা গিয়া থাকে। অনেক লোকের শ্রম একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবার ঐরূপ প্রথা না থাকিলে, যে সকল বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্ম দ্বারা বর্ত্তমান কালের সভ্যতা চিহ্নিত হইতেছে; তাহাদিগের কিছুই সম্পন্ন হইতে পারিত না।

নবম পাঠ।

মূলধন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কিছু সঞ্চিত ধন, অর্থাৎ মূলধন না থাকিলে ধনোৎপাদন করিতে পারা যায় না, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে কি প্রকারে মূলধনের প্রয়োগ হইলে ধনোৎপাদিত হইতে পারে তাহা বিবেচনা করা যাইতেছে।

মূলধন দ্বারা ধন বৃদ্ধি করিতে হইলে লাভ-জনক কর্ম্মে তাহার প্রয়োগ করা আবশ্যক; তাহা হইলে যত ধন প্রয়োগ করা যায়, তাহা অপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হইয়া দেশের ধন-বৃদ্ধি হইতে পারে। মনে কর, যদি আমরা বিলাস বাসনা পরিতৃপ্তি জন্য পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিতে ধন ব্যয় করি, তাহা হইলে ঐ ধন পুনঃ প্রাপ্তির আশা বিসর্জ্জন দিতে হয়; কিন্তু তাহা না করিয়া যদি কৃষিকার্য্যে ধন প্রয়োগ করি, তাহা হইলে কৃষিলব্ধ শস্য দ্বারা, ঐ কার্য্যে যাহা ব্যয় করা গিয়াছিল, তাহা, এবং আরও কিছু পাওয়া যাইতে পারে।

লাভজনক কর্ম্মে ধন-প্রয়োগ করিলে যেমন প্রয়োগ-কর্ত্তার অধিক ধনলাভ হয়, তেমনি অনেক শ্রমজীবী লোকেরও ভরণপোষণ হইয়া থাকে; এবং যদি প্রতি বৎসর ঐ লাভের কিয়দংশ বাঁচাইয়া মূলধনে যোগ করা

যায়, তাহা হইলে ক্রমশঃ অধিক-সংখ্যক শ্রমজীবীর ভরণ-পোষণ এবং অধিক পরিমাণে দেশের ধনবৃদ্ধি হয়। হয়ত, দেশের ধনবৃদ্ধি কামনা না করিয়া লোকে কেবল আপন আপন ধনবর্দ্ধনেচ্ছায় তাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যের ধনের ন্যূনতা সম্পাদন না করিয়া আপনার ধনবৃদ্ধি করে, সে ব্যক্তি দেশেরও ধন বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কখন কখন, একের ক্ষতি হইয়া অন্যের ধন লাভ হয়; সে রূপ স্থলে, দেশের ধনভাগ কিছুই বর্দ্ধিত হয় না। যদি কেহ ভিক্ষা, জুয়া-খেলা বা চৌর্য্য অবলম্বন করিয়া ধন উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে সে যত উপার্জ্জন করে, অন্যের তত ক্ষতি হয়; কিন্তু কেহ কৃষি বা শিল্প কার্য্য দ্বারা ধন উপা-র্জ্জন করিলে তাহার উপার্জ্জনে অন্যের ক্ষতি হয় না; এবং সে যত উপার্জ্জন করে, দেশের ধনের তত বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অনেকে আপনাদিগের কার্য্যে অর্থ না খাটাইয়া অন্যকে ঋণ দিয়া থাকে। যাহারা ঋণ লয়, তাহারা সেই অর্থ খাটাইয়া লাভ করে। এরূপ করাতে ঋণদাতা ও গৃহীতা উভয়েরই লাভ হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি এক সহস্র টাকা পৈতৃক ধন পায়, অথবা, আপ-নার উপার্জ্জিত অর্থ হইতে অত টাকা বাঁচাইতে পারে, এবং ঐ টাকা দ্বারা বাণিজ্যাদি কোন লাভ-জনক কর্ম্ম করিতে না পারিয়া সন্তানদিগের জন্য

একটী বাক্সে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে সেই অর্থ দ্বারা আর কিছুই লাভ হয় না; ২০ বা ৩০ বৎসর পরে তাহার সন্তানেরা বাক্স খুলিলে সেই রক্ষিত এক সহস্র টাকার অধিক কিছুই পায় না। আবার, যদি সে ব্যক্তি, প্রতি বৎসর সেই টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা খরচ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে ২০ বৎসরের শেষে বাক্সে আর কিছুই থাকে না। কিন্তু তাহা না করিয়া সে যদি কোন ব্যক্তিকে বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা সুদে ঐ সহস্র টাকা কর্জ্জ দিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি সেই টাকা দ্বারা কোন প্রকার ব্যবসায় করিয়া বার্ষিক পঞ্চাশ টাকার অধিক লাভ করিতে পারে, সে উহা আহ্লাদ পূর্ব্বক কর্জ্জ করে; লাভের টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা সুদ চলিয়া তাহার আপনার কিছু লাভ থাকিয়া যায়। এই রূপে দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও শিল্প কার্য্যালয়ে অনেক টাকা খাটিয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেশে যত অধিক মূল-ধন থাকে, শ্রমজীবী লোকের পক্ষে তত মঙ্গল হয়। ব্যবসায়ী অল্প ধনবান্ হইলে, অধিক সংখ্যক লোক নিয়োগ করিতে পারেন না; এবং নিযুক্তদিগের শ্রমের বেতনদান বিষয়েও নিশ্চিন্ত থাকেন না।

মূলধন-হীন দেশে গিয়া শ্রমাবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে অন্যের নিকট হইতে বেতন-প্রাপ্তি তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। তথায়, যদি কোন ভূস্বামী তাহাকে ভাবি-শস্যের অংশ দিতে সম্মত হইয়া এক খণ্ড ভূমি আবাদ করিয়া দিতে কহেন, তাহা হইলে তাহার আহারের সংস্থান থাকিলে সে ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে; কিন্তু, সে সংস্থান না থাকিলে, তাহাকে এরূপ উত্তর করিতে হয়, "আমার আজ্ কাল্ চালাইবার যো নাই, কি খাইয়া কাজ করিব? যদি আপনার আমাকে খাটাইবার অভিলাষ থাকে, তবে দৈবসিক শ্রমের বেতন দিতে হইবে।" কিন্তু ভূস্বামীরও মূলধন না থাকিলে তিনি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন না; সুতরাং ভূমির আবাদ হইয়া উঠে না। ফলতঃ ন্যূন-কল্পে, আবাদ করা অবধি শস্য কাটা পর্য্যন্ত শ্রামিকের বেতন-দানোপযুক্ত সঞ্চিত ধন, বপনের জন্য বীজ, এবং লাঙ্গল, কাস্তে, প্রভৃতি কতকগুলি উপকরণ না থাকিলে কৃষিকর্ম্ম চলিতে পারে না; এবং যত দিন সে সমুদায় সংগৃহীত না হয়, তত দিন আপন আপন খাদ্য আহরণ জন্য অল্প-শ্রম-লভ্য বন্য-ফল-মূল বা পশ্বাদির অনুসন্ধানে সকলকেই ব্যতি-ব্যস্ত থাকিতে হয়। কিন্তু তাদৃশ আহার-সামগ্রী প্রায় অধিক পরিমাণে জুটে না, এবং যাহা জুটে, তাহা দীর্ঘকাল থাকে না;

এই হেতু, প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহা উদরস্থ করিয়া পুনর্ব্বার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয়; অপেক্ষাকৃত অধিক-শ্রম-লভ্য সামগ্রী সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে।

অসভ্য জনপদে লোকদিগকে আহার-সামগ্রী অনুসন্ধানের নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতে হয়, ইহা অনেক স্থানেই প্রত্যক্ষ করিতে পাওয়া যায়। এদেশের পর্ব্বতবাসী সাঁওতাল, কোল, কুকী প্রভৃতি বন্য জাতিদিগের অবস্থা অদ্যাপি নিতান্ত মন্দ রহিয়াছে; তাহাদিগের বাসপ্রদেশে প্রচুর উর্ব্বরা ভূমি এবং পরিশ্রম করিবার লোক থাকিলেও, এবং বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই পরিশ্রম করিলেও তাহাদিগের উপযুক্ত পরিমিত খাদ্যাদি সংগৃহীত হয় না। সঞ্চিত ধনাভাব প্রযুক্ত তথাকার লোকে কোন কর্ম্মে দীর্ঘকাল শ্রম ব্যয় পূর্ব্বক, তাহার ফল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না; হয়ত, কোন কোন স্থানে অস্ত্র অভাবে তাহাদিগকে খালি হাত, কাঠ, কিংবা তীক্ষ্ণ প্রস্তর দ্বারা অস্ত্রের কাজ করিতে হয়; এবং এই সকল কারণে, তাহারা অতি কষ্টে ভোজন পরিধান নির্ব্বাহ ও কুৎসিত স্থানে বাস করিয়া জীবন যাপন করে। মনুষ্যের আদিম অবস্থাতেও মূলধনের অভাব প্রযুক্ত লোকদিগকে অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত করিতে হইত। অনন্তর, কোন প্রকারে কিছু কিছু করিয়া যেমন মূলধন সঞ্চিত হইয়াছে, তেমনি শ্রামিকের দীর্ঘকাল ভোজন প্রাপ্তির সুবিধা এবং তন্নিবন্ধন

নানা প্রকারে শ্রম-বিভাগ হইয়া দেশের ধন-বৃদ্ধি, এবং অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। অতএব, আদিম কালের দুরবস্থা হইতে বর্ত্তমান কালের সমৃদ্ধিশালীতার উপনীত হইতে কত সময় লাগিয়াছে বিবেচনা করিয়া দেখ।

একণে প্রতিপন্ন হইল যে, মূলধন না থাকিলে কোন দেশের ধনবৃদ্ধি হয় না, এবং যেখানে যত অধিক মূলধন থাকে, সেখানে শ্রামিকের বেতন প্রাপ্তির তত সুবিধা হয়। শ্রামিকেরাও ইহা নিতান্ত না বুঝে এমত নহে। কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তাহারা ধনবান্ মহাজনের কার্য্যালয় খুজিয়া লইতে চেষ্টা করে; এবং তথায় কর্ম্ম প্রাপ্তির সুবিধা করিতে পারিলে অন্যত্র খাটিতে সম্মত হয় না। ফলতঃ কোন দেশে মূলধন যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেখানে ব্যবসায় কর্ম্ম তত বাহুল্য হইয়া শ্রামিকের বেতন প্রাপ্তির নিঃসন্দিগ্ধতা ও আধিক্য হইবার সম্ভাবনা হয়; এবং তথায় দিন দিন অধিক পরিমাণে অর্থাগম হইয়া নানা প্রকারে লোকের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইতি-পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ধনোৎপাদন কার্য্যে শ্রমজীবীদিগের শ্রম-সামর্থ্য জন্মাইবার জন্য যে সকল বস্তু সঞ্চয় করা যায়, তাহাদিগকে মূলধন কহে;

উপরে মূলধন সম্বন্ধে আরও যাহা যাহা বলা হইল তৎ-সমুদায় হইতে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী মূল নিয়ম সংস্থাপিত হয়।

প্রথম। সঞ্চয় দ্বারা মূলধন সংগৃহীত ও বর্দ্ধিত হইলেও কেবল সঞ্চয় করিয়া রাখিলেই মূলধনের কার্য্য হয় না; ভোগ* অর্থাৎ ব্যবহার দ্বারা ক্ষয় বা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া মূলধনের কার্য্য হইয়া থাকে। মনে কর, তুমি কৃষিকর্ম্ম করিবে; তাহা হইলে তোমার মূলধনের কিয়-দ্ভাগ শ্রামিক ভোজন দ্বারা আপনার শরীরের রক্ত মাংসাদি রূপে পরিণত করিবে, কিয়দ্ভাগ বীজের আকারে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত হইয়া নূতন বৃক্ষরূপে উদ্গত হইবে, কিয়দ্ভাগ লাঙ্গল, কাস্তে, প্রভৃতি উপ-করণের আকারে ব্যবহৃত হইয়া ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতে থাকিবে; অনন্তর, শস্যধনের উৎপত্তি হইবে। ফলতঃ ভোগ দ্বারা মূলধনের ক্ষয় হইয়া নূতন ধনের উৎপত্তি হয়; এবং এইরূপে সংসারের সমুদায় মূলধন নিয়তই ক্ষয়-প্রাপ্ত ও পুনর্ব্বার নবীকৃত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কৃপণের গৃহে আবদ্ধ থাকিলে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় না।

আমাদিগের মধ্যে অনেকের এরূপ ভ্রম আছে যে, আমরা আহারের জন্য যাহা ব্যয় করি, তাহা লোপ পাইয়া যায়, এবং অলঙ্কার প্রভৃতি স্থায়ী সামগ্রীর

* যে প্রকার ব্যবহার দ্বারা দ্রব্যের ক্ষয় বা রূপান্তর হয়, তাহাকে ভোগ (Consumption.) বলা যায়।

আকারে যাহা রাখিতে পারি, তাহাই রক্ষা পায়। যাঁহারা এরূপ বুঝেন, তাঁহারা আপনাদিগের আহারাদির নিমিত্ত প্রয়োজনীয়-ব্যয় কমাইয়াও অলঙ্কারাদি স্থায়ী সামগ্রী সঞ্চয় করিতে ব্যস্ত হইয়া থাকেন! কিন্তু পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ভোগদ্বারা ধনক্ষয় না হইলে নূতন ধনের উৎপত্তি হয় না; আমরা ভোজন করিয়া যে ধন ক্ষয় করিয়া ফেলি, তাহা বাস্তবিক লোপ পায় না; তদ্দ্বারা আমাদিগের শরীরের পোষণ হয়, এবং তাহাতেই আমরা নূতন ধনোৎপাদন জন্য পরিশ্রম করিতে সমর্থ হই। কিন্তু, যদি আমরা ধনোৎপাদন কার্য্য না করি, তাহা হইলে আমাদের আহারাদির জন্য যে ধন ব্যয় হয়, বাস্তবিক তাহা লোপ পাইয়া যায়, অর্থাৎ তদ্দ্বারা নূতন ধনোৎপাদনে সাহায্য হয় না। আবার, অলঙ্কার প্রভৃতি বিলাস-সামগ্রী লইয়া বিবেচনা করিয়া দেখ। ঐ সকল দ্রব্য বদ্ধ করিয়া রাখিলে তদ্দ্বারা সংসারের ধনবৃদ্ধি হয় না; উহাদিগের ভোগ দ্বারাও ধনোৎপাদনে কোন সাহায্য হয় না। মনে কর, তুমি বহুমূল্য পরিচ্ছদ বা অলঙ্কার পরিধান করিয়া আপনার কৃষি-কর্ম্মের বা শিল্প কার্য্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতেছ; কিন্তু তাদৃশ মূল্যবান্ পরিচ্ছদ বা অলঙ্কার পরিধান না করিয়াও ত সেই তত্ত্বাবধান-শ্রম করিতে পারা যাইত; তাহা হইলেই ধনোৎপাদক-শ্রমে সেই পরিচ্ছদের বা অলঙ্কারের প্রয়োজনীয়তা

থাকিল না; সুতরাং সেই সকল সামগ্রীর ভোগ দ্বারা মূলধনের কোন কার্য্য হইল না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, বিলাস-সামগ্রীর ভোগ দ্বারা মূলধনের কার্য্য না হউক, যখন উহাদিগের বিনিময়ে ভোজ্যাদি মূলধন পাওয়া যাইতে পারে, তখন উহারাও মূলধন স্থানীয়; অতএব ঐ সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। কিন্তু বিবেচনা কর, ভোজ্যাদি মূল-ধনের ভোগ হইয়াই ত বিলাস-দ্রব্য উৎপন্ন হয়; সুতরাং যে সকল ভোজ্যাদির ভোগ হইয়া বিলাস-সামগ্রী জন্মে, বিলাস-সামগ্রী সেই সকল ভোজ্যাদির রূপান্তর মাত্র। অতএব, সংসারের ভোজ্যাদি-মূলধন যতই রূপান্তরিত হইয়া বিলাস-সামগ্রীর বাহুল্য হইতে থাকে, ততই সেই সমুদায় মূলধনের হ্রাস হয়। এবং যদি ভোজ্যাদির উৎপাদন-কর্ত্তারা ক্রমিক অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া ঐ অকুলান পরিহার করিতে না পারে, তাহা হইলে ক্রমশই আবশ্যক পরিমিত ভোজ্যাদির অভাব বৃদ্ধি হইতে থাকে।

বিলাস-সামগ্রী ভোগ দ্বারা ধনোৎপাদনে সাহায্য না হউক, তৎভোগেচ্ছা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া শ্রামিকেরা অধিক পরিমাণে ধনোৎপাদন করিয়া থাকে। মনে কর, কোন দ্বীপে কতকগুলি কৃষক বাস করে; এবং তাহারা সামান্য কিছু পরিশ্রম করিয়াই আপনা-

দিগের আহার-দ্রব্য আপনারাই উৎপাদন করিয়া লয়। যদি তাহাদিগের কোন বিলাসদ্রব্যের প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে তাহারা আপনাদিগের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে না। কিন্তু যদি নিকটে বিলাসদ্রব্য পাওয়া যায়; এবং সেই সকল সামগ্রীর উৎপাদন-কর্তারা খাদ্য সামগ্রী লইয়া বিলাস-সামগ্রী বিনিময় করিতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে বিলাসদ্রব্য পাইবার অভিলাষে কৃষকদিগের অধিক পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন চেষ্টা হইতে পারে। এইরূপে বিলাস-ভোগেচ্ছা দ্বারা ধনোৎপাদনে সাহায্য হইয়া থাকে। ফলতঃ মনুষ্যের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যের সংস্থান হইলেই বিলাস-বাসনা উদ্দীপ্ত হয়; এবং তখন কিয়ৎপরিমাণে তাহার উদ্দীপন হওয়া অনভিলষিত নহে। যেখানে বিলাসভোগ দ্বারা আবশ্যক খাদ্যাদির অভাব হইতে থাকে, সেই স্থানেই বিলাস-ভোগ নিতান্ত অনিষ্ট-কারক হইয়া উঠে।*

---

* খাদ্য সামগ্রী বিনিময় করিয়া বিলাসদ্রব্য গ্রহণ করিবার জন্য যে সকল বাণিজ্য হয়, মূলধন সম্বন্ধীয় উপরিউক্ত নিয়ম খাটাইয়া তাহার ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখ। স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার জন্য ক, খ, দুইটী দেশ কল্পনা করিয়া লও; এবং মনে কর যে, ক দেশে কেবল খাদ্য সামগ্রীই জন্মে, ও খ দেশে কেবল বিলাস দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ক দেশে যত খাদ্য জন্মে, যদি তত্রত্য লোকে তাহা হইতে এক বৎসরের উপযুক্ত অর্থাৎ পরবর্ত্তী খাদ্যোৎপত্তির কাল পর্য্যন্ত

দ্বিতীয়। মূল-ধন দ্বারা শ্রামিকের শ্রম-সামর্থ্য জন্মিয়া ধনোৎপাদনে সাহায্য হইয়া থাকে; অতএব

আপনাদিগের আহার করিবার মত রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট ভাগ খ এর বিলাস-সামগ্রীর সহিত বিনিময় করে, তাহা হইলে ক ও খ উভয়েরি খাদ্য ও বিলাস সামগ্রী দুইই লাভ হয়। কিন্তু তেমন স্থলেও কএর ক্ষতি হয়; যেহেতু তাহার অধিক কালের জন্য সঞ্চিত খাদ্য থাকে না; অতএব, কোন কারণে পর বৎসর খাদ্য অজন্মা হইলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু যদি এমত হয় যে, ক আপনার আবশ্যকতা বুঝিতে অসামর্থ্য কিংবা বিলাস-প্রিয়তার প্রবলতা প্রযুক্ত ভবিষ্যৎ অভাবের আশঙ্কা না করিয়া খাদ্য বিনিময় দ্বারা বিলাস দ্রব্য গ্রহণ করিতে থাকে, তাহা হইলে প্রতিদিনই তাহার আহার-সামগ্রীর অভাব বৃদ্ধি হয়।

আমাদিগের দেশে এক্ষণে দিন দিন খাদ্য দ্রব্য মহার্ঘ হইতেছে, এবং প্রায় বর্ষে বর্ষে কোন না কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া থাকে, ইহার কারণ অনুসন্ধান কর। পূর্ব্বে এদেশে যত খাদ্য জন্মিত, তাহা প্রায় এই খানেই রহিয়া যাইত; তখন কৃষকদিগের গৃহ ও মহাজনদিগের গোলা ধান্যে পরিপূর্ণ থাকিত, তাহাতে কোন বৎসর অজন্মা হইলেও পূর্ব্ব সঞ্চিত ধান্যে খাদ্যের অভাব ঘটিতে দিত না। এক্ষণে তাহা হয় না; এখন বর্ষে বর্ষে যত ধান্য জন্মে, তাহার অনেক অংশ অনাবশ্যক সামগ্রীর বিনিময়ে প্রদত্ত হইয়া থাকে; দিন দিন চাষের বাহুল্য এবং অধিক পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইলেও লোকের গৃহে যথেষ্ট পরিমাণে তাহার সঞ্চয় থাকে না; সুতরাং এক বৎসর অজন্মা হইলেই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। অনতিদূরে অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে খাদ্য সামগ্রী পাওয়া গেলেও হয়ত আনয়নের অসুবিধা প্রযুক্ত সে সৌলভ্যে কোন উপকার হয় না। তখন বিলাস-সামগ্রী ঘরে থাকিলেও, তাহা বিক্রয় করিয়া খাদ্যাদি আবশ্যক সামগ্রী পাওয়া যায় না! অনেকেই দেখিয়াছেন, যখন কোন

কোন দেশের মূল-ধনের পরিমাণই তথাকার ধনোৎপাদক পরিশ্রমের সীমা নির্ণায়ক; অর্থাৎ কোন স্থানের মূল-ধন হইতে যে পরিমিত ভোজ্যাদি সামগ্রী ভোগ দ্বারা ধনোৎপাদন কার্য্যে শ্রম প্রয়োগ হইতে পারে, সেখানে সেই পরিমিত শ্রমই প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহার অধিক হইতে পারে না। মনে কর, তোমার কৃষিকার্য্য সাধনো-

---

স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন সেখানে খাদ্য ভিন্ন অপর সামগ্রী কত অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে যে পরিমিত খাদ্য ব্যয় দ্বারা যে বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে, দুর্ভিক্ষ সময়ে সে পরিমিত খাদ্য, সে সামগ্রীর বিনিময়ে পাওয়া যায় না। তখন হয়ত স্বর্ণমুষ্টির পরিবর্ত্তে তণ্ডুল-মুষ্টি প্রাপ্তির জন্য লালায়িত হইতে হয়; এবং বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও রত্নালঙ্কার দ্বারা সর্ব্ব শরীর শোভিত থাকিলেও জঠর জ্বালায় বিব্রত হইতে হয়। ফলতঃ ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সকল দেশে যথেষ্ট ধন আছে, যেখানে মূলধনের অভাবে জীবন রক্ষোপযোগী ভোজ্যাদি উৎপাদনের ব্যাঘাত সম্ভাবনা নাই, সেখানে লোকে কিয়ৎ-পরিমাণে বিলাসী হইলেও তত ক্ষতি হইবার আশঙ্কা হয় না; কিন্তু যেখানে আবশ্যক পরিমিত ভোজ্যাদির অভাবে লোকে উপযুক্ত পরিমাণে শারীরিক বল রক্ষা করিতে পারে না, এবং বর্ষে বর্ষে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে, সেখানে সেই সকল বিপদ্ প্রতিকারের চেষ্টা করা দূরে থাক, আপনাদিগের আবশ্যক ভোজন-ব্যয় কমাইয়াও বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান জন্য ব্যস্ত হওয়া, বাহ্য শোভায় মোহিত হইয়া আভ্যন্তরিক বলের হ্রাস করা, অথবা অন্যান্য প্রকার বিলাস উপভোগ দ্বারা ধননাশ করা, নিতান্ত অজ্ঞতা ও চিন্তাশূন্যতার চিহ্ন সন্দেহ নাই।

পযুক্ত দুই খানি লাঙ্গল, তদুপযুক্ত বীজ এবং দুই জন কৃষাণের ভোজনের উপযুক্ত তণ্ডুল আছে, তাহা হইলে ঐ সকল মূল-ধন ভোগ দ্বারা যে পরিমিত কৃষিশ্রম চলিতে পারে, তুমি সেই পরিমিত শ্রমই আপন কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারিবে; অতিরিক্ত শ্রম-প্রয়োগের চেষ্টা করিলেও মূল-ধন বৃদ্ধি না করিয়া তাহা করিতে পারিবে না।

এই রূপে, মূল-ধনের পরিমাণ দ্বারা ধনোৎপাদক শ্রমের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়; কিন্তু মূল-ধনের পরিমাণ ধনস্বামী-দিগের ইচ্ছানুসারে বর্দ্ধিত বা হ্রস্ব হইতে পারে; অর্থাৎ ধনোৎপাদক কার্য্যে প্রয়োগ জন্য যে ধন সঞ্চিত থাকে, যদি তদধিকারীরা তাহা অপব্যয় করে, তাহা হইলে মূল-ধনের পরিমাণ ন্যূন হইয়া যায়; আবার, যাহা ধনোৎ-পাদন জন্য উদ্দিষ্ট নহে, তাহা তদর্থে প্রযুক্ত হইলে মূল-ধনের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়। কৃষি কার্য্যের জন্য উদ্দিষ্ট ধন যদি নৃত্য গীতাদি আমোদ প্রমোদে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে তাহা আর মূল-ধন থাকে না; এবং কৃষিজীবীর আমোদ প্রমোদার্থ যে ধন সঞ্চিত থাকে, তাহা কৃষিকর্ম্মে প্রযুক্ত হইলে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ধনোৎপাদনার্থ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন স্থানের যত ধন উদ্দিষ্ট থাকে, তাহাই তথাকার সেই সময়ের মূলধনের পরিমাণ।

আবার, মূলধনের পরিমাণ দ্বারা ধনোৎপাদক শ্রমের

সীমা নির্দ্দিষ্ট হইলেও নানা কারণে সেই সীমান্ত করিয়া শ্রম-প্রয়োগ হয় না; অপেক্ষাকৃত অল্প শ্রম প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হয়ত, মূল-ধন দ্বারা যত শ্রামিক প্রতিপালিত হইতে পারে, তত শ্রামিক উপস্থিত না থাকিতে পারে; তেমন স্থলে কতক মূলধন অপ্রযুক্ত থাকিয়া যায়। আবার, শ্রামিকেরা যে বেতন পায়, যদি তাহার অর্দ্ধেক দ্বারা ভোজনাদি শ্রম-সামর্থ্য রক্ষোপযোগী আবশ্যক ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া অপরার্দ্ধ বিলাস ভোগে ব্যয় করে, তাহা হইলে তাহাদিগের বেতনের অর্দ্ধেক ভাগ মূল-ধনের কার্য্য করে না। যদি কোন শ্রামিক প্রতিদিবস ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করিবার উপযুক্ত ভোজনাদি পাইয়া ৪ ঘণ্টা মাত্র পরিশ্রম করে, তাহা হইলে, তাহার ভোজনাদি ব্যাপারে যে মূল-ধন প্রযুক্ত হয়, তাহার অর্দ্ধেক অনুৎপাদক রূপে ব্যয়িত হইয়া যায়। শ্রামিকেরা আপনাদিগের বেতনের যে অংশ দিয়া অপকর্ম্মা বা নিষ্কর্ম্মা লোকের ভরণ পোষণ করে, তাহাও অনুৎপাদক রূপে ব্যয়িত হয়।*

যে দেশে উপযুক্ত পরিমাণে মূল-ধন নাই, সেখানে

---

* শ্রামিকদিগের অপটুতা এবং অনুপযুক্তযন্ত্র-ব্যবহার প্রভৃতি কারণেও অনেক মূলধন অপব্যয়িত হয়, কোন ধনোৎপাদক কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরিত্যাগ করিলে তাহাতে যত ধন ব্যয়িত হইয়া থাকে, সমুদায় নিষ্ফল হইয়া যায়; এইরূপে, ধনোৎপাদক কার্য্যে যে মূলধনের প্রয়োগ হয়, নানা কারণে তাহারও সম্পূর্ণ ফল-লাভে ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে।

উহার অপব্যয় করা নিতান্ত শোচনীয়। একবার আমাদিগের দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে, ঘরে ঘরে কত ধন অনুৎপাদক রূপে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে; এক এক ব্যক্তির সামান্য উপার্জ্জনের উপরে কত অপকর্ম্মা বা নিষ্কর্ম্মা লোক নির্ভর করিয়া রহিয়াছে; পর্ব্বাহে, মহোৎসবে, নৃত্যগীতাদি আমোদ প্রমোদে কত রাশি রাশি ধনের অপব্যয় হইতেছে; বহুমূল্য পরিচ্ছদ, অলঙ্কার প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের আসবাবে এবং কৃপণের পেটকে কত ধন আবদ্ধ রহিয়া যাইতেছে। একে ত এদেশে উপযুক্ত পরিমিত মূল-ধন না থাকায় বহুব্যয়সাধ্য কোন প্রকার ধনোৎপাদক কার্য্য অবলম্বিত হয় না, তাহাতে আবার উপরি উক্ত প্রকারে প্রভূত ধন অনুৎপাদকরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে!!

তৃতীয়। ধনোৎপাদন কার্য্যে যে পরিমিত মূলধন প্রযুক্ত থাকে, তদ্দ্বারা সেই কর্ম্ম-শ্রমের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়; সেই উৎপাদ্যমান ধনের প্রয়োজন দ্বারা ঐ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয় না; অর্থাৎ, কোন প্রকার ধনের প্রয়োজন হইলে সেই প্রকার ধনোৎপাদনে শ্রম-প্রয়োগ হয় বটে, কিন্তু তদুৎপাদনে কত শ্রম প্রযুক্ত হইবে, তাহা ঐ প্রয়োজন দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না; প্রযুজ্যমান শ্রমের পরিমাণ, তৎকার্য্যে প্রযুক্ত-মূলধনের পরিমাণ দ্বারা পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই নিয়ম সংক্ষেপে এইরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে;—কোন ধনোৎপাদনের প্রয়োজন দ্বারা তদুৎপাদক-শ্রমের পরিমাণ

নির্দ্দিষ্ট হয় না *। মূল-ধন সম্বন্ধীয় এই নিয়মকে অনেকে প্রহেলিকাবৎ কূটার্থক মনে করিয়া থাকেন। ফলতঃ স্থূলরূপে দেখিলে এই নিয়ম অসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। নিম্নলিখিত উদাহরণে উহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে।

মনে কর, কোন স্থানে ডাকের সাজের প্রয়োজন হইল; সেখানে ক্রেতা এবং ক্রয় করিবার উপযুক্ত অর্থ আছে; কিন্তু যদি সাজ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত মূলধন না থাকে, তাহা হইলে উহা প্রস্তুত হইবে না। তবে যদি, ক্রেতার সাজ প্রাপ্তির চেষ্টা এত প্রবল হয় যে, সে ব্যক্তি যে অর্থ দ্বারা ক্রয় করিবার অভিলাষ করিয়াছিল, তাহা সাজ-ব্যবসায়ীদিগকে অগ্রিম দিয়া সাজ প্রস্তুত করাইয়া লয়, তাহা হইলে সাজ প্রস্তুত হইতে পারে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তেমন স্থলেও যে টাকা দ্বারা সাজ-ক্রয়ের অভিপ্রায় ছিল, তাহাই মূল-ধনের কার্য্য করে, এবং সেই মূল-ধনের পরিমাণানুসারে সাজ প্রস্তুত কার্য্যের শ্রমের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়। আবার মনে কর, কোন স্থানে সাজ প্রস্তুত হইতে পারে এমন মূল-ধন যথেষ্ট আছে; কিন্তু সাজের প্রয়োজন নাই; সে থানে সাজ প্রস্তুত হইবে না; কিন্তু তাহা বলিয়া তথাকার মূল-ধন অপ্রযুক্তও থাকিবে না; অন্য যে সাম-

*এই নিয়ম আরও সংক্ষেপে বলিতে হইলে এই রূপে বলা যাইতে পারে;——ধনের প্রয়োজন দ্বারা শ্রমের প্রয়োজন জন্মে না।

গ্রীর প্রয়োজন থাকিবে, তাহাই প্রস্তুত জন্য উহা প্রযুক্ত হইবে; এবং ঐ মূলধনের পরিমাণ অনুসারে ঐ কার্য্যে প্রযুজ্যমান শ্রমের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইবে। তবে সে স্থানে যদি সাজের প্রয়োজন থাকিত, তাহা হইলে সাজ প্রস্তুতও হইতে পারিত, এবং সাজের কারখানায় যত মূল-ধন প্রযুক্ত হইত, তাহা দ্বারা তথাকার শ্রমের পরিমাণ স্থিরীকৃত হইত। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হয় বলিয়া সেই দ্রব্য প্রস্তুত জন্য মূলধনের প্রয়োগ হইতে পারে; কিন্তু ঐ কার্য্যে কত শ্রম-প্রযুক্ত হইবে, তাহা ঐ প্রয়োজন দ্বারা নির্ণীত হয় না; সেই শ্রমের পরিমাণ, ঐ কার্য্যে প্রযুক্ত মূল-ধনের পরিমাণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যেমন কোন দ্রব্যের প্রয়োজন আছে, ইহা না জানিলে ব্যবসায়ীরা তদুৎপাদনে মূলধন প্রয়োগ করে না; তেমনি, সেই দ্রব্যের প্রয়োজন কত হইবে, কিয়ৎ পরিমাণে তাহা না বুঝিতে পারিলে, তাহাতে মূলধন কত খাটাইবে, তাহা স্থির করিতে পারে না। অতএব, যখন কোন দ্রব্যের প্রয়োজন বুঝিয়াই তদুৎপাদনে মূল-ধন প্রয়োগ হয়, এবং ঐ মূল-ধনের পরিমাণ দ্বারা শ্রমের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়, তখন দ্রব্যের প্রয়োজন দ্বারাই শ্রমের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল, ইহা বলিলে ক্ষতি কি? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, যদিও কোন দ্রব্যের প্রয়োজন আছে

বলিয়াই ব্যবসায়ীরা তদুৎপাদনে মূল-ধন প্রয়োগ করে সত্য বটে, কিন্তু এই বিস্তৃত সংসারে সেই দ্রব্যের প্রয়োজন কত হইবে তাহা পূর্ব্বে স্থির করিতে পারে না। বিশেষতঃ তাহা স্থির করিতে পারিলেও উপযুক্ত পরিমাণে মূল-ধন না পাইলে প্রয়োজনানুসারে সেই দ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না; যে পরিমিত মূল-ধন খাটাইতে পারে, তদনুসারে সেই দ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়; সুতরাং সেই মূল-ধনের পরিমাণ অনুসারে শ্রম-প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এমন স্থলে, যদি সেই দ্রব্যের প্রয়োজন বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে; এবং যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ মূল্য দিতে সমর্থ হয়, তাহারাই উহা ক্রয় করিতে পারে। এই রূপ উচ্চ-মূল্য দীর্ঘকাল থাকিয়া গেলে ব্যবসায়ীরা অধিক লাভ পাইতে থাকে; এবং সেই লাভের অংশ ক্রমে ক্রমে মূল-ধনে যোগ করিয়া অধিক পরিমাণে সেই দ্রব্য উৎপাদন করে; অথবা, অধিক লাভের আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা-কৃত অল্প লাভদায়ক কর্ম্ম হইতে মূলধন উঠাইয়া লইয়া সেই দ্রব্য উৎপাদনে প্রয়োগ করিতে পারে; তখন, সেই বর্দ্ধিত মূল-ধনের পরিমাণানুসারে সেই দ্রব্যোৎপাদন-শ্রমের পরিমাণও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ, যদি কোন সময়ে কোন দ্রব্যের প্রয়োজন সর্ব্বোতোভাবে রহিত হইয়া যায়; তাহা হইলে সেই দ্রব্য যত উৎপাদিত হইয়াছিল, তত্সমুদায় অবিক্রীত থাকে; সুতরাং তাহা প্রস্তুত করিতে

যত মূল-ধন ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহা লোকসান হইয়া যায়; তদ্দ্বারা আর শ্রম-প্রয়োগ হয় না। এখানেও মূল-ধনের অভাব জন্য শ্রম-প্রয়োগের অভাব হয়। আবার, যদি ঐ দ্রব্যের প্রয়োজন এক সময়ে সর্ব্বোতোভাবে রহিত না হইয়া অল্পে অল্পে কমিতে থাকে, তাহা হইলে, ব্যবসায়ীরা তদুৎপাদনে যে মূল-ধন খাটাইত, তাহা ক্রমে ক্রমে উঠাইয়া লইয়া অন্য যে দ্রব্যের প্রয়োজন থাকে, তাহাই উৎপাদন করিতে আরম্ভ করে। সে স্থলে, যে দ্রব্যের প্রয়োজন কম পড়ে, তদুৎপাদন-কার্য্যে মূল-ধনের পরিমাণও ক্রমে কম পড়িয়া আইসে, এবং সেই সঙ্গে তদুৎপাদক-শ্রমের পরিমাণও কম পড়িতে থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যে সকল দ্রব্য মূল-ধন বলিয়া ধরা গিয়া থাকে, তাহা-দিগকে সচরাচর দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ঐ দুই ভাগের মধ্যে একভাগ, কোন কার্য্যে একবার ব্যবহৃত হইলে আর সেই কার্য্যে সেইরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না; শ্রামিকের বেতন এবং ব্যবসায়ের উপাদান সামগ্রী, এই ভাগের অন্তর্গত। এই সকল মূল-ধন ব্যবহৃত হইলে তদধিকারীর হস্তে পূর্ব্ব আকারে ফিরিয়া আইসে না; আকারান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক আগমন করে;

এবং এইরূপে বারংবার ভ্রমণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ভ্রাম্যমাণ মূল-ধন কহে। মনে কর, কৃষিজীবীরা কৃষাণ-দিগকে যে বেতন দেয়, লাঙ্গলের গোরুকে যে আহার দেয়, এবং ভূমিতে যে বীজ বপন করে; অথবা, বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা যে সূত্রে বস্ত্র-নির্ম্মাণ করে, এবং তাঁতিকে যে বেতন দিয়া থাকে; তৎসমুদায় ঐ ঐ কার্য্যে ব্যবহৃত হইলে আবার সেই সেই কার্য্যে সেইরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না; কৃষিজীবীর ঐ মূল-ধন শস্যের আকারে এবং বস্ত্র-ব্যবসায়ীর ঐ মূল-ধন বস্ত্রের আকারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে; তখন ঐ শস্য, বা বস্ত্র, বিক্রয় করিয়া পুনর্ব্বার মূল-ধন সংগ্রহ করিতে হয়; এইরূপে এই মূল-ধনের বারংবার ভ্রমণ হইয়া থাকে। আর, মূল-ধনের যে ভাগ তদধিকারীর হস্তে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ-কাল থাকিয়া, একইরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা-দিগকে স্থাবর-মূলধন কহে; ব্যবসায়ের যন্ত্র, কারখানা-ঘর প্রভৃতি এই ভাগের অন্তর্গত। এই সকল মূল-ধন যত দিন কর্ম্মের উপযুক্ত থাকে, তত দিন এক অবস্থায় থাকিয়াই কার্য্য করে, এই জন্য ইহাদিগকে স্থাবর এই নাম দেওয়া হইয়াছে। কৃষিজীবীর লাঙ্গল, কোদাল, কাস্তে, বস্ত্র-ব্যবসায়ীর তাঁতঘর, মাকু, নারাজ প্রভৃতি যন্ত্র স্থাবর-মূল-ধন মধ্যে গণিত।

স্থাবর ও ভ্রাম্যমাণ মূল-ধন প্রয়োগে ভিন্ন রূপ ফল কামনা থাকে। ভ্রাম্যমাণ মূল-ধন একবার ব্যবহৃত

হইয়াই ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়; সুতরাং একবারমাত্র ব্যবহারের ফল স্বরূপ যাহা উৎপন্ন হয়, তদ্দারা সেই মূল-ধনের ক্ষতিপূরণ এবং আরও কিছু লাভ থাকা চাহি ; তাহা না হইলে চলে না। যন্ত্র প্রভৃতি স্থাবর মূল-ধন প্রয়োগে এরূপ ফলপ্রাপ্তির প্রয়োজন নাই। এই মূল-ধন একবার ব্যবহারে নষ্ট হয় না ; সুতরাং উহার একবার ব্যবহারে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তদ্দারা তাহার নির্ম্মাণ-ব্যয় পোষাইবার আবশ্যকতা হয় না ; একবার ব্যবহার জন্য যে ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি-পূরণার্থ যে মেরামত খরচ আবশ্যক, তাহাই পোষাইয়া যদি নির্ম্মাণ-ব্যয়ের দরুণ কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইলে যথেষ্ট হয়।

স্থাবর ও ভ্রাম্যমাণ মূল-ধনের যে প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা হইতে ইহাও উৎপন্ন হয় যে, কোন স্থানের ভ্রাম্যমাণ মূল-ধন স্থাবর-মূল-ধনে পরিণত করিতে গেলে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য শ্রমিকদিগের ক্ষতি হইয়া থাকে। মনেকর, তুমি প্রতি বৎসর যে দুই পটী ধান্য কৃষাণকে খাওয়াইয়া চাষ করিয়া থাক, তাহা হইতে যদি এখন এক পটী ধান্য ব্যয় দ্বারা ভেড়ী বাঁধিয়া ও সার দিয়া ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন কর, এবং অপর এক পটী কৃষাণদিগের আহারের জন্য ব্যয় কর, তাহা হইলে যে সকল কৃষাণ তোমার দুই পটী ধান্য খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল, তাহাদিগের জন্য এখন এক পটীর অধিক ধান্য ব্যয় হয় না ; সুতরাং অর্দ্ধেক সংখ্যক কৃষাণকে নিষ্কর্ম্মা

থাকিতে, অথবা, অন্যত্র কর্ম্ম প্রাপ্তির চেষ্টা দেখিতে হয়। কিন্তু নিষ্কর্ম্মা থাকিলে চলে না, এবং অন্যত্র কর্ম্ম জুঠাইতে হইলেও প্রতিযোগিতা দ্বারা অপরাপর শ্রামিকদিগের বেতন কমাইতে এবং আপনাদিগকে অল্প বেতনে কর্ম্ম করিতে হয়। অনন্তর, তেড়ী ও সার দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা বর্দ্ধিত হইয়া যখন অধিক পরিমাণে লাভ হইতে থাকে, তখন ক্রমে ক্রমে কৃষিকর্ম্ম প্রসারিত হইয়া তাহাতে অধিক মূল-ধন খাটিতে এবং অধিক-সংখ্যক কৃষাণ নিযুক্ত হইতে পারে। যে অবধি ঐ রূপে কৃষি-কার্য্য বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ব্বকার সমুদায় কৃষাণের কর্ম্ম-প্রাপ্তির সুবিধা না হয়, সে পর্য্যন্ত কৃষাণদিগের কষ্ট হইতে থাকে। প্রাব্যমাণ মূল-ধনের যে ভাগ দ্বারা শ্রামিকদিগের বেতন প্রাপ্তি হয় তাহা স্থাবর-মূল-ধন রূপে আবদ্ধ করিতে গেলে শ্রামিকদিগের ঐ প্রকারে ক্ষতি হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই; কিন্তু কোন দেশের বৈতনিক* ধন কর্ত্তন করিয়া বহুল পরিমাণে স্থাবর মূল-ধনের বৃদ্ধি করা হয় না; অপর ধন হইতেই তাহা করা হইয়া থাকে। বিপুল ধন-ব্যয় দ্বারা আমাদিগের দেশে যে সকল লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হইতেছে যদি এদেশের বৈতনিক-ধন হইতে তৎসমুদায় প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে এখানকার শ্রামিকদিগের বিলক্ষণ ক্ষতি হইত; কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে বৈদেশিক-ধন হইতে তৎ-

---

* মূলধনের যে ভাগ শ্রামিকের বেতন দানে ব্যয়িত হয় তাহাকে বৈতনিক ধন কহে

সমুদায় প্রস্তুত হওয়াতে এদেশীয় শ্রামিকদিগের ক্ষতি হওয়া দূরে থাক, কিয়ৎ পরিমাণে লাভ হইয়াছে।

ফলতঃ অপেক্ষাকৃত অধিক লাভের জন্যই যন্ত্রাদি স্থাবর মূল-ধন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব, কোন স্থানে যন্ত্র-ব্যবহার দ্বারা শ্রামিকের আপাততঃ কিছু ক্ষতি হইলেও পরিশেষে ধনের উৎপত্তি বর্দ্ধিত হইয়া কি ব্যবসায়ী, কি শ্রামিক, কি অপর লোক, সকলেরই উপকার হইয়া থাকে। মনে কর, যখন মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা পুস্তক মুদ্রিত হইতে আরব্ধ হয়, তখন যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে লিপিকর ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহা-দিগকে নিকর্ম্মা হইতে হইয়াছিল। পূর্ব্বে বহু লেখক দ্বারা কোন পুস্তকের কয়েক খানি মাত্র প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতে যে সময় লাগিত, তখন তদপেক্ষা অল্প সময় মধ্যে দুই এক ব্যক্তি দ্বারা অনেক সংখ্যক প্রতিলিপি মুদ্রিত হইতে লাগিল। কিছু দিন পরেই পুস্তক এত সুলভ হইয়া উঠিল যে, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক লোকে তাহা ক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। ক্রেতার সংখ্যা বাহুল্য অনুসারে পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল, এবং পুস্তক বৃদ্ধির আবশ্যকতার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বকার লিপিকর অপেক্ষা মুদ্রাকরিতার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সকল প্রকার যন্ত্র-ব্যবহার দ্বারাই প্রায় ঐ রূপে লাভ হইতে থাকে।

যে যে উপায়ে ভূমি ও শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি-

প্রাপ্ত হয়, তত্তৎ-বিষয়ক পাঠে সংক্ষেপে তৎসমুদায়ের উল্লেখ করা গিয়াছে। ধনোৎপাদন কার্য্যে মূল-ধনের প্রয়োগ শ্রমাবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে, অতএব যে যে উপায়ে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়, সেই সেই উপায়ে মূল-ধনের উৎপাদিকা শক্তিও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐ সকল উপায়ের মধ্যে শ্রমলাঘবকারী যন্ত্রই প্রধান। ইংলণ্ড প্রভৃতি প্রচুর মূল-ধন সম্পন্ন দেশে প্রায় সকল ধনোৎপাদন কার্য্যেই বাহুল্য রূপে বাষ্প-যন্ত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে; তন্নিবন্ধন সে সকল স্থানে ধনোৎপাদন-ব্যয় বিলক্ষণ লঘু হইয়া আসিয়াছে। বাষ্প-যন্ত্র দ্বারা বস্ত্র বয়ন করে বলিয়া মান্‌চেষ্টার-বাসী তন্তুবায়েরা এখান হইতে তূলা লইয়া গিয়া বস্ত্র প্রস্তুত পূর্ব্বক এখানেই বিক্রয় দ্বারা লাভ করিয়া থাকে; এদেশের তাঁতীরা প্রতিযোগিতা দ্বারা তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারে না।

কৃষি ও শিল্প কর্ম্মে যে সকল বহুমূল্য যন্ত্র ব্যবহার করিলে সেই সেই কর্ম্মের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া অধিক ধনের উৎপত্তি হয়, উপযুক্ত মূলধনাভাবে অদ্যাপি এদেশে সে সকল যন্ত্র ব্যবহারের কোন অনুষ্ঠানই হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতা ও বোম্বাই নগরে এবং আর ও কোন কোন স্থানে কোন কোন শিল্প-যন্ত্রের ব্যবহার হইতেছে বটে, কিন্তু তৎসমুদায়ের সংখ্যা অধিক নহে; বিশেষতঃ তাহাদিগের অনেক গুলিই ইয়ুরোপীয় বণিকদিগের মূল-ধন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিপালিত। ফলতঃ

এদেশে লৌহবর্ত্ম নির্ম্মাণ, এবং খাল-খনন প্রভৃতি বহুব্যয়-সাধ্য যে সকল কর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের অধিকাংশই ইংলণ্ডের মূল-ধন দ্বারা সম্পাদিত। ইংলণ্ড প্রভৃতি কয়েকটী ইয়ুরোপীয় দেশে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে, এত ধন আছে যে, তথাকার ধনোৎপাদক যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া ঐ ধন জল-স্রোতের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে অপরাপর দেশে বাহিত এবং তত্তৎদেশের ধনোৎপাদক কার্য্যে প্রযুক্ত হইতে পারে।

ফলতঃ যে অবধি এদেশে প্রচুর পরিমাণে মূল-ধন সঞ্চিত ও ধনোৎপাদক-কার্য্যে প্রযুক্ত না হইবে, সে অবধি এখানে বাহুল্য রূপে যন্ত্র-ব্যবহার দ্বারা ধনোৎপাদন-ব্যয়-লাঘব হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে ধনের অপব্যয় ও অভাব দ্বারা এদেশের যে কত ক্ষতি হইতেছে, তাহা আমরা অতি অল্পই বুঝিয়া থাকি। আমরা এ প্রকার অলস ও ব্যয়-ব্যসনী যে, উপযুক্ত পরিশ্রম দ্বারা প্রচুর পরিমাণে ধনোৎপাদন করিতে পারি না; এবং যাহা কিছু উৎপাদন করি, তাহার সমুদায় ভাগ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় করিয়া প্রয়োজানানুরূপ নূতন ধনের উৎপাদন করিতে সমর্থ হই না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মূল-ধন বিষয়ক তত্ত্ব-সকল পরিষ্কার রূপে বুঝিতে না পারিলে ধন-বিজ্ঞান শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি জন্মে না; বিশেষতঃ

ইহার প্রয়োগ বিষয়ক বিবেচনা অবিবেচনার উপরি দেশের মঙ্গলামঙ্গল অনেক নির্ভর করে। অতএব, এতদ্-বিষয়ক তত্ত্ব-সকল বারংবার পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক এতৎ সংক্রান্ত ভ্রম পরিহার জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। প্রস্তাব বাহুল্য হইলেও নিম্নে কয়েকটী ভ্রমের উল্লেক করা যাইতেছে।

প্রথম। সচরাচর অর্থ দ্বারা মূল-ধন পরিমিত হইয়া থাকে; কোন ব্যবসায়ীকে তাহার মূল-ধনের পরিমাণ কত, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে সে কত টাকা ব্যবসায়ে খাটি-তেছে তাহারই হিসাব দেয়; এইহেতু, অর্থ ও মূল-ধন একই পদার্থ বলিয়া কাহার কাহার ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু মূল-ধনের পরিভাষা স্মরণ করিলে মনে হইবে যে, ধনোৎপাদন উদ্দেশে যাহা সঞ্চয় করা যায়, তাহাই মূল-ধন; অতএব কেবল অর্থ কেন, ঐ উদ্দেশে যে কোন ধন সঞ্চিত হয়, তাহাই মূল-ধন মধ্যে ধরা যাইতে পারে। কিন্তু সকল দ্রব্য ভোগদ্বারা ধনোৎপাদনে সাহায্য হয় না; এ কথাও পুর্ব্বে বলা হইয়াছে; অতএব, যাহার ভোগদ্বারা মূল-ধনের কার্য্য না হয়, তাহা দ্বারা সেই কার্য্য করিতে হইলে, উহা বিনিময় করিয়া, ভোজ্যাদি যে সকল সামগ্রীর ভোগ হইয়া ধনোৎপাদনে সাহায্য হয়, সেই সকল সামগ্রী আহরণ করিতে হয়। অর্থ দ্বারা মূল-ধনের কার্য্য করিতে হইলেও তাহাই করা গিয়া থাকে। অর্থ স্বয়ং ভুক্ত হইয়া ধনোৎপাদন করিয়া দেয় না; তদ্বিনিময়ে

অন্নাদি ভোগ্য-মূল-ধন গৃহীত হয়, এবং তাহাদিগেরই ভোগ হইয়া ধনোৎপত্তি হইয়া থাকে।

মূল-ধনের সহিত অর্থ-সংস্রব নিবন্ধন আরও যে প্রকার ভ্রম জন্মিতে পারে, পশ্চাতে তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

যেমন অর্থ ব্যয় দ্বারা শ্রামিকের ভোজন পরিধান প্রভৃতি শ্রম-সামর্থ্য জন্মাইবার আবশ্যক-ব্যাপার সম্পন্ন হয়, সেইরূপ অর্থ ব্যয় দ্বারা তাহার বিলাস-সামগ্রীও ক্রীত হইয়া থাকে; যাহারা ভোজ্য পরিধেয় অথবা বিলাস-সামগ্রী বিক্রয় করে, তাহারা সেই অর্থ গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার ধনোৎপাদনার্থ উহা প্রয়োগ করে। ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারে যে, ভোজ্য পরিধেয় ক্রয়ে যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহা যেমন ধনোৎপাদন করিবার জন্য প্রযুক্ত হয়, বিলাস-সামগ্রী ক্রয়ে যাহা ব্যয়িত হয়, তাহাও তেমনি ধনোৎপাদনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব, বিলাস-সামগ্রী ক্রয় দ্বারা অর্থের অপব্যয় হইল কৈ? ঐ অর্থও অবশেষে মূল-ধন রূপেই ব্যবহৃত হয়। এস্থলে মনে কর, ভোজ্য পরিধেয় ক্রয় করিতে আমরা যে অর্থ ব্যয় করি, সেই অর্থকেও প্রকৃত মূল-ধন বলিয়া ধরি না, সেই অর্থ-লব্ধ ভোজ্য পরিধেয় প্রভৃতি যে সকল সামগ্রীর ভোগ হইয়া শ্রামিকের শ্রম-সামর্থ্য জন্মিতে পারে, তাহা-দিগকেই প্রকৃত মূল-ধন বলিয়া গ্রহণ করি; কিন্তু বিলাস-সামগ্রী ভোগ দ্বারা মূলধনের কোন কার্য্য হয় না; সুতরাং

বিলাস-সামগ্রী ক্রয়ে যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহা দ্বারাও মূল-ধনের কোন কার্য্য হয় না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ অর্থ ধরিয়া বিচার না করিয়া অর্থ-লব্ধ সামগ্রী ধরিয়া বিচার করিলেই এ প্রকার ভ্রমের শান্তি হইয়া যায়। *

* নিম্নলিখিত রূপে বিবেচনা করিলে এই বিষয় আরও বিশদ হইতে পারে;———বারুদ পোড়াইতে যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহা নিষ্ফল ইহা প্রসিদ্ধই আছে; অর্থাৎ উহা দ্বারা ধনোৎপাদনে কোন সাহায্য হয় না। কিন্তু যাহারা অর্থ ধরিয়া বিচার করে, তাহারা মনে করিতে পারে যে, বারুদ পোড়াইতে যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহা ত জলে ফেলিয়া দেওয়া হয় না, উহা বারুদকারকে দেওয়া হইয়া থাকে, বারুদকার ঐ অর্থ আপনার ভোজ্য পরিধেয় প্রভৃতিতে ব্যয় করিয়া পুনর্ব্বার ধনোৎপাদন করে; অতএব বাজি পোড়াইতে যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহা ত মূলধন রূপেই প্রযুক্ত হইল। এখানে বিবেচনা কর, বারুদকারকে অর্থ যদি দান করা যাইত, তাহা হইলে সেই অর্থ মূলধন রূপে প্রযুক্ত হইল কি না, বিচার করা সঙ্গত হইত; কিন্তু বারুদকারকে অর্থ দান ত করা যায় না, তাহার মূলধনোৎপন্ন বারুদ লইয়া অর্থ দেওয়া হয়, এবং উহা বারুদ প্রস্তুত জন্য পূর্ব্ব-ব্যয়িত মূলধনের পরিবর্ত্তে বারুদকারের হস্তে আসিয়া তাহার ইচ্ছানুসারে পুনর্ব্বার যে কোন কার্য্যে প্রযুক্ত হয়; কিন্তু বারুদ-ক্রেতার অর্থ বারুদের আকারে তাহার হস্তে আসিয়া দগ্ধ হইয়া যায়। মনে কর, যদি বারুদ-ক্রেতা বারুদ দগ্ধ না করিয়া বিক্রয় করে, তাহা হইলে আপন অর্থ পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু বারুদ দগ্ধ করিয়া ফেলিলে সে অর্থ আর পায় না; সুতরাং ঐ অর্থই বারুদের আকারে দগ্ধ হইয়াছে বলিতে হয়। অতএব, বারুদ পোড়াইতে যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহা জলে ফেলিয়া দেওয়া হয় না বটে, কিন্তু বারুদের আকারে দগ্ধ করা হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়। কেহ কেহ মনে করিতে পারে, স্থান বিশেষে মূল-ধনের নির্দ্দিষ্ট সীমা বিশেষ থাকা আবশ্যক ; যে হেতু, কোন স্থানে মূল-ধন অপর্য্যাপ্তরূপে বর্দ্ধিত এবং ধনোৎপাদনে প্রযুক্ত হইলে কোন উপকার নাই ; উহাতে কেবল প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনোৎপন্ন হইয়া অবিক্রীত থাকিয়া যায়, অতএব, মূল-ধনের সীমা নির্দ্দেশ দ্বারা প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনোৎপাদন রহিত করিলে কোন ক্ষতি হয় না। যাহারা এ কথা বলে, তাহারা মনুষ্যের প্রয়োজনের সীমা বুঝিতে পারে না। যখন আমাদিগের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব মোচন হয়, তখন যদি আমরা আর কোন সামগ্রী পাইবার চেষ্টা না করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে

এখন যদি কেহ বলে, যে বারুদ দগ্ধ হইয়া যায়, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি : কিন্তু বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি বিলাস-সামগ্রী ত সেরূপে নষ্ট হয় না; বরং যখন ইচ্ছা, উহাদিগকে বিনিময় করিয়া ভোজ্য পরিধেয় প্রভৃতি পাওয়া যাইতে পারে। অতএব, বিলাস-সামগ্রী ক্রয়ে যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহা নিষ্ফল হইবে কেন? ইহার উত্তর এই যে, যদি ঐ সকল দ্রব্য ভোগের জন্য ক্রয় না করিয়া বিক্রয়ের জন্য ক্রয় করা যায়, তাহা হইলে তৎসমুদায় ক্রেতার সম্বন্ধে বিলাস-সামগ্রীর কোন কার্য্য করে না; তখন অর্থের ন্যায় তৎসমুদায় বিনিময় করিয়া ভোজ্যাদি লওয়া যাইতে পারে; অতএব তখন অর্থের ন্যায় তৎসমুদায় মূলধন স্থানীয় হয়; কিন্তু তাহা হইলেও যাহারা ভোগ জন্য সেই সকল দ্রব্য ক্রয় করে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলতঃ যে সকল বস্তুর ভোগ দ্বারা ধনোৎপাদনের কোন কার্য্য হয় না, তৎসমুদায় যতই উৎপাদিত হইতে থাকে, ততই সংসারের মূলধন হ্রাস হইয়া যায়।

ওরূপ কথা সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু আমরা সে প্রকার সন্তুষ্ট-চিত্ত জীব নহি। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব মোচন হইলে আমাদিগের বিলাস-বাসনা উদ্দীপ্ত হয়, এবং তন্নিবন্ধন নানাবিধ নূতন নূতন সামগ্রী প্রয়োজনীয় হইয়া মূলধন প্রয়োগের শত শত পথ উদ্ভাবিত হইতে থাকে। তেমন স্থলে, যদি বিলাস-বাসনা খর্ব্ব করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যোৎপাদনে মূল-ধন প্রযুক্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে প্রচুর পরিমাণে তৎসমুদায় উৎপন্ন হইয়া দরিদ্রদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি হয়, এবং শ্রামিকদিগের শ্রমলাঘব হইয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিবার অবসর লাভ হয়। মনে কর, কোন স্থানে পাঁচ সহস্র শ্রামিকের বেতন দানোপযুক্ত মূলধন আছে; এবং তথায় ঐ সংখ্যক শ্রামিক প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া তথাকার সমুদায় প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করিয়া থাকে; এমত স্থলে যদি আর পাঁচ সহস্র ব্যক্তির বেতন দানোপযুক্ত মূল-ধন আনীত হইয়া শ্রামিকদিগকে দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদিগের বেতন বৃদ্ধি হয়, এবং তাহারা ঐ বর্দ্ধিত বেতন দ্বারা আপনাদিগের সুখসামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে। অথবা ঐ মূল-ধন যদি শ্রামিকদিগকে বর্দ্ধিত বেতনের আকারে না দিয়া উহা দ্বারা শ্রমলাঘবকারী কোন যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া পূর্ব্বকার পাঁচসহস্র শ্রামিক যত দ্রব্য উৎপাদিত করিত, তাহার দ্বিগুণ দ্রব্য উৎপাদিত হইতে থাকে, তাহা হইলে সেই সকল সামগ্রী সুলভ হইয়া উঠে, এবং দরিদ্রেরা প্রচুর পরিমাণে তদুপভোগে সমর্থ হয়;

কিম্বা, তত অধিক পরিমাণে সেই সকল দ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজন না থাকিলে, শ্রামিকের শ্রমলাঘব হইয়া জ্ঞানো-পার্জ্জনের অবসর লাভ হইতে পারে। ফলতঃ সীমা নির্দ্দেশ দ্বারা মূল-ধনের হ্রাস চেষ্টা না করিয়া যতই তাহার বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, ততই লোকের সুখ স্বচ্ছন্দ ভোগ বৃদ্ধি হইতে থাকে।

তৃতীয়। শস্য-ব্যবসায়ীরা সস্তা দরে শস্য ক্রয় করিয়া যত দিন অধিক মূল্যে বিক্রীত না হয়, ততদিন গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখে; ইহাতে অবিবেচক লোকে ভাবিতে পারে যে, ব্যবসায়ীদিগের তাদৃশ রূপে মূল-ধনের প্রয়োগই শস্য দৌর্ম্মূল্যের কারণ; অতএব তাহারা রাজাদেশ দ্বারা শস্যের মূল্য কমাইবার জন্য উদ্যত হয়; এবং সে উদ্যোগ সফল না হইলে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, শস্য সুলভ হইলে ব্যবসায়ীরা ক্রয় করিয়া রাখে, এবং দুর্ল্ভ হইলে বিক্রয় করে; এই নিমিত্ত, এক বৎসরের সুজন্মা শস্য দ্বারা অজন্মা বৎসরের অপ্রতুল ঘুচিয়া যায়। অর্থাৎ অজন্মা বৎসরে শস্য দুর্ল্ভ হইলে লোকের অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়, এবং তখন তাহারা বিবেচনা পূর্ব্বক অল্প অল্প করিয়া খরচ করিতে থাকে; তাহাতেই অল্পকাল মধ্যে সমুদায় নিঃশেষিত হইয়া সম্পূর্ণ অসদ্ভাব হইতে পায় না; অল্প শস্যে অধিক কাল চলিয়া যাইতে পারে। ব্যবসায়ীরা সাধারণের উপকার মনে করিয়া শস্য গৃহবদ্ধ করিয়া রাখে না সত্য বটে; কিন্তু তাহারা যে উপায়ে

আপনাদিগের লাভ করিয়া থাকে, তাহাতেই সাধারণের উপকার হয়।

যখন কোন জাহাজের অধ্যক্ষ জাহাজস্থ খাদ্য-সামগ্রীর অল্পতা ও দীর্ঘ-কাল অপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখেন, তখন তিনি যেমন জাহাজের লোকদিগের দৈবসিক নিয়মিত আহার কমাইয়া সেই অল্প খাদ্য সামগ্রী দ্বারা দীর্ঘকাল চালাইয়া লন, শস্যব্যবসায়ীরাও সেইরূপ করিয়া থাকে। যদি কোন জাহাজাধ্যক্ষ তিন সপ্তাহ কালের উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী দ্বারা চারি সপ্তাহ কাল চালাইবার বাসনা করেন, তাহা হইলে তিনি জাহাজস্থ লোকের দৈবসিক নিয়মিত ভক্ষ্য দ্রব্য হইতে চারি ভাগের এক ভাগ কর্ত্তন করিয়া রাখেন, তাহাতে সমুদায় লোকের চারি সপ্তাহ কাল অনতিকষ্টে জীবন ধারণ হয়। কিন্তু যদি জাহাজের লোকে ক্ষুধার বলবত্তা প্রযুক্ত প্রাত্যহিক নিয়মিত আহার পাইবার জন্য ব্যস্ত হয়, এবং জাহাজাধ্যক্ষ, তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ভোজন দেন, তাহা হইলে তিন সপ্তাহ পরে সমুদায় ভোজন-দ্রব্য নিঃশেষ হইয়া সকলকেই নিরাহারে মরিতে হয়। সেই রূপ, যদি কোন দেশে এক বৎসর এত শস্য জন্মে যে, তাহাতে তদ্দেশবাসীদিগের নয় মাস মাত্র চলে, এবং লোকে নিয়মিত রূপে ভোজন করিয়া কাল যাপন করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের সম্পূর্ণ তিন মাসের খাদ্যের অকুলান হয়; সুতরাং তখন ভয়ানক অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। এইরূপ অন্নকষ্ট নিবারণের উপায় কি? জাহাজাধ্যক্ষের ন্যায় কোন ব্যক্তি

আজ্ঞা বিশেষ দ্বারা লোকের ভোজন কমাইতে পারেন না; সকলে এক মত হইয়া সাধারণের উপকারার্থ আপন আপন আহার কমাইবে ইহাও ঘটিয়া উঠে না। তখন, যদি শস্য পূর্ব্বের ন্যায় সুলভ থাকে, তাহা হইলে সকলে রীতিমত ক্রয় এবং ভোজন করিতে থাকে। কিন্তু অভাবের সম্ভাবনা বুঝিয়া ব্যবসায়ীরা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবার অভিলাষে যত শস্য যেখানে যুটাইতে পারে, ক্রয় করিয়া রাখে; এবং অভাব বুঝিয়া অধিক মূল্য না পাইলে বিক্রয় করে না। সুতরাং মহার্ঘ বলিয়া লোকে বিবেচনা পূর্ব্বক খরচ করিতে আরম্ভ করে। এই রূপে জাহাজের ন্যায় দেশের খাদ্য দীর্ঘকাল রক্ষিত হয়; এবং লোকে কিছু কষ্ট সহ্য করিয়া দুর্ভিক্ষ-জন্য মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে।

মূল-ধন সম্বন্ধে উল্লিখিত রূপ অনেক প্রকার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। এস্থলে উদাহরণ বাহুল্য না করিয়া কেবল ইহাই বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া যাইতেছে যে, মূল-ধন সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলি গাঢ় ও পরিষ্কার রূপে হৃদ্গত করিতে পারিলে অর্থশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও রাজনীতি বিষয়ক অনেক জটিল প্রশ্ন সমাধানে ক্ষমতা জন্মিতে পারে।

দ্বিতীয় বিভাগ।

প্রথম পাঠ।

ধন-বিভাগ।

ধনোৎপত্তির নিয়ম সকল হইতে ধন-বিভাগের নিয়ম সমুদায়ের প্রকৃতিগত অনেক ভিন্নতা আছে। ধনোৎপত্তি-বিষয়ক নিয়ম সকল, ভূমি, শ্রম ও মূল-ধন, এই তিনের পরস্পর স্বাভাবিক সম্বন্ধের উপরি নির্ভর করে; ঐ সম্বন্ধের ব্যতিক্রম না ঘটিলে ঐ সকল নিয়মের ফল-প্রসবে কোন রূপ বৈলক্ষণ্য হয় না। ধনবিভাগের নিয়ম সমুদায় কোন নৈসর্গিক সম্বন্ধের অধীন নহে; লোকের ইচ্ছানুসারে সংস্থাপিত হইয়া থাকে। একটী উদাহরণ দ্বারা এই বিষয় পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে;—

কোন ভূমিতে মূল-ধন ও শ্রম প্রয়োগ করিলে, তাহা হইতে শস্যোৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু ঐ উৎপন্নের পরিমাণ লোকের ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে না: উৎপাদক সাধনত্রয়ের পরস্পর সম্বন্ধ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; অর্থাৎ, উর্ব্বরা ভূমিতে উপযুক্ত রূপে শ্রম প্রয়োগ কর, উপযুক্ত পরিমাণে শস্য লাভ হইবে; তাহার অন্যথা করিলে ফলেরও অন্যথা হইবে। আবার, কোন ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাতে সার দাও; ভেড়ী বাঁধ।

আবশ্যক হয়, বাঁধ; তাহা হইতে জল সেঁচিয়া ফেলিতে হয়, ফেল; এই সকল অনুষ্ঠানের পর, ভূমির যত উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাই হইবে: তোমার ইচ্ছানুসারে অধিক বা অল্প হইবে না। কিন্তু, ভূমি হইতে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার বিভাগ লোকের ইচ্ছার উপরি নির্ভর করে। তোমার ভূমির শস্য, লোকের ইচ্ছানুসারে তোমার থাকিতে কিংবা না থাকিতে পারে; অর্থাৎ, সামাজিকনিয়ম বা রাজশাসন দ্বারা নিবারিত না হইলে ঐ শস্য অন্য লোকে তোমার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা অপহরণ করিয়া লইতে পারে। আবার, প্রচলিত প্রথানুসারে কোন স্থানে উৎপন্নের বার আনা, কোন স্থানে অর্দ্ধেক, কোন স্থানে বা তৃতীয়াংশ ভূম্যধিকারীর, এবং অবশিষ্ট ভাগ উৎপাদকদিগের প্রাপ্য হইতে পারে। এই রূপে নানা স্থানে, লোকের ইচ্ছাকৃত নানা নিয়মে, উৎপন্ন ধনের নানা প্রকার বিভাগ হওয়া সম্ভব।

ধনবিভাগ লোকের ইচ্ছাকৃত নিয়মানুসারে হইলেও সেই ইচ্ছা অনিয়মতন্ত্র নহে। মনুষ্যের প্রকৃতি, জ্ঞানের অবস্থা, এবং সামাজিক রীতি অনুসারে ঐ ইচ্ছা নিয়মিত হইয়া থাকে। কিরূপে ঐ ইচ্ছা নিয়মিত হয়, তাহা নির্ণয় করা ধন-বিজ্ঞান শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে; ঐ ইচ্ছাকৃত নিয়ম সকলের ফলানুসন্ধান করাই এই শাস্ত্রের কার্য্য। লোকে ইচ্ছানুসারে ধনবিভাগ বিষয়ক কোন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে; কিন্তু সেই নিয়ম অব্যাহত রাখিয়া তাহার ফল-

সংস্থানে কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না ; অর্থাৎ, যে নিয়মের যে প্রকার ফল জন্মিতে পারে, তাহা নিয়মগুণেই হইয়া থাকে ; ইচ্ছা হইলেও, তাহার অন্যথা করিতে পারা যায় না। খাজানা, বেতন ও লাভ বিষয়ক প্রস্তাবগুলি অধ্যয়ন করিলে এই সকল বিষয়ের যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যাইবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ধনোৎপাদনের সাধন ৩টী ;—প্রাকৃতিক সাধন অর্থাৎ ভূমি, শ্রম এবং মূলধন। অতএব, ইহা হইতে স্বতঃই প্রতিপন্ন হয় যে, ধনোৎপাদন জন্য যাহাদিগের ভূমি, শ্রম ও মূলধন অবলম্বিত হইয়া থাকে, উৎপাদিত ধন তাহাদিগেরই প্রাপ্ত হওয়া উচিত। বাস্তবিকও ঐ ধন প্রথমতঃ তাহাদিগেরই হস্তগত হইয়া থাকে। অনন্তর, অন্যান্য লোকে তাহাদিগের সম্মতিক্রমে উহার অংশ গ্রহণ করিতে পায়। উৎপাদিত ধনের যে অংশ ভূম্যধিকারীকে দেওয়া যায়, তাহাকে খাজানা, যে অংশ শ্রামিককে দেওয়া যায়, তাহাকে বেতন, এবং যে অংশ মূল-ধনের অধিকারীকে দেওয়া যায়, তাহাকে লাভ কহা গিয়া থাকে।

খাজানা, বেতন ও লাভ সকল স্থানে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় না। যে দেশে ভূমির স্বত্বাধিকার ও চাস আবাদ বিষয়ে যেমন পদ্ধতি প্রচলিত, সেখানে তাহার উৎপন্ন তদনুসারে বিভক্ত হইয়া থাকে। যাহার ভূমি, সে ব্যক্তি যদি নিজে পরিশ্রম করিয়া এবং মূলধন দিয়া আবাদ করে, তাহা হইলে খাজানা, বেতন, ও লাভ তিনই তাহার হয়।

যদি কেহ অন্যের ভূমি আপনি পরিশ্রমপূর্ব্বক এবং আপনার মূল-ধন দিয়া আবাদ করে, তাহা হইলে খাজানা ভূম্যধিকারীকে দিতে হয়, বেতন ও লাভ তাহার আপনার থাকে। আবার, যদি কেহ অন্যের নিকট হইতে ভূমি ও মূল-ধন উভয়ই লইয়া আপনি কেবল পরিশ্রম করিয়া কৃষিকর্ম্ম করে, তাহা হইলে খাজানা ও লাভ, ভূমিও মূল-ধনের অধিকারীকে দিয়া, আপনি বেতন মাত্র পাইয়া থাকে। এই রূপে উৎপন্ন ধনের তিন ভাগ কোন স্থানে পৃথক্ পৃথক্ তিন ব্যক্তি, কোন স্থানে দুই ব্যক্তি, কোন স্থানে এক ব্যক্তি, পাইয়া থাকে।

ইংলণ্ডের ভূমি বড় বড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের অধিকৃত। তথায়, ধনবান্ কৃষিব্যবসায়ীরা ভূমির আবাদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভূমাধিকারীর নিকট হইতে একত্র অনেক ভূমিজমা করিয়া লইয়া আপনাদিগের মূল-ধন দ্বারা কৃষাণ খাটাইয়া শস্যোৎপাদন করেন। অতএব, সেখানকার উৎপন্ন শস্য, খাজানা, বেতন ও লাভ, এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া ভূম্যধিকারী, কৃষাণ ও মূল-ধনাধিকারীর হস্তগত হয়। ইংলণ্ডের ন্যায় আয়র্লণ্ডের ভূম্যধিকারীগণও সম্ভ্রান্ত-সম্প্রদায়-ভুক্ত। কিন্তু, তথাকার আবাদের প্রণালী ইংলণ্ডের ন্যায় নহে। সেখানে সামান্য কৃষক প্রজারা ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে ভূমি জমা লইয়া আপনারা আবাদ করে; সুতরাং উৎপন্ন শস্য ভূম্যধিকারী ও কৃষক এই উভয়ের প্রাপ্য হয়।

নরওয়ে, ফ্রান্স, সুইজরলণ্ড, বেলজিয়ম, জর্ম্মণি, ইটালী, এবং উত্তর-আমেরিকার অনেক স্থানে কৃষকেরাই ভূমির

অধিকারী, এবং তাহারাই স্বহস্তে পরিশ্রম করিয়া কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকে। এক এককৃষক-পরিবার আপনাদিগের পরিশ্রম দ্বারা যত ভূমি আবাদ করিয়া উঠিতে পারে, অনেক স্থানে সেই পরিমিত ভূমিই তাহাদিগের অধিকার ভুক্ত থাকে। এমত সকল স্থানে ভূমির উৎপন্ন, খাজানা, বেতন ও লাভের আকারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তে না গিয়া সমুদায়ই কৃষক-ভূম্যধিকারীদিগের থাকিয়া যায়। *

আমাদের দেশে ভূমির প্রকৃত অধিকার রাজার হস্তে আছে প্রজারা রাজার নিকট হইতে ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া থাকে। হিন্দু রাজত্বকালে প্রজাদিগকে ভূমির উৎকর্ষাপকর্ষ ভেদে উৎপন্নের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশভাগ রাজ-কর দিতে হইত। সে সময়ে, ভারতবর্ষে বহুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্ব ছিল। অনন্তর, মুসলমানদিগের অধিকার আরম্ভ হইলে অনেক হিন্দু রাজা বাদসাহের অধীন হইয়া তাঁহাকে কর প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সমুদায় ভূমির জরিপ জমাবন্দি হইল; এবং পূর্ব্বকার হিন্দু রাজগণ বা তাঁহাদিগের স্থানীয়েরা কর-সংগ্রাহক'পা

* যেখানে ভূম্যধিকারীরা ক্রীতদাস দ্বারা আপনাদিগের ভূমি আবাদ করাইয়া থাকেন, সেখানে পালিত অশ্ব গবাদির ন্যায় দাসেরা, প্রভুর সম্পত্তি মধ্যে গণিত থাকিয়া পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া তাঁহাকেই প্রদান করে। অতএব, এমত স্থলেও সমুদায় উৎপন্ন এক ব্যক্তির অর্থাৎ ভূম্যধিকারীর প্রাপ্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে পৃথিবীর নানাদেশে, এবং কিছু দিন হইল, রুসিয়া এবং আমেরিকার অনেক স্থানে, এই প্রকার প্রথা প্রচলিত ছিল।

জমিদার রূপে পরিণত হইলেন। ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ হইলে কোন কোন স্থানে জমিদারদিগের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল, কোথাও বা প্রজাদিগের সহিত বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল। জমিদারদিগের সহিত চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীতে দেখিতে পাওয়া যায়; বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোন কোন স্থানে এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনেক স্থানে কৃষকদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এবং উড়িষ্যা অঞ্চলে মিয়াদী বন্দো-বস্তের রীতি প্রচলিত।

গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত ব্যতীত, পত্তনী, দরপত্তনী, গাঁতি, কটকিনা, প্রভৃতি নিয়মে জমিদার ও তালুকদার-দিগের সহিত অনেক প্রকার বন্দোবস্ত চলিত আছে, কিন্তু উহাদিগের কোনটীই স্থায়ী বন্দোবস্ত নহে; বাকী খাজানার দায়ে সে সকল অন্যথা হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের সহিত যে বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী নামে প্রসিদ্ধ, তাহাও নির্দ্দিষ্ট দিবসে, রাজকর অনাদায় থাকিলে নিলাম হইয়া অপরের হস্তে যায়; এবং এরূপ বিক্রয়ের পর প্রজার সহিত পূর্ব্ব জমিদার-কৃত সমস্ত বন্দোবস্তই রহিত হইতে পারে *।

---

* এইরূপে নিলাম বিক্রয়ের পর, যে ভূমি, কোন প্রজা নির্দ্দিষ্ট নিরিখে খাজানা দিয়া বন্দোবস্ত অর্থাৎ ইস্তমরারী বন্দোবস্তের সময় হইতে ভোগ করিয়া আসিয়াছে, কেবল তাহারই খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারে না; এবং মেয়াদী পাট্টা ব্যতীত যে ভূমি কোন প্রজা ১২ বৎসর ভোগ

এদেশে কতক ভূমিতে লোকের নিষ্কর উপভোগও আছে। ঐ সকল ভূমি প্রাচীন হিন্দু রাজাদিগের বা জমিদারদিগের দত্ত; এবং যদুদ্দেশে উৎসৃষ্ট তদনুসারে দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর প্রভৃতি নামে খ্যাত। ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট অদ্যাপি ঐ সকল ভূমির নিষ্কর ভোগাধিকার বজায় রাখিয়াছেন। কিন্তু এখন কোন জমিদারের ভূমি-দান করিবার ক্ষমতা নাই; কেহ ভূমি দান করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করেন না।

এদেশের কৃষিকর্ম্ম প্রায় সামান্য কৃষক প্রজারাই করে। কোন কোন স্থানে ভদ্রলোকেও বেতন-ভুক্ কৃষাণ রাখিয়া আবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু যেমন ইংলণ্ডের ধন-বান্ লোকে কৃষিকর্ম্মকে ব্যবসায় বিশেষ মনে করিয়া অবলম্বন করিয়া থাকেন; এদেশের ধনবান্দিগকে সেরূপ করিতে দেখা যায় না। এদেশে আপন আপন সংসার খরচ বা তেজারতির নিমিত্ত শস্য উৎপাদনার্থ কেহ কেহ কৃষি-কার্য্য করিয়া থাকেন। যেখানে প্রজারা স্বয়ং কৃষিকর্ম্ম করে, সেখানে ভূমির উৎপন্নের কিয়দ্ভাগ খাজানার আকারে ভূম্যধিকারীর হস্তে যায়, অবশিষ্ট ভাগ প্রজাদিগের থাকে; এবং যেখানে ধনবান্ লোকে আপন আপন ভূমি আবাদ

দখল করিয়াছে, কোন কোন কারণে তাহার খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারিলেও তাহার ভোগাধিকার স্থায়ী থাকিতে পারে। আইনানুসারে রেজিষ্টরী করা তালুক বা ইজারা, এবং বাটী, বাগান, পুষ্করিণী ইত্যাদির বন্দোবস্ত ও অন্যথা না হইয়া থাকিতে পারে।

করিয়া থাকেন, সেখানে কৃষাণদিগকে বেতন দিয়া অবশিষ্ট সমুদায় উৎপন্নই তাঁহারা আপনারা গ্রহণ করেন।

আবার, এদেশের কোন কোন স্থানে ভাগে-আবাদ হইয়া থাকে; অর্থাৎ ভূম্যধিকারী ভূমি ও বীজ কখন বা কিছু খরচ দেন, প্রজারা পরিশ্রম পূর্ব্বক হলাদি দিয়া আবাদ করে; অনন্তর যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার অর্দ্ধেক ভূম্যধিকারী এবং অর্দ্ধেক প্রজায় পাইয়া থাকে। ইটালির অন্তর্গত পিড্‌মণ্ট, লাম্বার্ডি এবং টস্কানি প্রভৃতি প্রদেশে ভাগে-আবাদের প্রণালী চিরন্তন প্রথা রূপে প্রচলিত। সে সকল প্রদেশে কোথাও ভূমির উৎপন্নের দ্বি-তৃতীয়াংশ, কোন স্থানে অর্দ্ধেক, কোথাও বা তৃতীয়াংশ ভূম্যধিকারীকে দেওয়া হয়; অবশিষ্ট ভাগ প্রজার থাকে।

এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভূমির অধিকার ও আবাদ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রথা প্রচলিত থাকাতে তদুৎপন্ন ধনবিভাগের নিয়মও নানা প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল নিয়ম যত প্রকার হউক না কেন, তৎসমুদায়কে দুই শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা যাইতে পারে;—দেশাচার বা রাজশাসন, এবং প্রতিযোগিতা। যেখানে খাজানা, বেতন এবং লাভ, দেশাচার বা রাজশাসন দ্বারা নিয়মিত হয়, সেখানে ধন-বিজ্ঞান শাস্ত্রের তত্তৎ বিষয়ক কোন সাধারণ ব্যবস্থা খাটে না; কেবল প্রতিযোগিতা স্থলেই ঐ শাস্ত্রের সাধারণ ব্যবস্থা সকল খাটিয়া থাকে। ফলতঃ কেবল প্রতিযোগিতা অবলম্বন করিয়াই ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের নিয়ম সমুদায় কার্য্যকারী হয়; প্রতিযোগিতার

অভাব হইলেই ঐ সকল নিয়মানুসারে ফল-সংঘটনেরও অন্যথা দেখা যায়। এই গ্রন্থে যখন খাজানা, বেতন ও লাভ বিষয়ক কোন সাধারণ নিয়মের উল্লেখ হইবে, তখন স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও ইহা বুঝিতে হইবে যে, প্রতিযোগিতা-মূল করিয়া সেই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ক্রমে ক্রমে, খাজানা, বেতন ও লাভের বিষয় পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিবেচনা করা যাইতেছে।

দ্বিতীয় পাঠ।

খাজানা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জল-বায়ুর ন্যায় ভূমিও প্রকৃতি-দত্ত সাধারণের ভোগ্য পদার্থ। ভূমি ভিন্ন যে সকল সম্পত্তিতে মনুষ্যের নির্দ্দিষ্টা-ধিকার আছে, তৎসমুদায় যেমন পরিশ্রম দ্বারা সংগ্রহ বা নির্ম্মাণ করিয়া লইতে হইয়াছে, ভূমি-নির্ম্মাণ জন্য কাহারও সেরূপ পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় নাই। অতএব, জল-বায়ুর ন্যায় ভূমিও সাধারণের স্বত্বাস্পদ থাকা উচিত। কিন্তু সেরূপ হইলে ভূমির চাস আবাদ এবং উন্নতি হইতে পারে না; এই জন্য উহার নির্দ্দিষ্টাধিকারের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভূমির নির্দ্দিষ্টাধিকার আছে বলিয়া উহার খাজানা দিতে হয়। তাতার প্রভৃতি কোন কোন অসভ্য দেশে ভূমি

কাহার নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি নহে; এইহেতু সেখানে কেহ কাহাকে ভূমি ভোগের জন্য খাজানাও দেয় না। তথায়, যে কোন ব্যক্তি যে কোন ভূমির স্বচ্ছন্দ-জাত তৃণাদি গ্রহণ করিয়া থাকে। সেখানে কৃষিকর্ম্ম নাই; অপরে লইবার শঙ্কা থাকিলে লোকে পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক শস্য উৎপাদন করিবে কেন? বন্য ফলমূল আহরণ এবং মৃগয়া বা পশুপালন দ্বারা সেখানকার লোকে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। পশুচারণার্থ তাহাদিগের নিত্য নূতন গোষ্ঠের প্রয়োজন হয়; সুতরাং গোষ্ঠের অনুসন্ধানে তাহারা সর্ব্বদাই বাসস্থান পরিবর্ত্তন করে; এবং এইহেতু তাম্বু বিশেষ আশ্রয় করিয়া বাস করিয়া থাকে; যখন যেখানে গমন করে, বাসগৃহ সঙ্গে লইয়া যায়।

কোন কোন দেশে যে ব্যক্তি যে ভূমি আবাদ করে, শস্য গ্রহণ পর্য্যন্ত সে তাহা অধিকার করিতে পারে; অনন্তর, তাহার শস্য গ্রহণ হইলেই অন্য লোকের ঐ ভূমি দখল করিতে নিষেধ নাই। আরেবিয়ার অনেক স্থানে ঐরূপ ব্যবহার চলিত আছে; তথায়, কেহ পীড়া বা অন্য কোন কারণে আবাদ করিতে অসমর্থ হইলে, অথবা অপ্রাপ্ত-ব্যবহার পুত্রাদি রাখিয়া দেহত্যাগ করিলে, তাহার ভূমি অন্য হস্তে যায়। সেই ভূমি সারবতী ও উর্ব্বরা করিতে অর্থব্যয় হইয়া থাকিলেও তাহা হইতে তাহার সকল সম্পর্ক দূরীভূত হয়। এমন স্থলে কেহ আপন ভূমি সংরক্ষণ অথবা তাহার উর্ব্বরতা বর্দ্ধন করিতে যত্ন করে না। ফলতঃ ভূমি কাহার

নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি না হইলে রীতিমত চাস আবাদ হয় না; এবং তাহার খাজানা পাওয়া যায় না।

অনেক লোকে বিবেচনা করে, ভূমি হইতে জীবন-রক্ষা এবং ব্যবহার উপযোগী সামগ্রী সকল উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত উহার খাজানা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা নহে। জীবনরক্ষার নিমিত্ত খাদ্য অপেক্ষাও বায়ু অতিশয় প্রয়োজনীয়; কিন্তু বিনা মূল্যে উহা পাওয়া গিয়া থাকে। ফলতঃ যে বস্তু অমনি পাওয়া যায়, লোকে কখনই মূল্য দিয়া তাহা গ্রহণ করে না। আমরা যে সকল দ্রব্য ক্রয় করি, বা ভাড়া লই, সকলেরই পক্ষে ঐ নিয়ম।

আরব দেশের মরু অঞ্চলে বিনা খাজানায় ভূমি পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সেখানে কিছুই জন্মে না এই জন্য কেহই তথাকার ভূমি গ্রহণের ইচ্ছা করে না। আবার, আমেরিকার অনেক বনময় ভূমি, উৎপাদিকা-শক্তি-শালিনী হইলেও নিষ্কর পাওয়া গিয়া থাকে। তথায়, লোক-সংখ্যার তুলনায় ভূমির পরিমাণ এত অধিক যে কোন ব্যক্তি যত ইচ্ছা তত ভূমি লইয়া বন পরিষ্কার ও আবাদ করিতে পারে। ভূম্যধিকারীরা, অমনি ফেলিয়া রাখা অপেক্ষা বিনা খাজানায় অথবা, আপনাদিগের স্বত্বাধিকারের পরিচায়ক কিঞ্চিন্মাত্র খাজানা লইয়া ভূমি আবাদ করিতে দেন। আমাদের দেশে উর্ব্বরা ভূমি তত প্রচুর নহে; সুতরাং উহার খাজানা হইয়া থাকে। আমেরিকার বন-প্রদেশের ন্যায় আমাদের দেশেও যদি লোক-সংখ্যার তুলনায় ভূমির পরিমাণ অধিক

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যদি পৃথিবীর সকল ভূমি এক ব্যক্তির অধিকৃত হইত, তাহা হইলে ভূম্যধিকারী যে ভূমির যে খাজানা নির্দ্ধারিত করিতেন, তাহার সেই খাজানা আদায় হইতে পারিত। ভূম্যধিকারীরা অল্পসংখ্যক হইলেও একযোগ হইয়া খাজানার হার নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিতেন; কিন্তু ভূম্যধিকারী-দিগের সংখ্যা এত অল্প নহে যে, তাঁহারা এক-যোগ হইয়া কার্য্য করিতে পারেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের ইচ্ছানুসারে খাজানা নির্দ্ধারিত হয় না; তবে, যে সকল স্থানে লোক-সংখ্যার বাহুল্য প্রযুক্ত ভূমি প্রাপ্তির প্রতিযোগিতা প্রবল এবং ভূমির পরিমাণ অল্প হইয়া আইসে, সেখানে ভূম্যধি-কারীরা ইচ্ছা করিলে খাজানার হার বাড়াইবার চেষ্টা করিতে পারেন।

ভূমি প্রাপ্তির জন্য দুই প্রকার প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইতে পারে;—(১) লোকের প্রতিযোগিতা; (২) মূল-ধনের প্রতিযোগিতা। কেবল লোক-সংখ্যার বাহুল্য হইয়া ভূমি-প্রাপ্তির প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইলে তাহাকে লোকের প্রতিযোগিতা কহে; আর, কৃষি-ব্যবসায় দ্বারা লাভ করিবার উদ্দেশে তৎকার্য্যে অধিক মূলধন খাটাইবার প্রতি-যোগিতা হইলে তাহাকে মূলধনের প্রতিযোগিতা কহে।

লোকের প্রতিযোগিতা দ্বারা খাজানা নির্ণয় আয়র্লণ্ডে এবং কিয়ৎ পরিমাণে আমাদিগের দেশের কোন কোন

স্থানে হইয়া থাকে। আয়র্লণ্ডে কৃষকদিগের ভূমি প্রাপ্তির প্রতিযোগিতা এত প্রবল যে, তাহারা যে খাজানা প্রদান করিতে সমর্থ নহে, তাহাও প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া ভূমি জমা করিয়া লয়; তাহাতে এই ফল হয় যে বর্ষে বর্ষে তাহাদিগের খাজানা বাকী পড়িতে থাকে, এবং তাহারা ভূমির উৎপন্নের অতি অল্প এক ভাগ দ্বারা কোন প্রকারে দিনযাপন করিয়া অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ ভূম্যধিকারীকে খাজানা স্বরূপ প্রদান করে, তবুও কোন কালে তাঁহার নিকট অঋণী হইতে পারে না। এই কারণে আয়র্লণ্ডের কৃষকদিগের অতিশয় হীনাবস্থা হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের দেশে লোকের প্রতিযোগিতা জন্য যে সকল ভূমির খাজানা বাড়িয়া উঠিয়াছে, প্রায় সে সকল ভূমির আবাদ ওটবন্দী অর্থাৎ বার্ষিক নিয়মে হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল মিয়াদে যে সকল জমা গৃহীত হয়, তাহাতে লোকে অতিরিক্ত খাজানার ভার বহন করিতে পারে না। রাঢ় অঞ্চলের অনেক স্থানে সামান্য উর্ব্বরা ১ বিঘা ভূমির ২।৩ টাকা খাজানা ও বিশেষ উর্ব্বরা এক বিঘা ভূমির ৫।৬ টাকা খাজানা হইয়া থাকে; কিন্তু বগড়ী, বঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলের অনেক স্থানে এখনও ।০ হইতে ১।০ পর্য্যন্ত প্রতি বিঘায় খাজানা আদায় হয়; লোক-সংখ্যার তারতম্য যে ইহার এক কারণ, তাহার সন্দেহ নাই।

মূলধনের প্রতিযোগিতা দ্বারা খাজানা নির্ণয় ইংলণ্ডে হইয়া থাকে। সেখানে, ভূমির আবাদ কৃষকেরা করে

না; কৃষিবৃত্তি মহাজনেরা করিয়া থাকে। মহাজনেরা সামান্য কৃষকদিগের ন্যায় কেবল আপনাদিগের উদর-পূর্ত্তি এবং কথঞ্চিৎ রূপে দিন-যাপন মনে করিয়া খাজানা প্রদানের প্রস্তাব করে না; আবাদ দ্বারা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে ভূমি জমা করিয়া লয়; এবং উপযুক্ত লাভ না পাইলে কৃষিব্যবসায় অবলম্বন করে না। কৃষিবৃত্তি-মহাজনেরা কোন্ ভূমির কত খাজানা দিতে সমর্থ তন্নির্ণয় জন্য পণ্ডিতবর রিকার্ডো এক নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সেই নিয়ম এই রূপে বলা যাইতে পারে;—উৎপাদন ব্যয় * এবং উপযুক্ত লাভ পোষাইয়া কোন ভূমির উৎপন্ন যত উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাই তাহার খাজানা হইতে পারে। মনে কর, কোন দেশে উর্ব্বরতা ও অবস্থান অনুসারে ত্রিবিধ ভূমি আছে;—উত্তম, মধ্যম, এবং অধম; সেখানে, লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি প্রযুক্ত খাদ্য-সামগ্রী এত দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে যে, অধম ভূমির আবাদ করিলে মহাজনদিগের উৎপাদন-ব্যয় এবং উপযুক্ত লাভ পোষাইয়া যায়; মধ্যম ভূমির আবাদ দ্বারা ঐ ব্যয় ও লাভ পোষাইয়া কিছু উদ্বৃত্ত থাকে; এবং উত্তম ভূমির আবাদে আরও কিছু অধিক উদ্বৃত্ত থাকে; তাহা হইলে, অধম ভূমির নামমাত্র কিছু খাজানা হইবে, এবং অধম ভূমির উৎপন্ন হইতে মধ্যম

---

* শস্য উৎপাদনার্থ শ্রমের বেতন দান, এবং বিক্রয়ের স্থানে শস্য বহন জন্য যে ব্যয় হয়, তৎ সমুদায় ধরিয়া এই উৎপাদন ব্যয়ের হিসাব করা যায়।

ভূমির উৎপন্ন যত অধিক তাহাই মধ্যম ভূমির খাজানা, হইতে পারিবে। অঙ্ক দ্বারা ঐ নিয়ম বুঝিতে হইলে, অধম ভূমির প্রত্যেক বিঘার উৎপন্নের মূল্য ৬৲ টাকা, মধ্যম ভূমির ৮৲ টাকা, এবং উত্তম ভূমির ১০৲ টাকা মনে করিয়া লও; এখন যদি অধম ভূমির উৎপন্নের মূল্য ৬৲ টাকা হইতে উৎপাদন-ব্যয় এবং উপযুক্ত লাভ পোষাইয়া আর কিছু উদ্বৃত্ত না থাকে, তাহা হইলে অধম ভূমির কোন খাজানা হইতে পারে না, মধ্যম ভূমির প্রতি বিঘা ২৲ টাকা, এবং উত্তম ভূমির প্রতি বিঘা ৪৲ টাকা খাজানা হইতে পারে।

এ স্থলে এমত আপত্তি হইতে পারে, যে ভূমির খাজানা হইতে পারে না, তাহা ভূম্যধিকারীরা বিনা খাজানায় দিবেন কেন? কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অমনি ফেলিয়া রাখা অপেক্ষা বিনা খাজানায় অথবা স্বত্বাধিকারের পরিচায়ক নাম মাত্র কিছু খাজানা লইয়া ভূম্যধিকারীরা সেরূপ ভূমি জমা করিয়া দিতে পারেন; এবং মহাজনেরাও সামান্য কিছু খাজানা স্বীকার করিয়া অন্যান্য ভূমির সহিত তাদৃশ ভূমি জমা লইতে পারে। বিশেষতঃ, মহাজনেরা উত্তম, মধ্যম ও অধম, এইরূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত পৃথক্ পৃথক্ ভূমির পৃথক্ পৃথক্ রূপে খাজানা নির্ণয় করিয়া লয় না; একত্র অবস্থিত, বিভিন্ন পরিমিত উৎপাদিকা-শক্তি বিশিষ্ট, অনেক ভূমি জমা লইয়া থাকে; এবং তৎ-সমুদায়ের উৎপন্ন হইতে উৎপাদন-ব্যয় এবং উপযুক্ত লাভ-

বাদ দিলে যত উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে, তাহাই খাজানা স্বরূপ দিতে সম্মত হইতে পারে; আপনাদিগের লাভের খর্ব্বতা করিয়া অধিক খাজানা দিতে সম্মত হয় না। তবে, অবলম্বিত কৃষি-ব্যবসায় পরিত্যাগ করা অপেক্ষা যদি কিছু দিন অল্প লাভ স্বীকার করিয়া অধিক খাজানা দিতে হয়, কোন কোন কারণে অগত্যা তাহাতে সম্মত হইতে পারে। ফলতঃ সে সকল স্থল নিয়মের মধ্যে ধরা যাইতে পারে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতিযোগিতা দ্বারা যে প্রকারে খাজানার হার নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, তাহা উপরে লিখিত হইয়াছে। যেখানে দেশাচার দ্বারা খাজনা নির্ণয় হয়, সেখানে প্রচলিত নিরিখই খাজানার হার। অনেক স্থানে লোকের চিরন্তন আচারের প্রতি এমন গাঢ় ভক্তি যে বহুকাল পূর্ব্বে তথায় যে হারে খাজানা আদায় হইত, এখনও সেই হারে আদায় হইতেছে। পিড্‌মণ্ট, লম্বার্ডি, ও টস্কানি প্রভৃতি স্থানে যে ভাগে-আবাদের প্রথার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাতে ভূম্যধিকারীরা চিরকালই উৎপন্নের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে দেশাচার অনুসারে যেখানে যে নিরিখ প্রচলিত ছিল, সেখানে সেই হারে খাজানা আদায় হইতে; এক্ষণে রাজ-নিয়ম দ্বারা তাহার ব্যত্যয় হইয়াছে। প্রজার পরিশ্রম ও ব্যয় ব্যতীত ভূমির উর্ব্বরতা

বা মূল্যবৃদ্ধি হইলে খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারে, এ রূপ আইন হওয়ায় অনেক স্থলেই পূর্ব্ব-প্রচলিত নিরিখের অতিরিক্ত খাজানা আদায় হইতেছে। ফলতঃ এখন এ দেশে কোন প্রকার ভূমি সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা, কোন প্রকার ভূমি সম্বন্ধে দেশাচার, ও কোন কোন প্রকার ভূমি সম্বন্ধে রাজবিধি অনুসারে খাজানার হার নিয়মিত হইয়া থাকে।

ভূমির উৎপন্নের পরিবর্ত্তে প্রজার পরিশ্রম গ্রহণের বন্দোবস্ত করিয়া কোন কোন স্থানে ভূমি ভোগ করিতে দেওয়া হইয়া থাকে; সে রূপ ভূমিকে চাকরাণ কহা যায়। পূর্ব্ব-কালে জমিদারেরা, চাকরাণ রূপে ভূমি ভোগ করিতে দিয়া সেই চাকরাণ-ভোগী প্রজাদিগের দ্বারা আপনাদিগের অনেক কার্য্য করাইয়া লইতেন। তাঁহাদিগের দাওয়ান, গোমাস্তা, খানসামা, ধোপা, নাপিত, কুমার, কামার, ছুতার, চৌকিদার, পাইক, প্রভৃতি ভৃত্যেরা বেতনের বদলে চাকরাণ ভূমি উপভোগ করিত। এখন চাকরাণের প্রথা কমিয়া আসিয়াছে।

প্রতিযোগিতা, বা দেশাচার, কিংবা রাজবিধি, যাহা দ্বারা খাজানা নির্ণীত হউক, এবং ভূমির উৎপন্ন, অর্থ, ও পরিশ্রম, ইহাদিগের যে কোন আকারে খাজানা প্রদত্ত হউক, ভোগাধি-কার এবং খাজানার স্থিরতা না থাকিলে ভূমির উন্নতি হইতে পারে না। কোন ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে হইলে, তাহাতে সার দান প্রভৃতির ব্যয় স্বীকার করিতে হয়; কোন ভূমিতে

বৃক্ষাদি রোপণ পূর্ব্বক তাহার উন্নতি সম্পাদন করিতে হইলে বহু দিন ব্যাপিয়া পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হয়; কিন্তু যাহারা পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিবে, তাহাদিগের ভোগাধিকারের স্থিরতা না থাকিলে তাহারা সে সকল কার্য্যে কখনই প্রবৃত্ত হয় না। ফলতঃ যে দেশে ভূমির ভোগাধিকারের স্থিরতা যত অধিক, সেখানে তাহার তত উন্নতি দেখা গিয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে, জর্ম্মণি, ও ইটালি প্রভৃতি দেশে যে সকল কৃষক-ভূস্বামীর কথা বলা হইয়াছে, ভোগাধিকারের স্থিরতা প্রযুক্ত তাহাদিগের ভূমি অতি সুন্দর রূপে আবাদ হইয়া থাকে; এবং তাহাদিগের অবস্থা অন্যান্য অনেক স্থানের কৃষক অপেক্ষা ভাল। ইংলণ্ডে ধনবান্ মহাজনেরা অনেক মূল-ধন খাটাইয়া অধিক ভূমি একত্র আবাদ করে; এইহেতু, বহু ব্যয়সাধ্য যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া কৃষিকর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হয়। কিন্তু তথাকার কৃষকেরা দৈবসিক-শ্রামিক অর্থাৎ দিনখাটা মজুর দলের লোক, সুতরাং তাহাদিগের অবস্থা অত্যন্ত হীন; এবং কোন কারণে কর্ম্ম না জুটিলে বা কর্ম্ম করিতে অশক্ত হইলে তাহাদিগের নিতান্ত কষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে মোকররী জমা-ভোগী প্রজাদিগের অবস্থা দৈবসিক-শ্রমজীবী কৃষাণ অথবা ওট্‌বন্দী আবাদকারীর অবস্থা হইতে অনেক উন্নত। ফলতঃ নির্দ্দিষ্ট খাজনায় ভোগাধিকারের স্থিরতা থাকিলে, ঊষর ভূমিও স্বর্ণ ক্ষেত্রে পরিণত এবং সেই স্থিরতার অন্যথা হইলে স্বর্ণ-ক্ষেত্রও ঊষর ভূমিতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

তৃতীয় পাঠ।

বেতন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উৎপাদিত ধনের যে অংশ খাজানা স্বরূপ প্রদত্ত হয়, তাহার বিষয় বিবেচিত হইল। খাজানা বাদে অবশিষ্ট ধন, শ্রামিক এবং মূল-ধনের অধিকারী এই উভয়ের বেতন ও লাভ স্বরূপ থাকিয়া যায়। কিন্তু ধনোৎপাদন কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া বেতন গ্রহণ করিলে শ্রামিকের চলে না; এই হেতু, ঐ কালের পূর্ব্বেই শ্রমক্রয় জন্য মূল-ধন হইতে বেতন দিতে হয়। এই রূপে মূল-ধনের যে অংশ শ্রম ক্রয় জন্য প্রযুক্ত হয়, তাহার পরিমাণ ও শ্রামিকের সংখ্যা এই উভয় দ্বারা বেতনের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। উৎপাদক-শ্রামিক-দিগের ন্যায় অনুৎপাদক-শ্রামিকদিগের বেতনও তাহাদিগের সংখ্যা এবং বৈতনিক ধনের পরিমাণের উপরি নির্ভর করে। অতএব কোন দেশের সমুদায় বৈতনিক ধনের পরিমাণ ও শ্রামিকের সংখ্যার উপরি সেই দেশের বেতনের হার নির্ভর করিয়া থাকে।

মনে কর, কোন স্থানে শ্রামিকের বেতন দান জন্য মাসিক ১০,০০০৲ টাকা উদ্দিষ্ট এবং ১০০০ শ্রামিক উপ-স্থিত আছে; সেখানে যদি এক হাজার বা তদপেক্ষা অধিক শ্রামিক খাটাইবার প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে ব্যব-সায়ীদিগের শ্রম-ক্রয় জন্য প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়; এবং

শ্রমের বেতন সাকল্যে ১০,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়া প্রত্যেক শ্রামিক গড়ে মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া পাইতে পারে। কিন্তু যদি সেখানে ১০০০ অপেক্ষা অল্প শ্রামিক খাটাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম-প্রাপ্তি জন্য শ্রামিকদিগের প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইয়া বেতনের পরিমাণ ন্যূন হইতে পারে; এবং তেমন স্থলে অপেক্ষাকৃত সবল-শরীর ও কার্য্যদক্ষ শ্রামিকেরা আগে কর্ম্ম পায়।

বেতনের ন্যূনাধিক্যের এই সাধারণ ব্যবস্থা বৈতনিক-ধন-প্রয়োগ এবং শ্রামিকের কর্ম্ম-প্রাপ্তির প্রতিযোগিতা স্থলেই খাটিয়া থাকে। যেখানে দেশাচার বা ব্যবস্থা বিশেষ দ্বারা কর্ম্ম বিশেষের বেতন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেখানে প্রতিযোগিতা দ্বারা বেতনের হারের ন্যূনাধিক্য হয় না; কিন্তু শ্রামিকের ধনাগমের ন্যূনাধিক্য হইতে পারে;—দেশ বিশেষে পৌরোহিত্য কর্ম্ম বিশেষের বেতন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট আছে; পুরোহিতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে যে কর্ম্মের যে বেতন তাহা কমিয়া যায় না; কিন্তু যজমান ভাগ হইয়া পুরোহিতের ধনাগম অল্প হইয়া থাকে। নাপিত, বেহারা, দাঁড়ি, মাঝি প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর শ্রামিক এবং কবিরাজ, ডাক্তার, উকীল প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর শ্রামিকদিগের বেতন প্রায় এইরূপে নির্ণীত হয়। আবার, গবর্ণমেণ্টের বা অন্য লোকের কার্য্যালয়ে পদ বিশেষের বেতন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট থাকে; শ্রামিকের প্রতিযোগিতা দ্বারা তেমন পদের বেতনের ন্যূনতা হয় না; অপেক্ষাকৃত কর্ম্মঠ লোক

প্রাপ্তির সুবিধা হইয়া থাকে। মনে কর, কোন পদের বেতন মাসিক ১০০০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই পদোপযুক্ত শ্রামিকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগের প্রতিযোগিতা প্রভাবে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তিকে সেই পদে নিয়োগ করিবার সুবিধা হইতে পারে। নির্দ্দিষ্ট বেতনের অন্যান্য পদ সম্বন্ধেও ঐ রূপ হইয়া থাকে।

পদ বিশেষ প্রাপ্তি জন্য প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইলে অনেকে সেই সুযোগে সেই পদের বেতন ন্যূন করিয়া থাকেন; এরূপ করাতে বেতন দাতার আপাততঃ কিছু লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু পদের মর্য্যাদা ন্যূন হইয়া যে শ্রেণীর লোকে পূর্ব্বে সেই পদের প্রার্থী হইত, ক্রমে তাহা অপেক্ষা কম দরের লোক তাহার প্রার্থী হইতে থাকে। এইরূপে এদেশের অনেক পদের গৌরব ক্রমে ক্রমে ন্যূন হইয়া আসিয়াছে। অনেক সাহায্যকৃত ইংরেজি এবং বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদ এইরূপে মর্য্যাদাহীন হইয়াছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা একেত অল্প বেতন-ভোগী, তাহাতে আবার তাঁহাদিগের অপেক্ষাকৃত উন্নত পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা অতি অল্প; সুতরাং আজি কালি যে যে কারণে পদ-গৌরব থাকিতে পারে, ঐ সকল শিক্ষকতা সম্বন্ধে তৎ সমুদায়ের অভাব হইয়াছে। * ফলতঃ

---

* পূর্ব্বকালে এদেশের অধ্যাপকেরা বিনা বেতনে শিক্ষাদান করিতেন। তখন বিদ্যাবত্তাই অধ্যাপকের মর্য্যাদার পরিচায়ক ছিল। এখন আর সে কাল নাই; এখন বেতনের ন্যূনাধিক্যই পদ গৌরবের

পদ বিশেষে মর্য্যাদা বিশেষ রক্ষা করিতে হইলে প্রতিযো-গিতার সুযোগ অবলম্বন করিয়া তাহার বেতনের ন্যূনতা করা উচিত নহে; সেরূপ ন্যূনতা দ্বারা ক্রমে ক্রমে সেই পদের গৌরব নষ্ট হইয়া অপেক্ষাকৃত অল্প-গুণ সম্পন্ন লোক তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। এদেশের গবর্ণমেণ্ট, উচ্চ উচ্চ পদ সকলের বেতন কমাইয়া তাহাদিগের গৌরবের হানি করেন না; কিন্তু সময়ে সময়ে নিম্ন শ্রেণীর অনেক পদের বেতন কমাইয়া তাহাদিগের মর্য্যাদা লঘুতর করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈতনিক ধনের সহিত শ্রামিক-সংখ্যার সম্বন্ধানুসারে সাধারণতঃ যে রূপে বেতনের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে, প্রথম পরিচ্ছেদে তাহারই প্রস্তাব করা গিয়াছে; কর্ম্মের প্রকৃতি অনুসারে বেতনের যে প্রকার ন্যূনাধিক্য হইতে পারে, তাহার বিচার করা যায় নাই। ঐ প্রস্তাবে সকল প্রকার পরিশ্রমই যেন এক জাতীয় ইহাই মনে করিয়া সিদ্ধান্ত সকল স্থির করা হইয়াছে। কিন্তু সকল প্রকার কর্ম্ম-শ্রমের বেতন সমান নহে। কৃষক, সূত্রধর, ও ঘড়ি নির্ম্মাতা, সমান

নিদর্শন; সহস্র মুদ্রা বেতন-ভোগী প্রোফেসর মহাশয় শাকান্নভোজী অধ্যাপক অপেক্ষা নিকৃষ্ট পণ্ডিত. হইলেও অধিক সম্মানার্হ হইয়া থাকেন।

বেতন পায় না। কৃষক অপেক্ষা সূত্রধরের বেতন অধিক; এবং ঘড়ি-নির্ম্মাতা ঐ উভয় অপেক্ষা অধিক বেতন পাইয়া থাকে। তুল্য পরিশ্রমীদিগের মধ্যেও সকলে সমান বেতন পায় না। সমান সময় পরিশ্রম করিলে সামান্য শিল্পকর অপেক্ষা সুনিপুণ ব্যক্তি অধিক বেতন পাইয়া থাকে। মানসিক পরিশ্রম বিষয়েও ঐরূপ। কেরাণী বা মুহুরী, উকীল বা চিকিৎসকের তুল্য বেতন পায় না। ফলতঃ বেতনের তারতম্য পরিশ্রমের ন্যূনাধিক্য বশতঃ হয় না। পরিশ্রম দ্বারা যেরূপ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, সেই কর্ম্মের প্রকৃতি অনুসারে তাহার মূল্য অর্থাৎ কর্ম্ম-কর্ত্তার বেতন অধিক বা অল্প হইয়া থাকে।

এখন বুঝিতে হইবে যে, কোন দ্রব্যের মূল্য যে যে কারণে ন্যূনাতিরিক্ত হয়, কর্ম্মের মূল্যও সেই সেই কারণে ন্যূনাতিরিক্ত হয়। যেমন, যে দ্রব্য যত দুষ্প্রাপ্য সেই দ্রব্যের মূল্য তত অধিক হইয়া থাকে; সেই রূপ, যে কর্ম্ম যত দুষ্প্রাপ্য অর্থাৎ যে কর্ম্মকারী লোক যত দুর্ল্লভ তাহার মূল্য তত অধিক হয়।

কর্ম্মের প্রকৃতি-গত যে যে কারণে কর্ম্মকারীর দুর্লভতা বা সুলভতা হইয়া বেতনের ন্যূনাধিক্য হইতে পারে, পণ্ডিত-বর এডাম্ স্মিথ্ তাহাদিগকে পশ্চাল্লিখিত পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন;—

১। কর্ম্মের সুখকরতা বা অসুখকরতা। যে কর্ম্ম করিতে ভাল লাগে, তাহা করিতে অনেক লোক পাওয়া

যায়; সুতরাং তাহার বেতন অল্প; আর যাহা ভাল লাগে না, তাহা করিতে অনেক লোক অগ্রসর হয় না; এই হেতু, তাহার বেতনও অধিক হইয়া থাকে।

২। কর্ম্ম-শিক্ষার অল্পব্যয়-সাধ্যতা বা বহুব্যয়সাধ্যতা। যে কর্ম্ম অল্পব্যয়ে শিক্ষা করা যায়, অনেকে তাহা শিখিতে পারে, এই জন্য তাহার বেতন অল্প; যাহা শিক্ষা করিতে অনেক ব্যয় হয়, তাহা অধিক লোকে শিখিতে পারে না, এই হেতু তাহার বেতন অধিক।

৩। কর্ম্ম প্রাপ্তির স্থিরতা বা অস্থিরতা। যে কর্ম্ম সর্ব্বদা যুটে না, তাহার প্রতীক্ষা করিয়া অধিক লোকে থাকিতে পারে না; যাহারা পারে, তাহারা নিষ্কর্ম্মাকালের বেতন পোষাইয়া লয়; এই জন্য তাদৃশ কর্ম্মের বেতন অধিক হইয়া থাকে।

৪। কর্ম্মে-বিশ্বাসী লোকের অনাবশ্যকতা বা আবশ্যকতা। পৃথিবীতে বিশ্বাসীলোকের সংখ্যা অধিক নহে; অতএব যে কর্ম্মে বিশ্বাসীলোকের প্রয়োজন থাকে, তাহার বেতন অধিক হয়।

৫। কর্ম্ম সাধনে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা বা অসম্ভাবনা। যে কর্ম্ম সাধনে অনেক লোকেই সমর্থ, তাহার বেতন অল্প; আর যাহা অল্প লোকে পারে, তাহার বেতন অধিক।

ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন কারণ বশতঃ কর্ম্মের বেতনের যে ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে, তাহার উদাহরণ অনায়াসে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। খনি-খননকারী, অপেক্ষাকৃত নিপুণতর

অন্যান্য অনেক কর্ম্মকর হইতে অধিক বেতন পাইয়া থাকে। খনি-খনন কার্য্য বিলক্ষণ অসুখকর ও বিপজ্জনক; সেই কার্য্য অন্ধকারে ও প্রায়ই পীড়াকর বায়ু বিশেষের মধ্যে থাকিয়া নির্ব্বাহ করিতে হয়; এইহেতু, অধিক বেতন না পাইলে সে কর্ম্ম করিতে লোকে প্রবৃত্ত হয় না। সেইরূপ, যে ব্যবসায় অস্বাস্থ্যকর, বিপজ্জনক বা অসন্তোষকর, তাহার শ্রমের মূল্য অধিক হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবসায় সকল উল্লিখিত ১ম কারণের উদাহরণ স্থলে ধরা যাইতে পারে।

উকীল বা চিকিৎসক কেরাণী বা মুহুরী অপেক্ষা যে অধিক বেতন পাইয়া থাকে, উল্লিখিত ২য় ও ৫ম কারণের উদাহরণ মধ্যে তাহা গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে কেরাণী বা মুহুরী করা যত সহজ, উকীল বা চিকিৎসক করা তত সহজ নহে। ওকালতী বা চিকিৎসা ব্যবসায় শিক্ষা করিতে অপেক্ষাকৃত অনেক সময় লাগিয়া থাকে, তত সময় পর্য্যন্ত শিক্ষার্থীর ভরণপোষণ নির্ব্বাহ, ও শিক্ষকের বেতন দান, অর্থসাধ্য-ব্যাপার; সুতরাং, যদি অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে শিক্ষাসাধ্য কর্ম্ম হইতে ওকালতী বা চিকিৎসা ব্যবসায়ে অধিক অর্থোপার্জ্জন না হইত, তবে ব্যয় যোগাইবার সঙ্গতি থাকিলেও কোন ব্যক্তি আপন-সন্তানদিগকে ওকালতী বা চিকিৎসা ব্যবসায় শিক্ষা করিতে প্রবর্ত্তিত করিত না। আবার, কখন কখন শিক্ষার্থী অল্প-বুদ্ধি বা অলস হইলে, তাহাকে শিক্ষাপ্রদানের সমুদায় ব্যয় নিষ্ফল হইয়া যায়, সে ব্যক্তি হয় ত অবলম্বিত ব্যবসায় শিক্ষা

করিতেই পারে না; অথবা কোন ক্রমে শিক্ষার অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেও ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে না। অতএব, কেরাণী বা মুহুরী অপেক্ষা চিকিৎসক বা উকীল যে অধিক বেতন পায় তাহা কেবল ওকালতী বা চিকিৎসা-ব্যবসায়-শিক্ষা অধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া নহে; অধিক ব্যয় করিয়া শিক্ষা করিলেও সকলেই যে উত্তম উকীল বা চিকিৎসক হইতে পারে না, তাহাও ঐরূপ হইবার একটী কারণ।

অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে কেহ কেহ অধিক ব্যয় না করিয়াও অধিক ব্যয়-সাধ্য শিক্ষার ফলভোগী হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ যে ব্যক্তির চিত্রকার্য্যে অসাধারণ বুদ্ধি থাকে, সে কোন সামান্যবুদ্ধি ব্যক্তির সহিত সমান অর্থব্যয় করিয়া চিত্র-কার্য্য শিক্ষা করিলেও তদপেক্ষা উত্তম চিত্রকর হইতে পারে। তখন সামান্য চিত্রকেরর সঙ্গে সমান পরিশ্রম করিলেও তাহার বহুগুণ অধিক অর্থোপার্জ্জন হয়। অসাধারণ-বুদ্ধি চিত্রকর-কৃত চিত্র-কার্য্য যেমন সুন্দর তেমনি বিরল; সুতরাং উহা দুর্ল্লভ ও অধিক-মূল্য হয়।

পাল্কী বা নৌকা বাহকদিগের কার্য্য ৩য় কারণের উদাহরণ-স্থল। ইহাদিগের কর্ম্ম সর্ব্বদা যুটে না; সুতরাং কর্ম্মপ্রাপ্তির অনিশ্চিততা প্রযুক্ত তাদৃশ কর্ম্মপ্রার্থী লোকও অধিক পাওয়া যায় না; এবং যাহাদিগকে পাওয়া যায়, তাহারাও যে সময়ে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকে, সে সময় ধরিয়া আপনাদিগের বেতন পোষাইয়া লয়।

৪র্থ কারণের উদাহরণ স্থলে স্বর্ণকারদিগকে ধরা যাইতে পারে। উহাদিগের হস্তে সম্পত্তি দিয়া বিশ্বাস করিতে হয়; এই হেতু বিশ্বাসী লোক ভিন্ন কেহ স্বর্ণকারের ব্যবসায় চালাইতে পারে না। বিশ্বাসী লোক তাদৃশ সুলভ নহে; অতএব যাহারা বিশ্বাসী হয়, তাহারা উচ্চ বেতন না পাইলে কাজ করিতে সম্মত হয় না। কোন স্বর্ণকারও আপন কার্য্যালয়ে যে সে কারুকর খাটাইতে পারে না; অবিশ্বাসী লোক দ্বারা তাহার বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা; অতএব অধিক বেতন দিয়া তাহাকেও সচ্চরিত্র বিশ্বাসী লোক নিয়োগ করিতে হয়।

এডাম্ স্মিথ্ প্রদর্শিত পাঁচটী কারণ দ্বারা সকল স্থানেই বেতন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, এমত নহে; কোন কোন স্থানে ব্যভিচারও দেখা যায়। অনেক সময়ে গত্যন্তর বিরহিত হইয়া অনেক লোকে সামান্য বেতনে অনেক অসুখ-কর কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। ফলতঃ কর্ম্মের প্রকৃতি-গত কারণ পরম্পরা দ্বারা প্রতিযোগিতার দ্বার রুদ্ধ থাকে বলিয়া কর্ম্ম বিশেষে উচ্চ বেতন হইয়া থাকে; কোন্ প্রকারে ঐ দ্বার মুক্ত হইলে ঐ উচ্চতা রক্ষা পায় না। মনে কর, উচ্চ অঙ্গের লেখা পড়া না জানিলে যে কর্ম্ম করিতে পারা যায় না, উচ্চ শিক্ষার ব্যয়াধিক্য হয় বলিয়াই তাহার বেতন অধিক হইয়া থাকে; কিন্তু যদি কোন কারণে উচ্চ-শিক্ষার ব্যয় কমিয়া যায়; কিংবা, যদি অনেক লোকে অপরের ব্যয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে থাকে, তাহা হইলে

প্রতিযোগিতার বাহুল্য হইয়া যে সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন, সে সকল কর্ম্মের বেতন কম হয়। যে সকল কর্ম্মে সামান্যরূপ লেখা পড়ার প্রয়োজন, বর্ত্তমান কালে সামান্য শিক্ষার অপেক্ষাকৃত অধিক বিস্তার বশতঃ সে সকল কর্ম্মের বেতন পুর্ব্বাপেক্ষা ন্যুন হইয়া আসিয়াছে। আবার সম্প্রতি, সাধারণতঃ সকল লোকেরই লেখা পড়া শিখিবার যে প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে, এবং সামান্য লোকেরও উচ্চ-শিক্ষা লাভের পথ যেরূপ পরিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে যে সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহে লেখাপড়ার প্রয়োজন সে সকল কর্ম্মের বেতন দিন দিন আরও ন্যুন হইয়া আসিবে।

এদেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করে বলিয়া যে জাতি যে কর্ম্ম করে, সেই জাতীয় শ্রামিকের সংখ্যানুসারে সেই কর্ম্মের বেতনের ন্যূনাধিক্য হয়; সাধারণতঃ সকল লোকের প্রতিযোগিতা থাকিলে সেই কর্ম্মের বেতনের যেরূপ নূন্যাধিক্য হইতে পারিত তাহা হইতে পায় না। পূর্ব্বে এই জাতিগত কার্য্য-ভিন্নতা যত অধিক ছিল, এখন তত নাই; কিন্তু অদ্যাপি অনেক কর্ম্ম বিশেষ বিশেষ জাতিতে আবদ্ধ আছে; অধিক লাভজনক হইলেও অন্যান্য জাতীয় লোককে সেই সকল কর্ম্ম করিতে দেখা যায় না। পূর্ব্বে যখন তাঁতীর কর্ম্মে বিশেষ লাভ ছিল, তখন তাঁতি ভিন্ন অনেক অন্যান্য জাতীয় লোকেও তাঁতের কর্ম্ম করিত। ঢাকা, শান্তিপুর, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি তাঁতি ভিন্ন অন্য জাতিকে তাঁত বুনিতে

দেখা যাইতে পারে। আজি কালি ছুতার, কামার প্রভৃতি শিল্পীদিগের কর্ম্ম লাভজনক হওয়াতে ঐ ঐ জাতি ভিন্ন অনেক অন্য জাতীয়লোকে ঐ কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু মুচি, ডোম, হাড়ি, বাগ্দী, জেলে, প্রভৃতি কয়েক প্রকার নীচ জাতীয় লোকের কর্ম্ম অদ্যাপি ঐ ঐ জাতীয় লোক ভিন্ন আর কেহ করে না। পৌরোহিত্য স্বস্ত্যয়নাদি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ-জাতির একচেটিয়া আছে। জাতিগত শাসন না থাকিলেও যে ব্যক্তি যে প্রকার কর্ম্ম করে, সচরাচর তাহার বংশীয়েরা সেই প্রকার কর্ম্মে শিক্ষিত হইয়া থাকে; এইরূপে কতকগুলি বংশবিশেষে কর্ম্মবিশেষ আবদ্ধ থাকিয়া যায়; এবং সেই সেই বংশীয়দিগের সংখ্যানুসারে তাহাদিগের অবলম্বিত কর্ম্মে শ্রামিকসংখ্যার ন্যূনাধিক্য হয়। অপরাপর কর্ম্মে বেতন-বাহুল্য থাকিলেও যাহার যাহা শিক্ষা সে তাহা সহসা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মান্তর অবলম্বন করিতে পারে না। ফলতঃ জাতিগত কারণেই হউক, অথবা, অপর কারণেই হউক, কর্ম্ম বিশেষে শ্রামিকের সংখ্যা এবং সেই কর্ম্মে প্রযুক্ত বৈতনিক ধনের পরিমাণ, এই উভয়ের উপরি সেই কর্ম্ম-শ্রমের বেতনের পরিমাণ নির্ভর করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কেহ কেহ বিবেচনা করেন, শ্রমজীবীদিগের কখন অধিক কখন অল্প বেতন প্রাপ্তি ন্যায়-সঙ্গত নহে; তাহাদি-

গের সকল সময়েই এক নির্দ্দিষ্ট বেতনে কর্ম্ম করা উচিত। কিন্তু বিবেচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে, কোন ব্যক্তিকে সকল সময়ে এক নির্দ্দিষ্ট বেতনে কাজ করিতে হইলেই নিতান্ত অন্যায় হইয়া উঠে। যেমন ক্রেতার নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বস্ত্র, গো, অশ্ব, বা শস্য বিক্রয় করিতে হইলে বিক্রেতার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা; সেই প্রকার, নিয়োগ-কর্ত্তার নির্দ্দিষ্ট বেতনে শ্রামিককে কার্য্য করিতে হইলে, তাহার ক্ষতি হইতে পারে। আবার, যেমন বিক্রেতার প্রার্থিত মূল্যে কোন বস্তু লইতে বাধ্য হইতে হইলে ক্রেতার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, সেই প্রকার শ্রামিকের প্রার্থিত বেতনে তাহাকে নিয়োগ করিতে বাধ্য হইতে হইলে নিয়োগকর্ত্তার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। ফলতঃ কি ক্রয় বিক্রয়, কি বেতন আদান-প্রদান, এই সকল বিষয়, কাহার হস্তক্ষেপ ব্যতীত লোকের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুসারে সম্পন্ন হওয়া উচিত।

প্রাচীন কালে অনেক স্থানে পরিশ্রমের বেতন নির্দ্ধারণ জন্য সময়ে সময়ে আইন হইত। সেই আইন অনুসারে যে রূপ পরিশ্রমের যে বেতন নির্দ্দিষ্ট থাকিত, তাহা অপেক্ষা অধিক বেতন গ্রহণ কিংবা প্রদান করিলে দণ্ড বিশেষের অধীন হইতে হইত। ঐ প্রকার আইনে কোন উপকার না হইয়া অপকার হইয়া থাকে। মনে কর, যদি আইন দ্বারা কৃষাণদিগের বেতন এত অধিক নির্দ্ধারিত হয়, যে, তত বেতন দিয়া কৃষাণ নিযুক্ত করা পোষাইয়া না উঠে, তাহা হইলে ভূমির আবাদ কার্য্যে ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়া শস্যো-

ৎপত্তির পরিমাণ অল্প হইয়া আইসে ; এবং যে সকল কৃষাণ অল্প বেতন পাইলে সন্তুষ্টচিত্তে কার্য্য করিত, তাহাদিগকে বেকার বসিয়া থাকিতে হয়। আবার, যদি কোন আইন দ্বারা এত অল্প বেতন নির্দ্দিষ্ট হয়, যে কৃষাণদিগের সে বেতনে পোষাইয়া না উঠে, তাহা হইলে লোকে গোপনে উপযুক্ত বেতন দিয়া কৃষাণ নিযুক্ত করিতে থাকে ; সুতরাং সেই আইন করা না করা তুল্য হইয়া উঠে। ফলতঃ এ সকল বিষয়েআইনদ্বারা কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ না করাই উচিত। যখন যেমন সুবিধা হয়, তখন তেমনি করিয়া লোকে আপনাদিগের মধ্যে ঐ সকল বিষয় স্থির করিয়া লইলেই ভাল হয়।

কোন কোন লোকে বিবেচনা করে, খাদ্য দ্রব্যের মূল্যের উপরি শ্রমের বেতনের হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করে ; অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্য মহার্ঘ হইলে শ্রামিকদিগের বেতনের বৃদ্ধি, এবং সুলভ হইলে বেতনের ন্যূনতা হইয়া থাকে ; অতএব খাদ্য দ্রব্য মহার্ঘ বা অল্প-মূল্য হইলে শ্রামিকদিগের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে বৈতনিক ধনের পরিমাণ ও শ্রামিকের সংখ্যানুসারে বেতনের হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ খাদ্য দ্রব্যের মূল্যানুসারে বেতনের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। যেমন দুর্লভ বলিয়া সুনিপুণ শিল্পকর সামান্য-শিল্পী অপেক্ষা অধিক বেতন পায়, এস্থলেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে ; অর্থাৎ, যখন কোন প্রকার শ্রমজীবী লোকের সংখ্যা অল্প এবং তাহাদিগকে নিয়োগ করিবার প্রয়োজন

অধিক হয়, তখন নিয়োগকারীদিগের পরস্পর প্রতি-যোগিতা প্রযুক্ত শ্রম-জীবীদিগের বেতনের হার অধিক হইয়া উঠে। তখন, খাদ্য সামগ্রী সুলভ হইলেও অধিক বেতন পাইবার সুবিধা থাকিতে কেহ অল্প বেতনে কর্ম্ম করিতে চাহে না।

আবার, কোন প্রকার শ্রমজীবী লোক-সংখ্যা যদি এত হয়, যে তত লোকের প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে অনেকের নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিলে কাহারও চলে না; অতএব কর্ম্ম-প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রমজীবীদিগের পরস্পর প্রতিযোগিতা উপস্থিত হওয়াতে নিয়োগকারীদিগের অল্প বেতনে নিয়োগ করি-বার সুবিধা হয়। শ্রমজীবীদিগেরও নিষ্কর্ম্মা থাকিয়া ভরণপোষণ লাভ করিবার উপায়-বিহীন হওয়া অপেক্ষা কথঞ্চিৎ রূপে জীবন ধারণোপযুক্ত বেতনে কর্ম্ম করা শ্রেয়-স্কর বলিয়া বোধ হয়; তখন, খাদ্য দ্রব্যমহার্ঘ হইলেও নিয়োগকারীরা শ্রমজীবীদিগকে অধিক বেতন দিতে সম্মত হয় না। দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য-সামগ্রী মহামূল্য হইলে শ্রামিকের বেতন বর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাক, নিতান্ত কমিয়া গিয়া থাকে।

চতুর্থ পাঠ।

লাভ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যিনি আপনার উপার্জ্জিত সমুদায় ধন অনুৎপাদক রূপে ব্যয় না করিয়া কিয়দ্ভাগ ধনোৎপাদনে প্রয়োগ করেন, তিনি তজ্জন্য আপাততঃ ব্যয়-সংযম-ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন; তদ্ভিন্ন, সেই প্রযুক্ত-ধন পুনর্ব্বার তাঁহার হস্তে আসিবার পূর্ব্বে নানা কারণে তাঁহার যে ক্ষতি হইতে পারে, তাঁহাকে সে ক্ষতির আশঙ্কাও স্বীকার করিতে হয়; অতএব মূলধন প্রয়োগে যে লাভ হইয়া থাকে, তাহা উল্লিখিত ব্যয়-সংযম ও ক্ষতির আশঙ্কা স্বীকারের পুরস্কার স্বরূপ ধরা যাইতে পারে।

মূল-ধন প্রয়োগে সকলেরই ব্যয়-সংযম-ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, এমত নহে। যাঁহার বিপুল ধন আছে, তিনি ব্যয়-বিষয়ে সংযত না হইয়াও ধনোৎপাদনার্থ অনেক ধন প্রয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু মূল-ধন প্রয়োগের সকল স্থলেই ক্ষতির আশঙ্কা অল্প বা অধিক বিদ্যমান থাকে; এবং যাহাতে ক্ষতির আশঙ্কা অল্প তাহাতে লাভের পরিমাণও অল্প, এবং যাহাতে ক্ষতির আশঙ্কা অধিক তাহাতে লাভের পরিমাণও অধিক হয়।

মূল-ধন প্রয়োগে ঐ রূপ লাভের সম্ভাবনা থাকে বলিয়াই লোকে ব্যয়-সংযম-ক্লেশ ও ক্ষতির আশঙ্কা স্বীকার করিয়া

তাহাতে প্রবৃত্ত হয়; তাদৃশ লাভের আশা না থাকিলে তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না; এবং সেই জন্যই লাভকে মূল-ধন প্রয়োগে ব্যয়-সংযম-ক্লেশ ও ক্ষতির আশঙ্কা স্বীকারের পুরস্কার বলিয়া ধরা গিয়া থাকে। আবার, প্রায় সকল স্থলেই মূল-ধনের অধিকারী স্বয়ং ধনোৎপাদন কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন; অতএব সেই সকল স্থলে তত্ত্বাবধান শ্রমের বেতনও লাভের অন্তর্গত থাকিয়া যায়।

ফলতঃ কোন ব্যবসায় দ্বারা যে ধনোৎপন্ন হয়, তাহা হইতে মূল-ধন বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, সাধারণতঃ তাহাই লাভ বলিয়া ধরা যায়। মনে কর, কোন কৃষিবৃত্তি-মহাজন লাঙ্গল, গোরু এবং কৃষাণের বেতন দান ইত্যাদি বিষয়ে ৫০০৲ টাকা মূল-ধন প্রয়োগ করিয়া আবাদ করিয়াছে; আবাদ দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য হইতে ঐ ৫০০৲ টাকা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই তাহার লাভ বলিয়া গণিত হয়। কিন্তু আবাদের জন্য লাঙ্গল, গোরু প্রভৃতি স্থাবর মূল-ধন প্রয়োগে যাহা ব্যয়িত হয়, তাহার সমুদায় ভাগ একবারকার আবাদের উৎপন্ন হইতে পাওয়া যায় না; বীজক্রয় এবং শ্রামিকের বেতন দান জন্য যাহা ব্যয়িত হয়, তাহা বাদ দিয়া যে লাভ থাকে, তাহা হইতে তত্ত্বাবধান শ্রমের বেতন এবং ক্রমে ক্রমে গোরু, লাঙ্গল প্রভৃতি স্থাবর মূল-ধন প্রয়োগের ব্যয় পোষাইয়া যায়।

সকল প্রকার ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভাবনা এবং তত্ত্বাবধানের পরিশ্রম সমান নহে; ছুরী-ব্যবসায়ী অপেক্ষা

বারুদ-ব্যবসায়ীর ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক; দৈবায়ত্ত তাহার বারুদে কণামাত্র অগ্নি পতিত হইলে কেবল তাহার মূল-ধন নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এমত নহে, প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হইবার সম্ভাবনা; এই হেতু, ছুরী-ব্যবসায়ী অপেক্ষা বারুদ-ব্যবসায়ী অধিক লাভ করিয়া থাকে। ঔষধ-বিক্রেতাদিগকে বিলক্ষণ লাভ করিতে দেখা যায়। এক আনা মূল্যের ঔষধ বিক্রয় করিয়া তাহারা কখন কখন এক টাকা লইয়া থাকে; তাহাদিগের ব্যবসায়েও বিলক্ষণ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে; বিক্রয় জন্য যত প্রকার ঔষধ প্রস্তুত রাখিতে হয়, তন্মধ্যে অনেক ঔষধ দীর্ঘকাল অবিক্রীত থাকিলে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়; বিশেষতঃ ঐ ব্যবসায়ে তত্ত্বাবধান পরিশ্রমও অধিক; অতএব অন্যান্য ব্যবসায়ী অপেক্ষা ঔষধ-বিক্রেতা যে অধিক লাভ লয়, ইহা কোন মতে অন্যায় নহে। তবে, তাহারা সময়ে সময়ে যে নিতান্ত অধিক লাভ লইয়া থাকে, এবং অন্যান্য লোকে প্রতিযোগিতা দ্বারা ঐ লাভের খর্ব্বতা করিতে পারে না, তাহার আর একটী কারণ আছে। চিকিৎসকদিগের সাহায্য ভিন্ন ঐ ব্যবসায় ভাল চলে না; এই জন্য ঔষধ-ব্যবসায়ীরা চিকিৎসকদিগকে কিছু কিছু লাভের অংশ দিয়া তাঁহাদিগের সহায়তা গ্রহণ করিয়া থাকে; রোগীদিগের ঔষধ ক্রয়ের ব্যবস্থা চিকিৎসকদিগের উপরি অনেক নির্ভর করে; তাঁহারা যে ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ঔষধ লইতে উপদেশ দেন, রোগীরা সেই ব্যবসায়ীর নিকটেই গমন করিয়া থাকে।

এমন অবস্থায়, যাহারা চিকিৎকদিগের সহায়তা লাভ করিতে অসমর্থ হয়, তাহারা প্রতিযোগিতা দ্বারা ঔষধ বিক্রয়ের উচ্চ লাভ খর্ব্ব করিতে পারে না।

যাহা হউক, উল্লিখিত বা অন্য রূপ একচেটিয়া ব্যবসায়ের সংখ্যা অতি অল্প; এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম খাটিতে পারে না। যে সকল ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা চলিতে পারে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদিগের একটীতে অন্যটী হইতে অধিক লাভ হইতেছে দেখিলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যাহাতে অধিক লাভ হইতেছে, হয়, তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক, না হয়, তত্ত্বাবধান-পরিশ্রম অধিক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সকল প্রকার ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভাবনা ও তত্ত্বাবধান-শ্রম সমান নহে; অতএব, সকল প্রকার ব্যবসায়ে লাভের হার সমান হইতে পারে না, ইহা প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু, ইচ্ছা হইলেই লোকে যে সকল ব্যবসায় অনায়াসে পরিত্যাগ অথবা গ্রহণ করিতে পারে, প্রতিযোগিতা নিবন্ধন সেই সকল ব্যবসায়ে লাভের হার প্রায় সমান হইয়া থাকে। ইহা দেখিয়া অনেকে ভাবিয়া থাকেন, কোন স্থানে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যত প্রকার ব্যবসায় চলিতে থাকে, তৎসমুদায়েই লাভের হার প্রায় সমান হইয়া দাঁড়ায়; এরূপ বিবেচনা সঙ্গত নহে।

যখন সকল ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভাবনা ও তত্ত্বাবধান শ্রম সমান নহে, তখন, তৎসমুদায়েই লাভের হার সমান থাকিলে, যাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা ও তত্ত্বাবধান শ্রম অল্প, সকলেই সেই ব্যবসায়ই অবলম্বন করে ; যে সকল ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভাবনা ও তত্ত্বাবধান শ্রম অধিক, অপেক্ষাকৃত অধিক লাভ না না পাইলে লোকে তৎসমুদায়ে প্রবৃত্ত হইবে কেন ?

ফলতঃ ব্যবসায় মাত্রেরই লাভের এরূপ একটী নির্দ্দিষ্ট হার আছে, যাহা দ্বারা সেই ব্যবসায়ে মূলধন প্রয়োগের পুরস্কার এবং তত্ত্বাবধান শ্রমের বেতন* পোষাইয়া যায়। ঐ হারে লাভ না থাকিলে কোন ব্যবসায়ই চলিতে পারে না। যদি কোন কারণে কোন ব্যবসায়ের লাভ তন্নির্দ্দিষ্ট হার হইতে উচ্চ হইয়া উঠে, তাহা হইলে লোকে তাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক মূলধন খাটাইতে আরম্ভ করে, এবং তদ্দ্বারা ঐ ব্যবসায়ের লাভের হার ক্রমে ক্রমে খর্ব্ব করিয়া আনে। সেই প্রকার, যদি কোন কারণে কোন ব্যবসায়ের লাভ তন্নির্দ্দিষ্ট হার হইতে ন্যূন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই ব্যবসায়ের মূলধন ব্যবসায়ান্তরে নীত হইতে থাকে ; তখন আবার, তাহার লাভের হার ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। মনে কর, যদি কোন কারণে তূলার মূল্য এত অধিক হয় যে, তদুৎপাদকের তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ লাভ

---

* অন্যান্য কর্ম্ম-শ্রমের বেতন যে যে কারণে ন্যূনাধিক হয়, তত্ত্বাবধান-শ্রমের বেতনও সেই সেই কারণে অল্প বা অধিক হইয়া থাকে।

হইতে থাকে, তাহা হইলে সেই উচ্চ লাভের আকাঙ্ক্ষায় বহুল অর্থ তূলা উৎপাদনে প্রযুক্ত হয়; তখন, প্রয়োজনাতিরিক্ত তূলা জন্মিতে থাকে, এবং তন্নিবন্ধন তাহার মূল্য হ্রাস হইয়া লাভের খর্ব্বতা হইতে আরম্ভ হয়। আবার, যদি তূলা উৎপাদনের লাভ কম হইয়া নির্দ্দিষ্ট হারের নীচে পড়ে, তাহা হইলে সে ব্যবসায় হইতে মূলধন অপসারিত হইতে থাকে; তখন প্রয়োজনানুরূপ তূলার উৎপত্তি হয় না; সুতরাং তূলার মূল্য-বৃদ্ধি হইয়া সেই ব্যবসায়ের লাভ পুনর্ব্বার নির্দ্দিষ্ট হারে উপস্থিত হইয়া থাকে; অতএব, এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক ব্যবসায়ে লাভের যে নির্দ্দিষ্ট হার আছে, ঐ হার যাহাতে স্থির থাকে, এরূপ ঘটনা নিয়তই উপস্থিত হইতেছে। তবে, ইচ্ছা হইলেই যে সকল ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত বা যাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারা যায় না; বহুবিধ উপকরণ ও যন্ত্র-প্রস্তুত-রূপ পূর্ব্ব-আয়োজন করিয়া যাহাতে প্রবৃত্ত, অথবা অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া যাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়, সেই সকল ব্যবসায়ে সহসা লাভ-বৃদ্ধি বা লাভহ্রাসের কোন কারণ উপস্থিত হইলে সেই বৃদ্ধি বা হ্রাস দীর্ঘকাল থাকিয়া যায়; কিন্তু অবশেষে উপরি উক্ত প্রকারে মূলধনের প্রয়োগ বা অপসারণ হইয়া সেই বর্দ্ধিত বা হ্রস্বলাভ নির্দ্দিষ্ট হারে উপস্থিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতিযোগিতা-স্থলে যেরূপ লাভ নিয়মিত হইয়া থাকে, তাহা বিবেচিত হইল; প্রতিযোগিতাব অভাবে কোন ব্যবসায় এক-চেটিয়া হইলে তাহার লাভ সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হইয়া পড়ে; তখন, ঐ ব্যবসায়ে যত উচ্চ লাভ চলিতে পারে, ব্যবসায়ী তাহা গ্রহণ চেষ্টায় বিরত হয় না; এদেশে লবণ এবং আফিং প্রভৃতি কয়েক প্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া আছে; ঐ সকল ব্যবসায়ে যত উচ্চ লাভ করা যাইতে পারে, সামান্য ব্যবসায়ীর ন্যায় গবর্ণমেণ্ট তত উচ্চ লাভ গ্রহণ-চেষ্টা না করুন, সাধারণের প্রতিযোগিতা থাকিলে তৎসমুদায়ে যেরূপ লাভ দাঁড়াইত, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক গৃহীত হইয়া থাকে।

আবার, প্রতিযোগিতার দ্বার মুক্ত থাকিলেও কতকগুলি ব্যবসায়ের লাভ প্রায় প্রচলিত প্রথা অনুসারে গৃহীত হয়: সরাই বা চটিতে যে সকল মুদির বা ময়রার দোকান থাকে, তৎসমূহে চিরকাল প্রায় সমান মূল্যে সামগ্রী বিক্রীত হয়; বাজার-দর সেখানে প্রবিষ্ট হইতে পায় না; তেমন স্থলে দোকানদারের সংখ্যা অধিক হইলেও তাহাদিগের পরস্পর প্রতিযোগিতা দ্বারা দ্রব্যের মূল্য কম হয় না; খরিদার ভাগ হইয়া পড়ে। বড় বড় বাজারেও ফড়ে অর্থাৎ খুচ্‌রা বিক্রেতারা বিশেষ বিশেষ হার অনুসারে আপন আপন ব্যবসায়ে লাভ গ্রহণ করিয়া থাকে; খরিদারেরাও ঐরূপ লাভ

দেওয়া অন্যায় বিবেচনা করে না। যে সকল কারণে দ্রব্যের মূল্য ন্যূন হইতে পারে, সে সকল কারণ উপস্থিত হইলেও অনেক দিন অবধি ফড়েরা পূর্ব্বদরে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে; সুতরাং তখন তাহাদিগের লাভের হার আরও বর্দ্ধিত হয়। সুযোগ পাইলে ফড়েরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট এক সময়ে এক দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকে। শ্রমশীলতা, কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি কারণেও ফড়েদিগের মধ্যে কাহার অধিক কাহার অল্প লাভ হয়; মূলধন প্রয়োগে প্রতিযোগিতা অনুসারে লাভের ন্যূনাধিক্য হয় না। কিন্তু বড় বড় মহাজনদিগের লাভ প্রায় মূলধনের প্রতিযোগিতা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

মহাজনদিগের ঘরের পাইকেড়ি দর* অপেক্ষা ফড়েদিগের নিকট অধিক দর হইবার উপযুক্ত কারণও আছে। মহাজনেরা পাইকেড়দিগের নিকট অনেক মাল এক সময়ে বিক্রয় করিতে পারেন; খুচ্‌রা বিক্রয়ে তাহা হয় না; সুতরাং অনেক টাকার কারবারে অল্প হারে লাভ থাকিলে যেমন পোষাইয়া যায়, অল্প টাকার স্থলে অধিক হারে লাভ না পাইলে সেরূপ পোষায় না। আবার, মহাজনদিগের পাইকেড়ী বিক্রয়ে যত বিলাত-বাকী অনাদায় থাকে, খুচ্‌রা বিক্রয়ে তাহা অপেক্ষা অধিক অনাদায় থাকে।

* যাহারা ব্যবসায় করিবার জন্য খরিদ করে, তাহাদিগকে পাইকেড়, এবং তাহারা যে দরে খরিদ করে, তাহাকে পাইকেড়ী দর কহে।

ক্ষুদ্রদিগের ব্যবসায় চালাইবার খরচও কম পড়ে না; বরং অধিক টাকার কারবার অপেক্ষা অল্প টাকার কারবারে খরচের হার অধিকই পড়িয়া থাকে। এই সকল কারণে ক্ষুদ্র-ব্যবসায়ীদিগের অনেক লাভ না থাকিলে চলে না; এবং তাহাদিগের লাভের হারও ব্যবসায় বিশেষে প্রচলিত প্রথা-বিশেষ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পুস্তক এবং ঔষধ বিক্রয়ের বড় বড় কারবারেও নির্দ্দিষ্ট প্রথা অনুসারে লাভ গৃহীত হইয়া থাকে; মূলধনের প্রতিযোগিতা অনুসারে হয় না।

পঞ্চম পাঠ।

রাজ-কর।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমরা রাজাকে যে কর দিয়া থাকি, তাহা প্রকার-বিশেষের বেতন বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। যেমন শ্রমিকেরা ধনোৎপাদন-বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে, রাজাও সেই প্রকার আমাদিগের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষা করিয়া ধনোৎপাদনে সহায়তা করিয়া থাকেন। সেই সহায়তার বেতন বা মূল্য স্বরূপ রাজকর প্রদান করিতে হয়।

দেশে রাজশাসন না থাকিলে লোকের যে কত অমঙ্গল উপস্থিত হয়, তাহা কোন শাসন-হীন অসভ্য জনপদের বিবরণ পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে। তাদৃশ স্থানে প্রবলের

হইতে মুক্ত থাকিতে, লোকের অনেক সময়, অনেক পরিশ্রম ও অনেক যত্ন লাগিয়া থাকে; শত্রু তুল্য-বল হইলে যুদ্ধ করিবার আয়োজনে, অথবা, প্রবল হইলে, পলায়নের স্থান অনুসন্ধানে অনেক সময় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। নূতন জীলণ্ড দ্বীপের লোকে অনেকে একত্র হইয়া কোন দুরারোহ পর্ব্বতের অধিত্যকায় বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করে, এবং পার্ব্বতীয় লোকদিগের হস্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন ও তীক্ষ্ণমুখ কাষ্ঠ-বিশেষের বেষ্টন নির্ম্মাণ করিয়া রাখে। ইহাতেও তাহাদিগকে সর্ব্বদা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। লোক-সংখ্যানুসারে ধরিলে, সুশাসিত দেশের মৃত্যু-সংখ্যা অপেক্ষা তাদৃশ দেশে শতগুণ অধিক লোক প্রতিবৎসর কেবল শত্রু-হস্তে মৃত্যুমুখ দর্শন করে। সে সকল স্থানে লোকের অধিক সম্পত্তি নাই; সুতরাং সম্পত্তি নাশ অতি অল্পই হইয়া থাকে; কিন্তু তাহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহাই শত্রু কর্ত্তৃক বিলুণ্ঠিত বা অপহৃত হইয়া যায়। তথাকার লোকে অনেক পরিশ্রম করিয়া আপনাদিগের রক্ষাবিধানার্থ যত্ন করিলেও নিরাপদ্ থাকিতে পায় না।

রাজশাসন দ্বারা এই সকল দুর্দ্দশার প্রতীকার হইতে পারে। প্রজাদিগকে রক্ষা করা শাসনকর্ত্তাদিগের কার্য্য। তাঁহারা সেনা ও রণতরী রাখিয়া বৈদেশিক শত্রু, স্থল ও জলদস্যু, বলবন্ত তস্কর ও বিদ্রোহীদিগের অত্যাচার নিবারণ করেন; সামান্য অপরাধীদিগকে ধরিবার জন্য প্রহরী,

দারোগা প্রভৃতি নিযুক্ত রাখেন; অপরাধের বিচার করিবার জন্য বিচারালয় ও বিচার-কর্ত্তা রক্ষা করেন; এবং দোষীদিগকে আবদ্ধ রাখিবার উদ্দেশে কারাগার সংস্থাপন করেন। ফলতঃ প্রজাদিগকে নিরাপদ্ ও দেশের শান্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তৎসমুদায়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

দেশ-রক্ষার্থ এই প্রকার যত অনুষ্ঠান হয়, সেই সকলের ব্যয় নির্ব্বাহ প্রজাদিগের ধন দ্বারা হইয়া থাকে; এবং সেই সকল অনুষ্ঠান প্রজাদিগের উপকার জন্যই হয় বলিয়া তাহাদিগেরও তদ্বিষয়ক ব্যয় নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যতা অনুসারে আমরা রাজকর প্রদান করিয়া থাকি। অতএব রাজকর, দেশ-শাসন ও সংরক্ষণের মূল্য। দস্যুদিগের অত্যাচার হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিবার জন্য অরাজক দেশের লোকে যে বেতন দিয়া অস্ত্রধারী রক্ষী-পুরুষ নিযুক্ত করে, সুশাসিত দেশের লোকে সেই বেতনের স্থলে রাজকর প্রদান করিয়া থাকে।

এই প্রকার কর-প্রদান ও তদ্বিনিময়ে রাজদত্ত সহায়তা লাভের ব্যবস্থা না থাকিলে আমরা আপনাদিগের রক্ষা বিধানার্থ আপনারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। এখন যেরূপ অল্প ব্যয় করিয়া রাজদত্ত সাহায্য পাইয়া নিরাপদ্ রহিয়াছি, তখন তাহা অপেক্ষা বহু ব্যয়ে অস্ত্রধারী রক্ষী-পুরুষ নিযুক্ত রাখিয়াও বিপদ্-শূন্য হইতে পারিতাম না; উত্তম উত্তম খাদ্য পরিধেয় প্রভৃতি সংসারের যে সকল

সুখসাধক সামগ্রী এখন অল্পব্যয়ে ভোগ করিতেছি, তখন অপেক্ষাকৃত অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াও তৎসমুদায় সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতাম না। ফলতঃ রাজশাসিত দেশ হইতে অরাজক দেশের রক্ষাবিধান-প্রণালী এতই অসম্পূর্ণ যে, অনেক দেশের অনেক যথেচ্ছাচারী ভূপতি কর্তৃক তত্তদ্দেশের যত অনিষ্ট হইয়াছে, রাজবিহীন দেশে তাহা অপেক্ষা অধিক অমঙ্গল হইয়া থাকে। পুরাবৃত্তে পাঠ করা যায়, রোম রাজ্যের কোন কোন সম্রাট্ অতি নৃশংস ছিলেন; তাঁহারা অনেক নির্দ্দোষ লোকের সর্ব্বনাশ ও প্রাণবিনাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু নবজীলণ্ড অথবা অন্য রাজহীন অসভ্য জনপদে এক বৎসরের মধ্যে যত লোকের প্রাণ নিহত ও সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়, তথাকার লোকসংখ্যা অনুসারে বিবেচনা করিলে রোম-রাজ্যে অতি দুরাত্মা সম্রাটের কালে দশ বৎসরের মধ্যেও তত লোকের জীবন-হানি ও সম্পত্তি-ক্ষতি হয় নাই।

এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল, অন্য সামগ্রীর মূল্যের ন্যায় সম্পত্তি ও শরীর রক্ষার মূল্য বা বেতন স্বরূপ আমরা রাজকর প্রদান করিয়া থাকি।

কিন্তু ঐ উভয়বিধ মূল্য দানের রীতি-গত বৈলক্ষণ্য আছে। অন্যান্য সামগ্রীর মূল্য প্রদান লোকের ইচ্ছার উপরি নির্ভর করে; কিন্তু সকলকেই রাজকর দিতে বাধ্য হইতে হয়। যদি আমাদিগের অন্যের নিকট হইতে বস্ত্র ক্রয় করিবার অভিলাষ না হয়, এবং আপনাদিগের বস্ত্র

আপনারা প্রস্তুত করিয়া লইতে ইচ্ছা করি, তাহা করিতে পারি ; অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় পক্ষেও ঐ নিয়ম খাটে ; কিন্তু রাজকর প্রদান বিষয়ে সে নিয়ম চলে না। যদি কেহ এরূপ কহে যে, "আমি আপনার শরীর ও সম্পত্তি আপনি রক্ষা করিব ; রাজনিযুক্ত সেনা, রণতরী, থানা বা বিচারকের সহায়তা-প্রার্থী নহি ; অতএব রাজকর প্রদান করিতে চাহি না ;" তাহা হইলে, তাহার এই উত্তর দেওয়া উচিত যে, "অরণ্যে গিয়া বন্য জাতির সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের ন্যায় আপনার সম্পত্তি ও শরীর রক্ষা কর ; কিন্তু যত দিন আমাদিগের সহিত রাজশাসিত দেশে বাস করিবে, ততদিন অনিচ্ছা হইলেও রাজসহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। বৈদেশিক শত্রু দেশ লুণ্ঠন করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে যে সকল রণতরী ও সেনা আছে, তদ্দ্বারা সকলেই রক্ষিত হইতেছে ; আইন, বিচারক ও বিচারালয় দ্বারা তস্কর ও দস্যুদিগের হস্ত হইতে যেমন আমরা নিরাপদ্ আছি, তুমিও সেইরূপ নির্ব্বিঘ্নে রহিয়াছ। অতএব রাজা, যেমন ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তোমার শরীর ও সম্পত্তি রক্ষায় সহায়তা করিতেছেন, তেমনি তোমাকেও ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই সহায়তা দানের ব্যয়ানুকূল্য করিতে হইবে। যদি উহা তোমার অভিলষণীয় না হয়, তবে দেশ-ত্যাগ করিয়া কোন অরণ্যে গিয়া কালাতিপাত কর"

ফলতঃ যদবধি কোন ব্যক্তি রাজশাসিত দেশে বাস করে, তদবধি তাহার রাজার বশীভূত হওয়া এবং কর-প্রদান

করা সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগত। প্রত্যেক ব্যক্তির কত কর দিতে হইবে, তাহা রাজা স্থির করিয়া দেন; সুতরাং ঐ বিষয়েও অন্যান্য বিষয়ক মূল্য বা বেতন দান হইতে ভিন্নতা দেখা যায়। যখন আমাদিগের বেতন দিয়া কোন লোক নিয়োগ করিবার অভিলাষ হয়, তখন বেতনের পরিমাণ আমরা আপনারা স্থির করিতে পারি; যদি আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট বেতনে কোন ব্যক্তি কর্ম্ম করিতে স্বীকার না করে, তাহা হইলে আমরা অপরকে নিয়োগ করিতে সমর্থ হই। কিন্তু সম্পত্তি ও শরীর রক্ষার্থ কত কর দিতে হইবে, তাহা স্থির করা আমাদিগের ইচ্ছার উপরি নির্ভর করে না। রাজা স্বয়ং তাহা নির্দ্ধারণ ও আদায় করিয়া থাকেন। এরূপ করাও অন্যায় নহে; দেশের শাসন-প্রণালী রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র বা কুলীনতন্ত্র যে কোন প্রকার হউক, কর নির্দ্ধারণ এবং সংগ্রহ বিষয়ে শাসন-কর্ত্তাদিগের ক্ষমতা থাকা আবশ্যক; তাহা না থাকিলে দেশ-রক্ষা-কার্য্য সম্যক্ নির্ব্বাহিত হয় না। কিন্তু অনেক স্থলে শাসন-কর্ত্তারা এই ক্ষমতার কুব্যবহার করেন। দেশ শাসন ও রক্ষা করিবার জন্য যত করের প্রয়োজন তাঁহারা তদতিরিক্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমরা যে কর প্রদান করিয়া থাকি, তাহার কিয়দংশ উপস্থিত বৎসরের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য এবং কিয়দংশ পূর্ব্ব

পূর্ব্ব বৎসরের ঋণ-পরিশোধে শেষিত হয়।* পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের যুদ্ধ বিগ্রহে যে ব্যয় হইয়াছিল, তাহা সেই সেই বৎসরের কর দ্বারা নিষ্পন্ন হয় নাই; তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে ঋণ করিতে হইয়াছিল, সেই ঋণের সুদ দিতে অনেক টাকা লাগিতেছে। গবর্ণমেণ্ট তৎকালে যে সকল টাকা ধনী বণিক ও অপরাপর ব্যক্তিদিগের নিকট কর্জ্জ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বৎসর বৎসর শতকরা এত টাকা হিসাবে সুদ দিব বলিয়া অঙ্গীকার-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন; ঐ অঙ্গীকারপত্রকে গবর্ণমেণ্ট-প্রমিসরী-নোট কহে।

* যত ইচ্ছা তত টাকার গবর্ণমেণ্ট প্রমিসরী-নোট পাওয়া যায় না। ১০০, টাকার ন্যূনে উহা পাইবার নিয়ম নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্টকে অল্প টাকা কর্জ্জ দিবার এক উপায় আছে। কলিকাতা নগরে এবং প্রত্যেক জেলার রাজ-ভাণ্ডারে এবং ডাকঘর সমূহে সেবিংস ব্যাঙ্ক নামক গবর্ণমেণ্টের ধনাগার আছে। ঐ ব্যাঙ্কে অতি অল্প টাকাও জমা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ঐ টাকা গবর্ণমেণ্ট ঋণস্বরূপ গ্রহণ করেন, এবং তজ্জন্য কিছু সুদও দিয়া থাকেন। কোন দরিদ্র ব্যক্তি কোন প্রকারে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলে ঐ ব্যাঙ্কে তাহা জমা করিয়া দিতে পারে; তাহা হইলে সে গবর্ণমেণ্টের উত্তমর্ণরূপে গণিত হয়, এবং আমরা যে কর প্রদান করিয়া থাকি, তাহার কিয়দংশ ঐ টাকার সুদ স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে।

এই দেশ যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার-ভুক্ত ছিল, তখন কোম্পানি টাকা কর্জ্জ করিয়া যে অঙ্গীকার পত্র প্রদান করিতেন, তাহাকে কোম্পানির কাগজ কহিত। এখন মহারাণী কোম্পানির হস্ত হইতে

যুদ্ধ বিদ্রোহ দমনার্থ যে ধনব্যয় হয়, তাহা সর্ব্বতো-ভাবে নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং তদ্বিষয়ক ব্যয়ানুকূল্য জন্য আমাদিগকে অতিরিক্ত কর প্রদান করিতে হইলে আক্ষেপের বিষয় হইয়া উঠে। কিন্তু সে আক্ষেপ নিষ্ফল। প্রয়োজনানুসারে তাদৃশ কার্য্যে ধনব্যয় না করিলে রাজ্য-শাসন চলে না; সুতরাং রাজাকে তাহা করিতে হইয়া থাকে।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ১৮৫৭।৫৮ খৃঃ অব্দে যে বিদ্রোহ ঘটনা হয়, তাহার প্রশমনার্থ অনেক ব্যয় হইয়াছিল। ভূমি, আবগারি, ষ্ট্যাম্প প্রভৃতির উপরি কর দ্বারা যে টাকা আদায় হইয়াছিল, তাহাতে ঐ ব্যয় সম্পন্ন হয় নাই। অতএব গবর্ণমেণ্টকে ঋণ করিয়া তখন সে ব্যয়-নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। অনন্তর অনেক টাকা সেই ঋণের সুদ দানে ব্যয়িত হওয়ায় অন্যান্য বিষয়ক ব্যয়ের অকুলান হইয়া উঠে। সেই অকুলান পরিহার জন্য গবর্ণমেণ্ট ইন্‌কমট্যাক্স অর্থাৎ আয়ের উপরি কর নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের সময় সেই আয়-কর উঠিয়া গিয়াছিল; কিন্তু আবার কয়েক বৎসর হইতে আয়-কর গৃহীত হইতেছে। যত প্রকার ট্যাক্স গ্রহণ প্রণালী আছে তন্মধ্যে আয়ানুসারে ট্যাক্স গ্রহণ সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ। কিন্তু লোকে আপনাদিগের ধনাগমের

স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব এখন গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত তাদৃশ অঙ্গীকার-পত্রকে আর কোম্পানির কাগজ বলিয়া আখ্যাত করা উচিত নহে।

নিগূঢ় বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতে ভাল বাসে না; বিশেষতঃ ইহাতে কর-সংগ্রাহকদিগের অত্যাচারের সম্ভাবনা থাকে; এই জন্য লোকে আয়-করের উপরি অতিশয় অসন্তুষ্ট হয়, এবং এই জন্যই নিতান্ত আবশ্যক না হইলে উহা কোন দেশে প্রচলিত করা উচিত নহে *।

---

* ইন্‌কম্‌ ট্যাক্‌স প্রথমে এই নিয়মে আদায় হইত। যাহারা বার্ষিক দুই শত টাকা হইতে চারি শত নিরনব্বই টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিত, তাহাদিগের শতকরা ২ দুই টাকা হিসাবে ট্যাক্‌স দিতে হইত; আর যাহারা বার্ষিক ৫০০ টাকা বা তদধিক উপার্জ্জন করিত, তাহাদিগকে শতকরা ৪ টাকা হিসাবে ট্যাক্‌স দিতে হইত; কিন্তু ৫০০ টাকার ন্যূন আয়ে এক পরিবারের বার্ষিক ব্যয় নিতান্ত কষ্টে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই জন্য কিছু দিন পরে লোকে প্রথম প্রকার ট্যাক্‌স দানের দায় হইতে মুক্তি-লাভ করে। অনন্তর, যাহারা বার্ষিক ৫০০ টাকা বা তদপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিত, তাহাদিগকে শতকরা ৬ টাকা হিসাবে ট্যাক্‌স দিতে হইত। কিন্তু ইহাও লোকের পক্ষে দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ হইয়াছিল। বার্ষিক ৫০০ টাকা আয় দ্বারাও আমাদিগের দেশের এক পরিবারের কুলায় না। আমাদিগের দেশে স্বামী, স্ত্রী ও অল্পবয়স্ক পুত্র-কন্যা লইয়াই এক পরিবার হয় না। পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, ভাগিনেয়, ও তাহাদিগের পুত্র কলত্রাদি, পিতৃস্বসা, তাঁহার স্বামী ও সন্তানগণ, মাতুল ও তাঁহার সন্তান সন্ততি প্রভৃতি অনেক লোক এক পরিবার-ভুক্ত হইয়া থাকে; এবং অনেক স্থলে ইহারা এক জনের উপার্জ্জনের উপরি নির্ভর করিয়া দিনযাপন করে। অতএব বার্ষিক ৫০০ শত টাকায় তাদৃশ পরিবারের নিতান্ত কষ্টে কাল হরণ করিতে হয়। বিশেষতঃ যে যুক্তি অনুসারে ৪৯৯ টাকা আয়বান্‌ ব্যক্তি ট্যাক্‌সের দায় হইতে

কোন্ প্রকার করগ্রহণ প্রণালীর কি দোষ, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার বিচার করা সম্ভব নহে। অতএব, আমরা এই স্থলে পণ্ডিত এডাম্ স্মিথ্ সাহেবের প্রদর্শিত করগ্রহণের মূল নিয়ম চারিটির উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি।

প্রথম। প্রত্যেক প্রজার আপন আপন ক্ষমতানুসারে রাজ্য-রক্ষার ব্যয়ানুকূল্য করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ রাজদত্ত রক্ষার আশ্রয়, যে ব্যক্তি যে পরিমাণে লাভ করিয়া থাকে, সেই পরিমাণে তাহার কর দেওয়া উচিত *। এই নিয়মের অনুসরণে কর-গ্রহণের সমতা

মুক্তি পায়, এবং ৫০০ টাকা আয়বান্ ব্যক্তিকে ট্যাক্স দিতে হয়, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। যে ব্যক্তি ৪৯৯ টাকা আয় থাকা কালে ট্যাক্স স্বরূপ কিছুই দিতে সমর্থ বিবেচিত হইল না, ৫০০ টাকা আয় হইবা-মাত্র তাহার ২০ টাকা ট্যাক্স দানে সামর্থ্য হইল, ইহা বিবেচনা করা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। ফলতঃ কোন লোকের আয়ের যে ভাগ দ্বারা তাহার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা বাদ রাখিয়া অবশিষ্টের উপরি ট্যাক্স লওয়া উচিত।

আয়-কর প্রথমতঃ ৫ বৎসরের নিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও রাজকোষের অকুলান পরিহার না হওয়ায় প্রথমতঃ লাইসেন্স ট্যাক্স, তদনন্তর সার্টিফিকেট্ ট্যাক্স, নাম দিয়া ঐ কর আরও দুই বৎসরের নিমিত্ত প্রচলিত হয়। আবার, ১৮৬৯ খৃঃ অব্দ হইতে ইন্কম্ ট্যাক্স নামেই আয়-কর প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহার পর, গবর্ণর-জেনেরল লর্ড নর্থব্রুকের অনুগ্রহে উহা উঠিয়া যায়। এখন যে আয়-কর চলিতেছে, তাহাতে বার্ষিক ৫০০ টাকা হইতে ২০০০ পর্য্যন্ত আয়বান্ ব্যক্তিকে ফি টাকায় মাসিক চারি পাই হিসাবে এবং তাহার ঊর্দ্ধ আয়-বান্ ব্যক্তিকে ফি টাকায় মাসিক পাঁচ পাই হিসাবে আয়-কর দিতে হয়।

* আপন ক্ষমতানুসারে কর-প্রদান, আর রাজদত্ত রক্ষা-লাভের

রক্ষিত এবং ইহার অন্যথাচারে ঐ সমতা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়। প্রত্যেক ব্যক্তির যত কর, যে সময়ে এবং যে প্রকারে দিতে হইবে, তৎসমুদায় নির্দ্ধারিত থাকা আবশ্যক; না থাকিলে, করদাতাদিগকে অল্প বা অধিক পরিমাণে কর-সংগ্রাহকদিগের ক্ষমতাধীন হইতে হয়; এবং তেমন স্থলে সংগ্রাহকেরা অন্যায়-কর বা উৎকোচ গ্রহণ করিবার অনেক সুযোগ প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ করদান বিষয়ে কোন প্রকার অস্থিরতা থাকিলে লোকের যত কষ্ট হয়, কিয়ৎপরিমাণে অসমতা থাকিলে তত কষ্ট হয় না।

তৃতীয়। করদাতাদিগের যে সময়ে এবং যে প্রকারে করদান করা সুবিধা, সেই সময়ে ও সেই প্রকারে করা-দায় করা কর্ত্তব্য। ভূম্যধিকারীদিগের নিকট হইতে ভূমির কর গ্রহণ করিতে হইলে যে সময়ে তাঁহারা প্রজা-দিগের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিয়া থাকেন, সেই সময়ে উহা গ্রহণ করা উচিত। কোন প্রকার বিলাস-সাধন পণ্যের উপরি কর গ্রহণ করিতে হইলে ঐ কর প্রথমতঃ সেই দ্রব্যের ব্যবসায়ীর নিকট হইতেই গৃহীত হয়;

পরিমাণানুসারে কর-প্রদান, সমান কথা নহে। ধনবানেরা অধিক কর-প্রদানে সমর্থ; কিন্তু ইঁহারা রাজদণ্ড রক্ষার উপরি অধিক নির্ভর করেন না; দরিদ্রদিগের কর-দানের সামর্থ্য কিছুই নাই বলিলে হয়; কিন্তু ইহাদিগেরই আবার রাজার আশ্রয় লাভ ভিন্ন ক্ষণ মাত্র চলে না। যদি কোন কারণে কোন দেশে অরাজকতা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই দেশের দরিদ্রেরাই অগ্রে অরক্ষিত হইয়া পড়ে। যাহা হউক, আপন আপন ক্ষমতানুসারে কর প্রদান করা কর্ত্তব্য, ইহা নির্দ্দেশ করাই এডাম্ স্মিথ সাহেবের অভিপ্রায়।

কিন্তু যাহারা সেই দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে, বাস্তবিক তাহাদিগকেই ঐ দ্রব্যের মূল্যের সহিত ঐ কর দিতে হয়। অতএব, ব্যবহার-কর্ত্তারা যে সময়ে উহা ক্রয় করে, সেই সময়ে ব্যবসায়িদিগের নিকট হইতে ঐ কর গ্রহণের নিয়ম করা উচিত। তাহা হইলে ব্যবসায়ীরা কর-প্রদান করিবার সময়ে অথবা তাহার অল্পকাল মধ্যে ব্যবহারকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে; সুতরাং ঐ করদান জন্য ব্যবসায়ীদিগের কোন বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। ব্যবহারকর্ত্তাদিগেরও ঐ দ্রব্য ক্রয় করা না করা স্বীয় স্বীয় ইচ্ছার উপরি নির্ভর করে। এমত স্থলে তাহাদিগকে যে পরিমাণে ঐ কর দান করিতে হয়, তাহা তাহাদিগের ইচ্ছা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

চতুর্থ। প্রত্যেক কর এরূপে নির্দ্ধারিত ও আদায় করা উচিত যে, রাজকোষে কর স্বরূপ যত টাকা আইসে, প্রজাদিগের যেন তাহার বড় অধিক প্রদান করিতে অথবা ঐ কর দান জন্য অন্য কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়। চারি প্রকারে এই নিয়মের অন্যথাচার হইয়া থাকে; ১ম;—যে কর আদায় করিতে অধিক সংখ্যক লোক নিযুক্ত করিতে হয়, তাহার অনেক ভাগ সংগ্রাহকদিগের বেতন দানে ব্যয়িত হয়। তেমন স্থলে, প্রজাদিগের নিকট যাহা আদায় হয়, তাহার অল্পভাগ রাজকোষে আইসে। ২য়;—যে কর স্থাপন করিলে প্রজারা পরিশ্রম ও মূলধন অপেক্ষাকৃত অধিক লাভজনক কর্ম্ম হইতে অপসারণ করিয়া

অল্প লাভজনক কর্ম্মে প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়, তাহাতে প্রজাদিগের দত্ত যে অর্থ রাজকোষে গৃহীত হয়, তাহা প্রদান ব্যতীত তাহাদিগের আরও ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়া থাকে। মনে কর, যদি কোন প্রকার পণ্য-সামগ্রীর উপরি এত কর নির্দ্ধারিত হয় যে, তন্নিবন্ধন তাহার অতিশয় মূল্য বৃদ্ধি হইয়া লোকে আর পূর্ব্ব পরিমাণে তাহা ক্রয় না করে, তাহা হইলে সেই সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবসায়ে যত মূল-ধন প্রযুক্ত থাকে, লাভের খর্ব্বতা প্রযুক্ত তাহা ব্যবসায়ান্তরে নীত হয়। তেমন স্থলে, লোকে ঐ সামগ্রীর উৎপাদনে ও ব্যবসায়ে যে লাভ করিত, তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত কম লাভ জনক কার্য্যে আপনাদিগের পরিশ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া ক্ষতি সহ্য করে। তয়;— যে কর এত গুরুভার হয় যে, তৎপ্রদানের দায় হইতে মুক্তি কামনায় লোকে প্রতা-রণা অবলম্বন করে, এবং সেই প্রতারণার ফল-স্বরূপ অর্থদণ্ড বা অন্যবিধ দণ্ডগ্রস্ত হয়, তাহাতে তাহাদিগের নিয়মিত কর-দান অপেক্ষা আরও অধিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়া থাকে। আবার, সেরূপ কর-স্থাপন-হেতুক মূলধনের ক্ষয় হইলে মূলধন প্রয়োগ দ্বারা লোকসাধারণের যে উপকার হইত, তাহাও হইতে পায় না। ৪র্থ—যে কর আদায় জন্য সংগ্রাহকদিগকে লোকের করদান-সামর্থ্য বারংবার পরীক্ষা করিতে হয়, তাহাতে করদাতাদিগকে কষ্ট এবং অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়া থাকে।

এডাম্ স্মিথ্ প্রদর্শিত উপরি উক্ত নিয়ম চতুষ্টয় কার্য্য-

কালে যথাদিষ্ট পালিত হয় না। কিন্তু কর-নির্দ্ধারণ কার্য্যে ঐ সকল নিয়ম যত প্রতিপালিত হয়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ পাঠ।

বেতন বর্দ্ধন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে সপ্রমাণ করা গিয়াছে, রাজনিয়ম দ্বারা পরিশ্রমের বেতন-নির্দ্ধারণ-চেষ্টা, নিষ্ফল ও অনিষ্টকারী। রাজশক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াও কখন কখন শ্রামিকেরা দলবদ্ধ ও একমত হইয়া থাকে। ঘরামী, জোগাড়ে, বেহারা, ছুতার, দর্জ্জি, ধোবা প্রভৃতি কর্ম্মকরদিগকে সময়ে সময়ে এক-পরামর্শ হইয়া মজুরী বাড়াইতে দেখা যায়। মজুরী বাড়াইবার জন্য ঐ প্রকার ধর্ম্ম-ঘট অল্প স্থান ও অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে হইলে শ্রামিকদিগের চেষ্টা সফল হইয়া থাকে। কিন্তু সমুদায় দেশের মধ্যে ঐ প্রকারে মজুরী বৃদ্ধি কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। শ্রামিকদিগের সংখ্যা বাহুল্যে ঐক্য-চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যায়। আমাদিগের দেশে শ্রামিকদিগের ধর্ম্ম-ঘট করিবার প্রণালী বিশেষ প্রবল নহে;

অতএব তজ্জন্য এদেশে কোন বিশেষ অনিষ্ট ঘটনা হয় না। শ্রামিকদিগের ধর্ম্ম-ঘটের অত্যাচার ইউরোপের অনেক স্থানে বিশেষরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল শ্রামিক-দল দ্বারা যেরূপ অনিষ্ট হইয়া থাকে, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

ইলণ্ড এবং আয়র্লণ্ডে শ্রামিকদিগের যে সকল দল আছে, সচরাচর তাহারা এই নিয়ম চতুষ্টয় দ্বারা বদ্ধ থাকে। প্রথম দলস্থ সকলকেই তদধ্যক্ষদিগের আজ্ঞানুসারে চলিতে হইবে; দ্বিতীয়, কোন ব্যক্তি দল ছাড়া লোকের সঙ্গে অথবা দলের আজ্ঞা অবহেলাকারী কোন ব্যবসায়ীর কর্ম্ম করিতে পাইবে না; তৃতীয়, দলের নির্দ্দিষ্ট হারের ন্যূন বেতন লইয়া কেহ খাটিতে পাইবে না; চতুর্থ, সকলকেই দলের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য সাপ্তাহিক নিয়মে কিছু কিছু অর্থ প্রদান করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন কে কত কাজ করিবে এবং কে কত উপার্জ্জন করিবে তদ্বিষয়ক অনেকানেক নিয়মও প্রচলিত থাকে। সেই সকল নিয়ম অতিক্রম করিয়া দলস্থ কোন শ্রামিক কাজ করিতে পায় না

শ্রামিক-দলের অধ্যক্ষেরা কেবল শ্রামিকদিগকে নিয়মবদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত হয় না; ব্যবসায়ীদিগের উপরিও আজ্ঞা চালনা করে। অধ্যক্ষেরা, দলের অনুমতি না লইয়া কোন শ্রামিক নিয়োগ বা পরিত্যাগ, এবং দলের অনাদিষ্ট কোন নূতন পদ্ধতি অবলম্বন বা নূতন যন্ত্র ব্যবহার দ্বারা কর্ম্ম চালা-

হইতে ব্যবসায়ীদিগকে নিষেধ করিয়া থাকে; কোন ব্যবসায়ী, শ্রামিকদলের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে তাঁহার কার্য্যালয়ের শ্রামিকদিগকে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আসিতে আদেশ করে; শ্রামিকেরাও সেই আদেশ পালন করিয়া থাকে; কোন ক্রমে অন্যথাচার করিলে, তাহাদিগের যন্ত্রণার শেষ থাকে না। অনেক সময়ে অনেক বিরুদ্ধচারী শ্রামিককে দলাধ্যক্ষদিগের আদেশ অপালন জন্য প্রহৃত, অঙ্গীকৃত, বা নিহত হইতে হয়; ফলতঃ ঐ সকল দলের প্রভুতা এতই প্রবল যে, কোন ব্যবসায়ী বা শ্রামিক তাহাদিগের বিরুদ্ধচারী হইতে সাহসী হয় না।

যখন দুই এক জন ব্যবসায়ীর কার্য্যালয়ের শ্রামিক-দিগের উপরি কর্ম্মত্যাগের আদেশ হয়, তখন কর্ম্মত্যাগের পর তাহারা দলস্থ অন্যান্য লোকের উপার্জ্জিত বেতন হইতে জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ পাইয়া থাকে। দলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সাপ্তাহিক নিয়মে শ্রামিকদিগকে যে কিছু কিছু অর্থ প্রদান করিতে হয়, উহা তাহার এক কারণ।

কখন কখন এক সময়ে অনেক ব্যবসায়ীর কর্ম্মকর-দিগের উপরি কর্ম্ম পরিত্যাগের আদেশ হয়; তখন এককালে অনেক শ্রামিক নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়ে। তাদৃশ সময়ে নিষ্কর্ম্মাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ নিমিত্ত দলের যে সঞ্চিত অর্থ থাকে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের কোন ক্রমে যে কদিন চলিবার সম্ভব চলিয়া যায়। অনন্তর, প্রাণধারণ জন্য তাহারা আপনাদিগের গৃহ-সামগ্রী, বিছানা ও পরিধেয়-বস্ত্র বিক্রয়

করিতে বাধ্য হয়। কখন কখন বাসগৃহ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া চারি পাঁচ পরিবার একত্র হইয়া একখানি কুটীরে মস্তক দিয়া নিতান্ত কষ্টে কালহরণ করে। ঐ প্রকার কষ্ট-কালে, ইচ্ছা হইলে, তাহারা অনায়াসে পুনর্ব্বার কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কষ্টের প্রতীকার করিতে পারে; ব্যবসায়ীদিগের গৃহদ্বার তাহাদিগের সম্বন্ধে মুক্ত থাকে; কিন্তু তাহারা তথায় প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না। দলাধ্যক্ষদিগের অনুমতি ব্যতীত কোন শ্রামিক কর্ম্মাবলম্বন করিতে না পারে, এই উদ্দেশে অধ্যক্ষেরা দস্যু ও হত্যাকারী নিযুক্ত করিয়া রাখে। তাহাদিগের দ্বারা আক্রান্ত ও নিহত হইবার ভয়ে কোন শ্রামিক গোপনে কর্ম্মাবলম্বন করিতে পারে না। এই রূপে ক্রীতদাস অপেক্ষাও শ্রামিক-দিগের অধিক দুর্দ্দশা ঘটিয়া উঠে। দাসেরা নিতান্ত নির্দ্দয় প্রভুর হস্তে পড়িলেও সুস্থ ও সবল থাকিবার উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী পাইয়া থাকে; ইহাদিগের অদৃষ্টে তাহাও ঘটে না।

অতঃপর যখন তাহাদের আর কোন প্রকারে চলিবার যো না থাকে, এবং ব্যবসায়ীরাও তাহাদিগের বশীভূত না হয়, তখন দলাধ্যক্ষেরা তাহাদিগকে আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুমতি দেয়। তখন কদর্য্য আহার, সঙ্কীর্ণ ও জনাকীর্ণ স্থানে বাস, এবং নানা প্রকার মানসিক কষ্ট-সম্ভূত-রোগের হস্ত হইতে যাহারা কোন ক্রমে নির্ম্মুক্ত থাকে, তাহারা ম্লান-মুখে ও শীর্ণকায়ে পূর্ব্ব কর্ম্ম অবলম্বন করিতে গমন করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দলাধ্যক্ষরা, ব্যবসায়ীদিগকে স্বমতে আনিবার চেষ্টায় নিষ্ফল-হইলে যে ফলোদয় হয়, তাহা বর্ণিত হইল। যদি ঐ চেষ্টা সফল হয়, তাহা হইলে তজ্জনিত অনিষ্টাপাত, নিষ্ফল-চেষ্টা-সম্ভূত অনিষ্ট অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। দলের নিয়মানুসারে শ্রামিকদিগের মধ্যে কেহ সচ্চরিত্রতা জন্য অন্যাপেক্ষা লাভভাগী অথবা কুচরিত্রতা জন্য কর্ম্ম-চ্যুত হয় না; তাহাদিগের পরস্পরের কর্ম্মদক্ষতারও কোন বিচার হয় না; যাহারা বিশেষ কর্ম্মপটুতা লাভ করিয়াছে, সামান্য কর্ম্মকরদিগের সহিত তাহাদিগের সমান বেতনে কাজ করিতে হয়: সুতরাং ভাল করিয়া কাজ করিতে কাহারও উৎসাহ থাকে না। এইরূপে তাহাদিগের কার্য্য-দক্ষতা, পরিশ্রমশীলতা ও সচ্চরিত্রতা লাভের বিঘ্ন ঘটিয়া উঠে। এদিকে ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত বেতন দান ও অপটুকর্ম্মকর দ্বারা কর্ম্ম করাইয়া লইতে বাধ্য হয়, সুতরাং তাহাদের ব্যবসায় অলাভজনক হইয়া পড়ে। কাহার কাহার ব্যবসায়ের পতন হয়; কেহ কেহ ব্যবসায় পরি-ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, অথবা যেখানে শ্রামিকদিগের তাদৃশ অত্যাচার নাই, সেই স্থানে গমন করে।

ব্যবসায়ীরা স্থানত্যাগ করিলেও শ্রামিকেরা সেখান-কার সেই স্থানেই থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নূতন প্রকার ব্যবসায় শিক্ষা করিতে যত্ন করে; কিন্তু তাহারা যে ব্যবসায় শিক্ষা করিতে যায়, সেই ব্যবসায়ের

শ্রামিকেরা তাহাদিগের সেই শিক্ষা-চেষ্টার অন্তরায় হয়। ইহারা আপনাদিগের লাভের খর্ব্বতা নিবারণ জন্য সমান-ব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেয় না ; সুতরাং নিকর্ম্মা শ্রামিকেরা কেহ পরোপজীব্য, কেহ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া একান্ত দুর্গত হইয়া পড়ে।

আয়র্লণ্ডের সুবিখ্যাত ডব্লিন্‌নগর এক সময়ে জাহাজ নির্ম্মাণ জন্য অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল ; কিন্তু ঐ প্রকার দলের উৎপাতে ঐ জাহাজ-নির্ম্মাতাদিগের মধ্যে অনেকের ব্যবসায়ের পতন হইয়া যায় ; এবং যাহারা সে বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারা স্থানত্যাগ করিয়া কেহ কেহ লিবরপুরে, কেহ বা লণ্ডনে গমন করে। গৃহ-সজ্জা নির্ম্মাণ-বিষয়েও পূর্ব্বে ডব্লিন্‌নগর বিখ্যাত ছিল ; কিন্তু এখন তথাকার গৃহ-সজ্জার অধিকাংশ ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হয়। শ্রামিকদিগের ঐরূপ দৌরাত্ম্যে আয়র্লণ্ডের অনেক স্থান হইতে অধিকাংশ ব্যবসায়ী অন্যান্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে ; সুতরাং সেই সকল ব্যবসায়ীদিগের কর্ম্মালয়ে কাজ করিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদিগকে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কিন্তু, আয়র্লণ্ডে ভূমির পরিমাণ গ্রাহক-সংখ্যা অপেক্ষা ন্যূন হইয়া পড়িয়াছে ; সুতরাং তথায় ভূমিপ্রাপ্তি জন্য সর্ব্বদা বিবাদ বিসংবাদ ও হত্যা-ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।

অতএব দেখ, বেতন বৃদ্ধি জন্য ধর্ম্ম-ঘট দ্বারা দেশের কত দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। ফলতঃ যে দেশে লোকের

সম্পত্তি, সময়, বল ও বিদ্যা প্রয়োগ বিষয়ে অন্যের কর্তৃত্ব থাকে, সেখানকার লোকে কুৎসিত রাজশাসন এবং পরাধীনতার সমুদায় কষ্টই ভোগ করে। কিন্তু যে দেশের লোকে অন্যের অনিষ্ট না করিয়া যাহার যেরূপ ইচ্ছা, সেই রূপে আপন আপন ধন, সময় ও জ্ঞান প্রয়োগ করিতে পারে, সেই দেশের লোকই স্বাধীনতার সুখভোগ করিয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রমজীবীরা ঐক্যবন্ধন দ্বারা শ্রমের বেতন বৃদ্ধি চেষ্টা করিলে যে ফলোৎপত্তি হয়, তাহা বর্ণিত হইল। একণে যে উপায়ে বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করা যাইতেছে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, শ্রমজীবী লোকের সংখ্যা এবং বৈতনিক ধনের পরিমাণ এই উভয় দ্বারা বেতনের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে; অতএব বেতন বর্দ্ধন করিতে হইলে, বৈতনিক ধন-পরিমাণ বর্দ্ধিত অথবা শ্রামিকের সংখ্যা ন্যূন করিতে হয়। এই দুই উপায়ের মধ্যে প্রথমোক্ত উপায় দ্বারা অভিলাষ সম্পন্ন করিতে পারিলে উহাই গ্রহণীয় হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, ঐ উপায় দ্বারা চিরকাল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, পৃথিবীই সমুদায় ধনের আকর; লোক-সমাজে যত সম্পত্তি দেখা যাইতেছে, সমুদায়ই পরিশ্রম দ্বারা পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মনুষ্য কেবল বুদ্ধি ও পরিশ্রম করিবার শক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন; তাঁহাকে প্রতিপালন করিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তৎসমুদায় ধরিত্রীগর্ভ হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। ঐ সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে অন্নই প্রধান। অন্নের অভাব ও বাহুল্যানুসারে অন্যান্য প্রয়োজনের অভাব বা বাহুল্য হইয়া থাকে। কৃষক, পরিশ্রম করিয়া পৃথিবী হইতে অন্ন উত্তোলন করে, এবং আপনার ভোজনোপযোগী রাখিয়া দিয়া অতিরিক্ত ভাগ দ্বারা অন্যান্যের নিকট হইতে অপরাপর সামগ্রী গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ অতিরিক্ত ভাগ গ্রহণ করিবার অভিলাষে, তন্তুবায় বস্ত্র-বয়ন করে, সূত্রধর খাট চৌকি গড়ে, জালজীবী মৎস্য ধারণ করে, চিকিৎসক চিকিৎসা করিয়া থাকেন, শিক্ষক শিক্ষা প্রদান করেন, এবং রাজা রাজ্য-শাসন করেন। ইঁহারা কেহই স্বহস্তে লাঙ্গল ধারণ করিয়া ভূমি কর্ষণ করেন না, তথাচ, কৃষকের নিকট হইতে অন্ন পাইয়া থাকেন। কিন্তু যদি কৃষকের পরিশ্রম দ্বারা তাহার আপনার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্ন উৎপাদিত না হয়, তাহা হইলে সে তাহা অন্যকে প্রদান করিতে পারে না। তেমন হইলে সকলকেই স্বহস্তে লাঙ্গল ধারণ করিয়া অন্ন উপার্জ্জন করিতে হয়; পৃথিবীর যে সৌভাগ্য দশা লক্ষিত হইতেছে, তাহা দেখা যায় না।

কৃষক, স্বোপার্জ্জিত অন্নের কিয়দ্ভাগ আপনার পোষণার্থ রাখিয়া অপর ভাগ দ্বারা অপরাপর লোকের পরিশ্রম ক্রয় করিতে পারে; আবার, যদি সেই সকল লোকে কৃষকের নিকট এত অন্ন লইতে পারে যে, তাহাদিগের চলিয়া উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইলে তাহারাও ঐ উদ্বৃত্ত ভাগের অংশ দিয়া অন্যান্য লোকের পরিশ্রম ক্রয় করিতে সমর্থ হয়। এই রূপে অন্নের যে ভাগ পরিশ্রম বিনিময়ে পাওয়া যাইতে পারে, তাহাই বৈতনিক-ধন মধ্যে প্রধান। যে দেশে ঐ প্রকার ধন অধিক থাকে, এবং শ্রমজীবী লোক-সংখ্যা ন্যূন হয়, সে দেশে শ্রমজীবীরা অধিক বেতন* পায়; ঐ ধন অল্প হইলে বেতন ন্যূন হইয়া থাকে। তাহা হইলেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পৃথিবী হইতে উৎপাদিত অন্নের পরিমাণ ও লোক-সংখ্যার উপরি পরিশ্রমের বেতন নির্ভর করিয়া থাকে।

উত্তর-আমেরিকা প্রভৃতি যে সকল জনপদে বর্ত্তমান কালের উন্নত জ্ঞান ও বিদ্যার বিলক্ষণ প্রচার আছে, অপরিমিত অনধিকৃত উর্ব্বরা ভূমি পতিত রহিয়াছে, এবং

---

* পরিশ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ প্রদত্ত হয়, লোকে সচরাচর তাহাকেই বেতন কহে। কিন্তু খাদ্য সামগ্রী দুর্মূল্য হইয়া সেরূপ বেতন-বৃদ্ধি হইলে শ্রামিকের কোন লাভই হয় না। অতএব, বেতন-বৃদ্ধি বিবেচনা স্থলে শ্রম বিনিময়ে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহা ধরিয়া বিচার না করিয়া সেই অর্থ দ্বারা যে পরিমিত খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায়, তাহাই ধরিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য।

লোকদিগের ধনসঞ্চয়ের বিলক্ষণ বাসনা আছে, সেখানে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি সহকারে বৈতনিক অন্নেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ স্থানে যত লোক জন্মে, তাহারা অন্যান্য শ্রমজীবীর বেতনের ন্যূনতা না করিয়া অনায়াসে উপযুক্ত বেতন লাভ করিতে পারে। কিন্তু যে সকল প্রাচীন অধিবাসিত দেশ লোক-পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; যেখানকার প্রায় সমুদায় ভূভাগ আবাদ হইয়া উঠিল; সেখানে সেই আবাদী ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৰ্দ্ধন দ্বারা বৈতনিক অন্ন বৃদ্ধি করাই সেই দেশের লোকসংখ্যা প্রতিপালনের প্রধান উপায়।

কিন্তু কোন স্থানের লোক-সংখ্যা যে পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হয়, পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি সে পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জন্ম মৃত্যু হিসাব করিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, নিতান্ত দীর্ঘকাল ধরিলেও ২৫ বৎসরের মধ্যে দেশের লোক সংখ্যা দ্বিগুণিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি সে পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হয় না। এখন যে পরিশ্রমে যে পরিমিত শস্য উৎপাদিত হইতেছে, তাহার দ্বিগুণ পরিশ্রম করিলে দ্বিগুণ শস্য উৎপাদিত হয় না। এক জনের পরিশ্রমে যে ভূমি হইতে দশ জনের আহার-সামগ্রী উৎপাদিত হয়, সেই ভূমিতে দুই জন লোকে পরিশ্রম করিলে কুড়ি জন লোকের আহার-সামগ্রী উৎপাদিত হয় না; তাহা অপেক্ষা অনেক কম হইয়া থাকে। আবার, তিন জন পরিশ্রম করিলে তাহা অপেক্ষা আরও

কম হারে শস্য উৎপন্ন হয় ; অতএব এক ভূমিতে ক্রমশঃ অধিক পরিশ্রম প্রয়োগ দ্বারা তাহার উৎপাদিকাশক্তি বর্দ্ধন করিতে চেষ্টা করিলেও ক্রমে ক্রমে তাহার উৎপন্নের হার এত ন্যূন হইতে পারে যে, পরিশেষে এক জনের পরিশ্রমে পৃথিবী হইতে একজন অপেক্ষা অধিক লোকের আহার-সামগ্রী জন্মে না। তেমন অবস্থায় কেহই কিছু সঞ্চয় করিতে পারে না ; সুতরাং সঞ্চিত ধন অভাবে কেহই শ্রমজীবী লোক নিয়োগ করিতে সমর্থ হয় না: ভোজননির্ব্বাহ জন্য সকলকেই স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিতে হয়।

সংসারের এমত অবস্থা কখন উপস্থিত হইবে কি না, তাহা স্থির করিতে পারা যায় না ; কিন্তু ইহা দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে যে পরিশ্রম দ্বারা যে পরিমিত শস্য পাওয়া যাইত, এখন আর সে পরিশ্রমে সে পরিমিত শস্য পাওয়া যাইতেছে না ; অতএব পৃথিবীর প্রভূত ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদৃশ ভীষণ অবস্থা ঘটিবার সূচনা লক্ষিত হইতেছে, একথা বলা যাইতে পারে। এ দেশের ভূমি স্বভাবতঃ অতিশয় উর্ব্বরা ; এবং এখানে অদ্যাপি অনেক ভূমি পতিত রহিয়াছে ; অতএব এ দেশে এখন যত শস্য উৎপন্ন হইতেছে, অধিক পরিমাণে পরিশ্রম প্রয়োগ এবং কৃষি বিদ্যার উন্নতি দ্বারা তদপেক্ষা অধিক শস্য জন্মিতে পারিবে ; কিন্তু সেরূপ হইলেও লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিরকালই যে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, বর্ত্তমান কালের অবস্থা দেখিয়া এমত আশা করা যাইতে পারে না।

অনেকে ভাবিতে পারেন, মনুষ্য কেবল মুখ ও উদর লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন না; তিনি হস্ত লইয়াও আসিয়া থাকেন। এই বিশাল পৃথিবীতে পরিশ্রম করিয়া জীবন ধারণ করা সম্ভব না হইলে জগদীশ্বর তাঁহাকে কখনই প্রেরণ করেন না। পৃথিবী যদি অসীম হইত, অথবা যে পরিমাণে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, পৃথিবীর উৎপাদিকা-শক্তি যদি সেই পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারা যাইত, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ঐ কথা সঙ্গত হইতে পারিত। কিন্তু পৃথিবী অসীম নহে; এবং লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি অনুসারে পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তিও বর্দ্ধিত করিতে পারা যায় না; অতএব, পৃথিবী যত লোক উপযুক্তরূপে প্রতিপালন করিতে সমর্থ, তদপেক্ষা লোক-সংখ্যা অধিক হইলেই, উপযুক্ত আহার ও স্বচ্ছন্দাবস্থান অভাবে অনেক লোক মরিয়া যাইবে। অস্বাস্থ্যকর ব্যবসায় অবলম্বন, অপরিমিত পরিশ্রম, রোগজনক স্থানে বাস, অনুপযুক্ত আহার, সন্তানগণের অপালন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি নানা কারণে নিয়তই লোক-সংখ্যার হ্রাস হইতেছে। উপযুক্ত ধনাভাব জন্যই ঐ প্রকার অনেক কারণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

লোক-সংখ্যা বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে না পারিলে, বৈতনিক ধন বর্দ্ধন দ্বারা বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা, অভীষ্ট-সিদ্ধির উপায় নহে। তাহা

হইলেই, বৈতনিক ধন দ্বারা যত শ্রামিক উপযুক্তরূপে প্রতিপালিত হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা তাহাদিগের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে না দেওয়াই, উপযুক্ত বেতন প্রাপ্তির প্রশস্ত উপায় বলিয়া বোধ হয়।

যদিও এদেশে কৃষিবিদ্যার উন্নতি দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, যদিও এদেশে এখন ধনাগমের নানা প্রকার পথ আবিষ্কৃত হইতেছে, যদিও এখানকার বড় বড় জমীদারের গৃহে যে সকল ধনরাশি নিরুদ্ধ রহিয়াছে, তৎসমুদায়ের উপযুক্ত রূপ প্রয়োগ হইলে ধনাগমের আরও অনেক উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারিবে, যদিও বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি সহকারে নানা প্রকারে বহুল পরিমাণে অন্নের সংস্থান হইবে, এরূত আশা করা যাইতে পারে, এবং যদিও এই প্রকার যে যে উপায় দ্বারা আপাততঃ পরিশ্রমের বেতন উচ্চ হওয়া সম্ভব, তৎসমুদায় অবলম্বিত হইতে আরব্ধ হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিতীয় উপায় কোন ক্রমেই পরিত্যাজ্য নহে।

কিন্তু কি রূপে দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। পীড়া বা অন্য কারণে মনুষ্য-সংখ্যা হ্রাস হইয়া যায়, বোধ হয়, কোন লোকেরই ইহা অভিলষণীয় নহে। অতএব, যাহাতে অল্প লোক জন্মে, এবং যাহারা জন্মে, তাহারা উপযুক্ত খাদ্য পরিধেয় প্রাপ্ত ও উপযুক্তরূপে প্রতিপালিত হইয়া দীর্ঘজীবী হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সেরূপ ব্যবস্থা দ্বারা শ্রমের

বেতনের উচ্চতা হওয়া ভিন্ন আরও অনেক লাভ আছে; তাহাতে উৎপন্ন সন্তানদিগের অপালন জন্য অকাল-মৃত্যু শোকে জনক জননীকে ক্লেশিত হইতে হয় না; এবং উহাদিগকে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত কিছুকাল যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহাও বাঁচিয়া যায়। যে ব্যক্তি অল্প বয়সে শরীর ত্যাগ করে, সে সংসারের ধনবর্দ্ধনে কিছুই আনুকূল্য করিয়া যাইতে পারে না; তাহাকে খাওয়াইবার পরাইবার ব্যয় নিষ্ফল হইয়া যায়। অতএব, যে অবধি লোকের উপযুক্তরূপে পরিবার প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা না জন্মে, সে অবধি ভার্য্যাগ্রহণ ও সন্তান উৎপাদন করা কর্ত্তব্য নহে।

অনেকে বিবেচনা করেন, দারগ্রহণ মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; নিয়ম-বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রী গ্রহণ না করিয়া থাকা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু সেরূপ বিবেচনা ভ্রান্তি-সঙ্কুল। মনুষ্য যখন যত্ন করিয়া অন্যান্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সংযত করিতেছেন, তখন চেষ্টা করিলে ভার্য্যা-পরিগ্রহ ইচ্ছা সংযত করিতে পারিবেন না, ইহা অসম্ভব বোধ হয়। কত স্থানে কত স্ত্রী ও পুরুষকে অবিবাহিত থাকিয়া নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে চিরজীবন অতিবাহন করিতে শুনা গিয়া থাকে। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সংযম্য না হইলে তাঁহারা কখনই তাদৃশ রূপে জীবন ক্ষেপণ করিতে পারিতেন না।

আবার, অনেকে সন্তানোৎপাদন মনুষ্যের ইচ্ছাসাধ্য বিবেচনা করেন না; পরমেশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা উহা সম্পন্ন

হয় বোধ করিয়া থাকেন। সন্তানোৎপাদন মনুষ্যের ইচ্ছাসাধ্য না হউক, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্তান জন্মে না, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। মনুষ্য বুদ্ধি-শক্তি বিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; কর্ত্তব্যকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে সকল কার্য্য করিতে হয়। যেমন অতি-ভোজন করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়; ক্রোধান্ধ হইলে জ্ঞানশূন্য হইয়া লোকের অহিত করিতে হয়; লোভপরতন্ত্র হইলে পরধন হরণে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার সমুচিত ফলভোগ করিতে হয়; তেমনি অনিয়মে দারগ্রহণ করিয়া সন্তানোৎপাদন করিলে দারিদ্র্য রূপ মহাদুঃখ ভোগ করিতে হয়। ফলতঃ পরিবার প্রতিপালনে ক্ষমতা না জন্মিলে বিবাহ করা অন্যায়; যেমন অবস্থা তদনুসারে সন্তানোৎপাদন করা কর্ত্তব্য; এই সকল বিষয় অদ্যাপি আমাদিগের দেশীয় লোকের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই; এবং যাবৎ তৎসমুদায় সকলের হৃদগত না হইবে, তাবৎ শ্রমের বেতন কখনই উচ্চ হইবে না। আমাদিগের দেশে দারগ্রহণ ও সন্তানোৎ-পাদন অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া লোকের বোধ আছে। ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও বিবাহক্রিয়া প্রধান সংস্কারের মধ্যে গণনীয়, এবং পুত্র মুখ নিরীক্ষণ না করিলে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ হয় না বলিয়া শাসন আছে। অতএব, সকলেরই স্ত্রীগ্রহণ ও সন্তানোৎপাদন বিষয়ে বিশেষ যত্ন হইয়া থাকে। পিতা মাতা, সন্তানের বিদ্যাপার্জ্জন প্রভৃতি গুরুতর আবশ্যক ব্যাপারে দৃষ্টি না করিয়া তাহাকে উদ্বাহ-

বন্ধনে সম্বদ্ধ করিয়া দিতে ব্যাকুল হন; জীবিত থাকিতে থাকিতে পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ ও জামাতা এবং পৌত্র ও দৌহিত্রের মুখদর্শন করিতে পারিলে, আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন। সন্তান-কামনায় কত লোককে কত প্রকার দৈবানুষ্ঠান জন্য কত অর্থ ব্যয় করিতে দেখা গিয়া থাকে। ফলতঃ বিবাহ বিষয়ক কর্ত্তব্য-বুদ্ধি লোকের এতই প্রবল যে, অনেকে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও আপনাদিগকে পরিণয়পাশে বদ্ধ করেন; বিবাহ করিয়া কি রূপে পরিবার প্রতিপালন করিবেন তদ্বিষয়ে কিছুই চিন্তা করেন না; তজ্জন্য অদৃষ্টের উপরি নির্ভর করিয়া থাকেন।

বিবাহ শব্দের তাৎপর্য্য-গ্রহ হইবার পূর্ব্বেই অনেক লোককে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইতে হয়। সুতরাং পরিবার প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইবেন কি না, তাঁহাদিগের সেরূপ বিবেচনা করিবার অবকাশলাভও হয় না। কেহ কেহ অন্যের প্রতিপাল্যাবস্থায় থাকিয়া সন্তান-জনক হইতে আরম্ভ করেন। কাহাকেও বা লেখা পড়া সমাপন করিয়া সংসার কার্য্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে পুত্রকলত্র প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিতে হয়; সে অবস্থায় যাহার পৈতৃক বিষয় থাকে, তিনি সহজে দিনযাপন করিতে পারেন; যাহার তাহা না থাকে, তাহার যাতনার পরিসীমা থাকে না। অন্যের আনুকূল্যের উপরি নির্ভর করিয়া তাহাকে চির-ক্লেশে কাল কাটাইতে হয়; এবং যাঁহারা তাহার আনুকূল্য করিতে বাধ্য হয়েন, তাঁহা-দিগকেও বিলক্ষণ কষ্ট-ভোগ করিতে হয়।

এদেশে পরিবারের মধ্যে কেহ উপযুক্ত হইয়া উঠিলে স্বসম্পর্কীয় অনেকে তাঁহার উপরি নির্ভর করিয়া থাকে; বিবাহ দিয়া তাহাদিগের বংশ রক্ষা বিষয়ে সহায়তা করাও তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া গণনীয় হয়। সাধ্যমত নিরাশ্রয়দিগকে আশ্রয় দান করা কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু সেই আশ্রয়-দান দ্বারা আলস্যের বর্দ্ধন করা কখনই কর্ত্তব্য বলা যায় না। আশ্রয় দিয়া আলস্য বৃদ্ধি করিলে আশ্রয়দাতার ধনোপার্জ্জন হইয়াও সুখভোগ ঘটিয়া উঠেনা; এবং আশ্রিত-প্রতিপালন জন্য পৃথিবীরও কোন উপকার হয় না।

আবার, এখানে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রবল থাকাতে প্রতিপালনাক্ষম মূর্খ ব্যক্তিদিগকে অনেকের কন্যাদান করিতে হয়। ঐ সকল লোকে না স্ত্রী পরিপালনে সমর্থ, না সন্তান প্রতিপালনে সক্ষম। যাঁহারা কুলীন মহাশয়দিগকে কন্যাদান করেন, তাঁহাদিগের প্রায় সকলকেই চিরজীবন কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী প্রভৃতির ভার বহন করিতে হয়। ফলতঃ বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্য-মর্য্যাদা এই দুই দারুণ অনিষ্টকর প্রথা বলবতী থাকাতে এখানকার অনেক ব্যক্তি বহু-পরিবার প্রতিপালন রূপ দুর্ব্বহভারে ক্লেশিত থাকিয়া পৃথিবীর দারিদ্র্যদশা বৃদ্ধি করিতেছেন। অতএব, অল্পাবস্থায় দারগ্রহণ ও সন্তানোৎপাদন দ্বারা দেশের দারিদ্র্য বর্দ্ধন না করিয়া পরিবার-প্রতিপালনের ক্ষমতা লাভ পূর্ব্বক বিবাহ করা উচিত। অনেকে বলিতে পারেন, বিবাহের সে রূপ নিয়ম হইলে অনেক লোক অবিবাহিত

থাকিবে, এবং অনেকের অধিক বয়স পর্য্যন্ত দারগ্রহে বিমুখ থাকিতে হইবে। এরূপ হইলে পৃথিবীতে ব্যভিচার দোষ অপেক্ষাকৃত প্রবল হইয়া উঠিবে। বিশেষতঃ সন্তান জন্মিলে তৎ-প্রতিপালন চেষ্টায় অনেক লোকে পরিশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে; অকৃতদার থাকিলে লোকের পরিশ্রম-প্রবৃত্তি তত উত্তেজিত হয় না; সুতরাং তাহাদিগের পরিশ্রম দ্বারা দেশের যে উপকার হইতে পারিত, তাহা হইতে পায় না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, অকৃতদারাবস্থাই ব্যভিচার দোষের কারণ নহে; কৃতদারদিগকেও ঐ দোষে লিপ্ত দেখা যায়। ক্রোধ, অর্জ্জনস্পৃহা, প্রভৃতি নিকৃষ্ট-বৃত্তি হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শীঘ্র অনিষ্ট হয় দেখিয়া লোকে তাহাদিগকে যত অনিষ্টকর ভাবিয়া সংযত রাখিতে চেষ্টা পায়, অদূরদর্শিতা প্রযুক্ত কাম প্রবৃত্তির কার্য্য তত দোষাবহ বলিয়া বিবেচনা করে না; ইহাতেই ব্যভিচার দোষের এত বাহুল্য দেখা যায়। সুতরাং বিবাহ বা অবিবাহ তদ্দোষের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ হইতে পারে না। ব্যভিচার দোষ গুরুতর পাপ বলিয়া লোকসমাজে গৃহীত হউক; এখন, লোকে চোর ও প্রতারককে যেমন ঘৃণা করিয়া থাকে, পারদারিকও সেই প্রকার ঘৃণা ও নিন্দার পাত্র হউক; তাহা হইলে অবশ্যই ঐ দোষের লাঘব হইবে। আর, অক্ষমাবস্থায় ভার্য্যাগ্রহণ জন্য কলহ ও গৃহ-বিচ্ছেদ হইয়া ব্যভিচার দোষের যে প্রকার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সংসার চালাইবার সামর্থ্য লাভ করিয়া দারগ্রহণ করিলে তাহা

হয় না। পরিবার-প্রতিপালন জন্য লোকে যেমন পরিশ্রম করিয়া থাকে, অকৃতদারদিগের সেরূপ পরিশ্রম প্রবৃত্তি হয় না, এই বাক্যের বিচার স্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যাহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকে, ধন সঞ্চয় করিতে না পারিলে সে বিবাহ করিতে পাইবে না, ইহা জানিলেই বিবাহ করিবার উদ্দেশে সেই ব্যক্তি পরিশ্রম করিবে, সন্দেহ নাই। বরং এখন, পরিশ্রম করিয়াও বহুপরিবার-পালনে অসমর্থ হইয়া অনেকে পরোপজীবা, চৌর্য্য, প্রতারণা প্রভৃতি যে সকল গুরুতর দোষে দোষী হইয়া থাকে, তখন সেই সকল দোষ ন্যূন হইয়া আসিবে।

নরওয়ে ও সুইজরল্যাণ্ড প্রভৃতি কোন কোন দেশে বিবাহের এমত নিয়ম প্রচলিত আছে যে, পরিবার-প্রতি-পালনের ক্ষমতা না জন্মিলে কেহ ভার্য্যা-গ্রহণ করিতে পায় না। জর্ম্মানির অন্তঃপাতী মেক্লেন্‌বুর্গ, সেক্‌সনি, ওয়ার্টেম্‌-বুর্গ, মিউনিক্‌ প্রভৃতি স্থানেও তাদৃশ নিয়ম প্রচলিত আছে। ঐ প্রকার নিয়ম প্রচলিত থাকাতে সেই সকল দেশ দারিদ্র-কষ্ট হইতে অনেক অংশে নির্ম্মুক্ত আছে। ইংলণ্ডের সুশি-ক্ষিত লোকেও দুর্ভেদ্য পরিণয়-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আপনাদিগের সঙ্গতি, ক্ষমতা ও ভাবি অবস্থার সকল ভাগ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন। এখন তাঁহারা সমাজ-মধ্যে যে শ্রেণীভুক্ত হইয়া রহিয়াছেন, পরিবার প্রতি-পালনের ব্যয়-ভারে দরিদ্র হইয়া তাহা হইতে অধোগত হইয়া পড়িবেন কি না? যাহাতে পরিবারদিগকে উচিতরূপে

প্রতিপালন করিয়া উঠিতে পারিবেন, এমন কোন বিষয় কর্ম্ম প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে কি না? যেরূপ কর্ম্ম প্রাপ্তির সম্ভাবনা, তাহার কষ্টকারিতা ও পরিশ্রমসাধ্যতা বিবেচনা করিলে সে কর্ম্ম অবলম্বন করা অপেক্ষা অবিবাহিত থাকা শ্রেয়ঃ-কর কি না? পিতার যেরূপ সন্তান প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, তাহা করিতে সমর্থ হইবেন কি না? বিবাহ করিবার পূর্ব্বে এই সকল গুরুতর বিষয় বিশেষ রূপে চিন্তা করিয়া থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, তাদৃশ চিন্তা এদেশের অতি অল্প লোকের হইয়া থাকে। অবিবেচিতরূপে ভার্য্যাগ্রহণনিবন্ধন এদেশের ভদ্র লোকদিগের অবস্থা ক্রমশঃই মন্দ হইয়া আসিতেছে, এবং সামান্য লোকদিগের কষ্টরাশি দিন দিন বর্দ্ধিত হই-তেছে। পূর্ব্বে আমাদের কতকগুলি সামাজিক নিয়ম দ্বারা লোক-সংখ্যা এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি কিয়ৎ পরিমাণে নিবারিত থাকিত। সহমরণ, বৈধব্য-স্বীকার, সবর্ণ-বিবাহ, প্রৌঢ়-বিবাহ, চিরকৌমার্য্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসাশ্রম প্রভৃতি সেই সকল ব্যবস্থা মধ্যে প্রধান। কিন্তু কালক্রমে প্রায় তৎসমুদায়ের লোপ হইয়া আসিয়াছে। নৈষ্ঠুর্য্য নিবারণোদ্দেশে ইংরাজ গবর্ণ-মেণ্ট সহমরণ নিষেধ করিয়াছেন; সমাজ-সংস্করণ উদ্দেশে বিধবার পুনঃ পরিণয় এবং অসবর্ণ বিবাহ ন্যায়ানুগত বলিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে; এবং অন্যান্য নিয়মগুলি পূর্ব্ব হইতেই লোপ পাইয়া আসিয়াছে। ফলতঃ যে সকল সামাজিক নিয়ম-প্রভাবে ভারতবর্ষ বহু প্রাচীন কাল হইতে লোকাধি-বাসিত হইয়াও অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইংলণ্ডাদির ন্যায়

অপরিমিত রূপে সন্তান প্রসব করিয়া অদ্যাপি আপনাকে পরোপজীবী করেন নাই, ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায়ের লোপ হইয়া বংশ-বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বৃদ্ধির অন্যান্য দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সহমরণ নিবারণ, বিধবার পুনঃ পরিণয়, অসবর্ণ-বিবাহ, অতি অল্প দিনের ব্যবস্থা; সুতরাং সে সকল দ্বারা অদ্যাপি লোক-সংখ্যা বর্দ্ধনে বিশেষ সাহায্য হয় নাই। কিন্তু অবিবেচিত রূপে দার-গ্রহণ পদ্ধতি দ্বারা লোক-সংখ্যা ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইয়া বিশেষ অনিষ্ট সম্ভূত হইয়াছে।

দেশের মধ্যে নিম্ন-শ্রেণীস্থ শ্রামিকের ভাগই অধিক; অতএব লোকসংখ্যা বৃদ্ধি সহকারে তাহাদিগেরই সংখ্যা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ রূপ সংখ্যা-বাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি বৈতনিক-ধন-পরিমাণ বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ তাহাদিগেরই বেতনের হার অপেক্ষাকৃত ন্যূন হইয়া পড়ে।

আবার, সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, সামান্য লোকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে অসমর্থ; তন্নির্ণয়ে তাহাদিগকে কখন চিন্তা করিতেও দেখা যায় না। তাহারা দেশের ভদ্র-লোকদিগকে যাহা করিতে দেখে, তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। কোন্ বিষয় কর্ত্তব্য, কোন্ বিষয় অকর্ত্তব্য, ইহা তাহাদিগকে বারংবার বুঝাইয়া না দিলে তাহারা বুঝিতে পারে না। কিন্তু পরিবার প্রতিপালনের উপায় না করিয়া বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে, ইহা তাহাদিগকে কে বুঝাইয়া দিয়া থাকে? বিবেচনা না করিয়া স্ত্রী-পরিগ্রহ পূর্ব্বক আপ-

নার ও সন্তানগণের কষ্ট সঞ্চয় করিবে কে তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া থাকে? বরং বহু-পরিবার-ভারগ্রস্ত-ব্যক্তি লোকের দয়ার পাত্র হয়। কোন ব্যক্তি সুরাপান দোষে দূষিত হইলে সাধুদিগের হেয় ও নিন্দনীয় হয়; কিন্তু কেহ বিবাহ ও সন্তানোৎপাদন করিয়া পরিবার প্রতিপালনে অসমর্থ হইলে তাঁহাদিগের অনুগ্রহ ও দয়াপ্রদর্শনের স্থল হইয়া থাকে।

ফলতঃ শ্রমজীবীর সংখ্যাবাহুল্যে শ্রমের বেতনের ন্যূনতা হয়, ইহা শ্রমজীবীদের হৃদ-গত করিয়া দিতে হয়। তাহারা উহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলে, যে শ্রমজীবী প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া সন্তান উৎপাদন করে, তাহাকে অন্যান্যেরা সমাজের অনিষ্টকারী বলিয়া বোধ করিবে। এবং কেহ কেহ এইরূপে সংসারের অহিতকারী বলিয়া বিবেচিত হইলে সকলেরই সন্তানোৎপাদন বিষয়ে সংযত হইয়া চলিতে যত্ন হইবে। লোকের প্রশংসা বা নিন্দা অনেক কার্য্যে আমাদিগের প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক হইয়া থাকে। পরিবার-প্রতিপালনাক্ষম ব্যক্তির স্ত্রীগ্রহণ ও সন্তানোৎপাদন নিন্দনীয় হইলে লোকে তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিয়া চলিবে, তাহাতে আর সংশয় কি?

অনেকে ভাবিতে পারেন, শ্রমের বেতন লোকসংখ্যার উপরি নির্ভর করে, শ্রমজীবীদিগকে ইহা বুঝাইয়া দিলেও কোন ফল দর্শিবে না। এই বিশাল পৃথিবীতে অনায়াসে ২। ৪ টি সন্তানের জীবিকানির্ব্বাহিত হইবে না, ইহা অসম্ভব

বোধ করিয়া কেহই সন্তানোৎপাদনে সংযত হইবে না। কিন্তু যেমন কোন সৈন্য দল হইতে একজন সেনা ছাড়িয়া গেলে যুদ্ধের কোন ক্ষতি হয় না, ইহা জানিয়াও যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করা নিতান্ত অপমানজনক বলিয়া সকল সেনাই অকুণ্ঠিত-চিত্তে রণ-ক্লেশ সহ্য করে, কেহই সেনাদল পরিত্যাগ করিয়া যায় না; সেই প্রকার, প্রতিপালনের ক্ষমতা না থাকিলে দারগ্রহণ ও সন্তানোৎপাদন অবমানকর হইয়া উঠিলে সকলেই তদ্বিষয়ে সংযত হইয়া চলিবে। কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া লোকে সন্তানোৎপাদন করে এমত নহে; কর্ত্তব্য বোধেও করিয়া থাকে।

উপযুক্তরূপে প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা অভাবে বহু সন্তানোৎপাদন দূষণীয়, এই মত প্রচলিত হইয়া উঠিলে স্ত্রীলোকেরাও সেই মতের পোষকতায় অগ্রসর হইবে। যেহেতু, শিশুসন্তান প্রতিপালনের ভার স্ত্রীদিগের উপরি বর্ত্তে; এবং সন্তানের সংখ্যা অধিক হইলে, স্ত্রী-দিগকেই অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। বহু পুত্র প্রসব করা ভাগ্যবতীর লক্ষণ বলিয়া প্রথিত আছে; সেইহেতু, স্ত্রীলোকে সন্তানজনন ও প্রতিপালন যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। কিন্তু বহু সন্তান প্রসব দোষাকর ও নিন্দনীয় জানিলেই তাহারা আর সে যন্ত্রণা সহ্য করিতে সম্মত হইবে না; তখন সন্তান-সংখ্যা বাড়াতে অল্প হয়, তাহাই তাহাদিগের প্রার্থনীয় হইয়া উঠিবে। ফলতঃ লোকসংখ্যার উপরি শ্রমের বেতনের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে, ইহা শ্রমজীবীদিগের অন্তঃকরণে প্রবুদ্ধ করিয়া

দিলেই তাহারা আপনাদিগের সংখ্যার ন্যূনতা রক্ষা জন্য যত্ন করিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ বিষয়টী তাহাদিগের হৃদগত করিয়া দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে। শ্রমজীবীরাও যে তদ্বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ এমত নহে। তাহারা বিলক্ষণ জানে যে, তাহাদিগের সংখ্যা-বৃদ্ধি হইলেই পরস্পরের প্রতিযোগিতা প্রযুক্ত তাহাদিগের বেতন ন্যূন হইয়া থাকে; এই জন্যই কোন স্থানে কোন প্রকার শ্রমজীবীসংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়; এবং যে স্থানে অনেক লোক এক প্রকার কর্ম্ম করে, সেখানে সেই প্রকার কর্ম্মকারী অন্য লোক যাইতে স্বীকৃত হয় না। পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে শ্রমজীবীদিগের যে সকল দলের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহারা সমান ব্যবসায়ী লোক সংখ্যা ন্যূন রাখিবার জন্য তৎকর্ম্মী অন্যান্য লোকের উপরি অত্যাচার করিয়া থাকে। ফলতঃ সকলেই জানে যে, আপন আপন কর্ম্মের ভাগী বৃদ্ধি হইলেই বেতন ন্যূন হয়; কিন্তু আপনারা বহুসন্তানোৎপাদন করিলে সন্তানদিগের কর্ম্মের ভাগী বৃদ্ধি হইয়া তাহাদিগের অমঙ্গল উপস্থিত হয়; ইহা বুঝিতে পারে না; অতএব যাহাতে তাহারা উহা বুঝিয়া তদনুসারে চলিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। নিম্ন লিখিত দুইটী উপায় অবলম্বন দ্বারা সেরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ শ্রমজীবী লোকের সন্তানগণের বিদ্যা শিক্ষার উপায়। ঐ উপায় অবলম্বন করিতে হইলে কি প্রণালীতে কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিলে অভীষ্ট-ফল

লাভ করা যায়, বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সে সকল বিষয়ের বিচার করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। এখন, এদেশে সাধারণ লোকের বিদ্যাশিক্ষা জন্য নানা প্রকার উপায় হইতেছে; অতএব দরিদ্রদিগের কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষণীয়, বিদ্যাধ্যাপন বিষয়ক কর্তৃপক্ষীয়েরা তৎসমুদায় সহজেই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা এস্থলে কেবল ইহাই বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছি যে, সাধারণ লোকদিগকে যে সকল কার্য্য অবলম্বন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, যে সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিলে ক্রমে ক্রমে তাহারা আপনাদিগের অবস্থা উন্নত করিতে পারিবে, এবং যে প্রকার সাংসারিক ব্যাপারের মধ্যগত থাকিয়া তাহারা কালহরণ করিবে, তত্তৎবিষয়ে যাহাতে তাহাদিগের বোধাধিকার জন্মে, শিক্ষাদান-ব্যবস্থা সেই রূপ হইলে ভাল হয়।

দরিদ্রদিগকে শিক্ষা-দান নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। দেশীয় ধনবানদিগেরও তদ্বিষয়ে সাধ্যানুসারে যত্ন করা কর্ত্তব্য। ঐ কার্য্যে সহায়তা করিয়া দরিদ্রদিগের অবস্থা উন্নত করিয়া দিতে পারিলে ধনবানদিগেরও অনেক উপকার আছে। ধনীমহাশয়রা দরিদ্রদিগের পোষণের জন্য সময়ে সময়ে অনেক অর্থদান করেন, এবং নিরন্ন ভিক্ষা-দান জন্য বাটীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া রাখেন; কিন্তু দরিদ্রেরা শিক্ষিত হইয়া উঠিলে, তাহাদিগের ভরণ-পোষণার্থ ধনীদিগকে আর ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না; অন্ততঃ তদ্বিষয়ক ব্যয় হইতে তাঁহাদিগের অনেকাংশে মুক্তি-

লাভ হইবে। আমাদিগের দেশের ধনবানেরা ধনব্যয়ে কুণ্ঠিত নন্; নৃত্য, গীত, আমোদ-প্রমোদ, পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহারা বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। ঐ সকল কার্য্যে তত অর্থ ব্যয় আবশ্যক নহে, বোধ হয়, এক্ষণে তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। অতএব, সেই অর্থের কিয়ৎ ভাগ দরিদ্রদিগের অবস্থার উন্নতি-বিধান-জন্য দান করা উচিত।

এ দেশের লোকে দরিদ্রদিগের অবস্থা উন্নত করণে নিতান্ত উন্মনস্ক নহেন। দেবসেবা, অতিথি-সেবা প্রভৃতি কার্য্য উপলক্ষে এদেশে কত দরিদ্র প্রতিপালিত হইতেছে, সংখ্যা করা যায় না। এদেশে দানশীলতা ও ভিক্ষোপজীবিতা দুইই প্রবল। এখানে যেমন ভিক্ষোপজীবী লোকের অপ্রতুল নাই, তেমনি দাতারও অভাব নাই। বরং দাতার বাহুল্য প্রযুক্ত ভিক্ষোপজীবী লোকের এক এক-শ্রেণী হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্ম-বুদ্ধিতেও অনেকে ভিক্ষোপজীবীতা অবলম্বন করে, সন্দেহ নাই; এবং লোকেও ভিক্ষোপজীবীকে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া থাকে। ফকীর ও বৈষ্ণব জাতি ভিক্ষা ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায়-ব্যাপৃত হয় না। তাহাদিগের সন্তানেরা মাতৃক্রোড় অবলম্বন করিয়াই ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, এবং সেই বৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবন শেষ করিয়া যায়। তাহাদিগের দ্বারা সংসারের কোন উপকার হয় না; কেবল এক এক জন কতকগুলি করিয়া সন্তানের জন্ম দিয়া দেশের দারিদ্র্য বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

অপাত্রে ভিক্ষাদান করা অন্যায় বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমান কালের অনেক লোক, ফকীর-বৈষ্ণবকে ভিক্ষা দান রহিত করিতেছেন, দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভিক্ষোপজীবীদিগের অবস্থা উন্নত-করণে তাঁহাদিগের সকলকে বিশেষ যত্ন করিতে দেখা যায় না; সুতরাং ফকীর-বৈষ্ণবকে ভিক্ষাদান জন্য তাঁহাদিগের পিতৃ-পিতামহ অথবা তাঁহারাই প্রথম বয়সে যে অর্থ-ব্যয় করিয়াছেন, তাহার সঞ্চয় ভিন্ন তদ্দারা সংসারের আর কিছু উপকার হইতেছে কি না বলিতে পারা যায় না। হয় ত, ভিক্ষাভাণ্ডার হইতে সঞ্চিত অর্থ সংসারের পাপস্রোত বর্দ্ধনে ব্যয়িত হইতেছে। এরূপ হওয়া অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। ফকীর-বৈষ্ণবদিগকে ভিক্ষাদান দ্বারা তাহাদিগের আলস্য বর্দ্ধন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে বটে; কিন্তু সেই ভিক্ষা-দানে নিবৃত্ত থাকিলেই উহাদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সাঙ্গ হয় না; যাহাতে ভিক্ষাবৃত্তির বিগর্হিতত্ব বুঝিতে পারিয়া তাহারা সংসারের উপকারের নিমিত্ত হইতে পারে, তাহাদিগকে এরূপে শিক্ষা দান করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ। শ্রমজীবীদিগের, অবস্থা একবার উন্নত করিয়া দিতে হয়। দারিদ্র্য যাহাদিগের অভ্যাস পাইয়া যায়, তাহারা যে কোন কালে তাহা হইতে মুক্ত হইবে, ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। অতএব, নৈরাশ্যগ্রস্ত লোকের অবস্থা উন্নত করিয়া তাহাদিগকে একবার সাংসারিক সুখ-ভোগের আস্বাদ-গ্রহ করাইয়া দিতে না পারিলে

তাহারা কেবল স্বীয় চেষ্টায় উন্নতি লাভে কৃতকার্য্য হইবে, এমন বোধ হয় না।

দরিদ্রদিগের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে দুইটী উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

প্রথম। দেশের মধ্যে যে যে স্থানে লোক-সংখ্যা অধিক, সেই সেই স্থান হইতে তাহার কিয়দ্ভাগ কোন অনধিবাসিত বা অল্প-লোকাধিবাসিত দেশে পাঠাইয়া দিতে হয়। তাহা হইলে তাহারা যে স্থান হইতে গমন করে, সেখানকার পরিশ্রমের বেতন বৃদ্ধি হইয়া উঠে, এবং যথায় গমন করে, তথায় লোকাভাব প্রযুক্ত যে সকল শ্রম-সাধ্য কার্য্য অসম্পন্ন থাকিত, তৎসমুদয় সম্পন্ন হইতে পারে।

দ্বিতীয়। দেশের সকল ভূমি, ভূম্যধিকারীদিগের সহিত বন্দোবস্ত না করিয়া, যাহা বনময়, অথবা এরূপ অবস্থাপন্ন যে, বিশেষ পরিশ্রম না করিলে তাহাতে শস্য জন্মাইতে পারা যায় না, তাহা দরিদ্রদিগের সহিত অল্প খাজানায় বন্দোবস্ত করিতে হয়। ঐ বন্দোবস্ত এই নিয়মে করিলে হইতে পারে। ৫০। ৬০ বিঘা করিয়া ভাগ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দরিদ্রদিগের মধ্যে যাহারা স্বীয় পরিশ্রমে আবাদ করিতে পারিবে, তাহাদিগের সহিত এক এক ভাগ বন্দোবস্ত করিতে হয়। আবার, তন্মধ্যে যে শ্রমজীবীর এরূপ কিছু সঞ্চয় আছে যে, যত দিন ঐ ভূমি আবাদ করিয়া শস্য জন্মাইতে না পারে, তত দিন আপনার খরচ পত্র চালাইতে সমর্থ হয়, অথবা, যাহার এরূপ চরিত্র যে, বিশ্বাস করিয়া

কেহ তাহাকে তত দিন চলিবার উপযুক্ত অর্থ কর্জ্জ দিতে পারে, তাহার সহিত অগ্রে ঐ প্রকার বন্দোবস্ত করিতে হয়। তাহা হইলে তদ্দৃষ্টে শ্রমজীবীদিগের কিছু কিছু সঞ্চয়ের জন্য বিশেষ যত্ন ও সচ্চরিত্রতার দিকে দৃষ্টি হইতে পারে। স্থল-বিশেষে গবর্ণমেণ্ট হইতে অগ্রিম টাকা দিয়া ঐ প্রকার ভূমির আবাদ কার্য্যে সহায়তা করা কর্ত্তব্য। তেমন স্থলে গবর্ণমেণ্টের টাকা যে অবধি আদায় না হয়; আবশ্যক হইলে, তত দিন তাহার সুদ স্বরূপ ঐ ভূমির কিছু খাজানা বাড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে ঋণদান-জন্য গবর্ণমেণ্টেরও কিছু ক্ষতি হয় না, এবং দরিদ্র-শ্রামিকদিগেরও বিশেষ উপকার হয়। ঐ প্রকারে ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া যাহাদিগকে দেওয়া যায়, তাহাদিগের কেহ উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মরিলে, অথবা, তাহাদিগের উত্তরাধিকারী-দিগের মধ্যে ভূমির অধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে, গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমি পুনর্গ্রহণ করিয়া অন্য কোন শ্রামিকের সহিত পুনর্ব্বার ঐ রূপ বন্দোবস্ত করিতে পারেন *।

এই রূপে দরিদ্রদিগের আশা করিবার বিষয় উপস্থিত হইলে তাহারা আর নৈরাশ্যনীরে নিমগ্ন থাকে না; ঐ প্রকার ভূমিলাভ জন্য যেরূপ পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী ও সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক, তাহারা সেইরূপ হইবার জন্য যত্ন করিতে থাকে।

* এদেশে সুন্দরবনাঞ্চলে এবং তাদৃশ অন্যান্য স্থানে ঐ প্রকার বন্দোবস্ত করিলে হইতে পারে।

এই বিষয় সম্বন্ধে ভূম্যধিকারীদিগেরও কিছু কর্ত্তব্য আছে। প্রজাদিগের সহিত ভূমির বন্দোবস্ত নিরন্তর পরিবর্ত্তন করা তাঁহাদিগের উচিত নহে; আপনারা যে হারে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন, তাহার উপর কিছু লাভ রাখিয়া রায়তদিগের সহিত চিরস্থায়ী রূপে ভূমির বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে প্রজারা চিরস্থায়ীরূপে স্বত্ববান্ হইয়া বিশেষ পরিশ্রম পূর্ব্বক ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদনে যত্ন করিতে পারে। ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি সহকারে দেশের ধনবৃদ্ধি, এবং কৃষকের আয়-বৃদ্ধি ও স্বচ্ছন্দ-ভোগ হইতে আরম্ভ হয়। বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তন শঙ্কা থাকিলে এরূপ কখনই ঘটিয়া উঠে না। রায়তদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে ভূম্যধিকারী দিগেরও লাভ আছে; নিয়ত যে ভূমির বন্দোবস্ত পরি-বর্ত্তিত হয়, তাহার উর্ব্বরতা হ্রস্ব হইয়া আসিলেই প্রজারা তাহা আর গ্রহণ করে না; কিন্তু চিরস্থায়ীরূপে বন্দোবস্ত হইলে সে প্রকারে তাঁহাদিগের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই দুইটী কার্য্য আংশিকরূপে করিতে গেলে বিশেষ ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। যাহাতে দেশের যাবতীয় শ্রমজীবীর বেতন বৃদ্ধি হইয়া স্বচ্ছন্দ-ভোগ হইতে আরম্ভ হয় সেই প্রকারে ঐ কার্য্যদ্বয় অবলম্বন করিতে হয়। এইরূপে, দরিদ্রেরা একবার উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ উন্নতি লাভের যত্ন আপনারাই করিতে থাকে। অন্ততঃ যে অবস্থায় তাহাদিগকে উন্নত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইতে অধো-

গত হইয়া না পড়ে. তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হয়, সন্দেহ নাই। তখন লোক-সমাজ স্বতন্ত্র বেশ পরিধান করে; উহার দারিদ্র্য-মালিন্য বিগত হইয়া ধনৌজ্জ্বল্য উপস্থিত হয়; দারিদ্র্য-নিবন্ধন যে সকল কুক্রিয়া প্রবল হইতেছে, তৎসমুদায় ন্যূন হইয়া যায়; ভিক্ষা-ব্যবসায়ী ও পরান্নসেবীদিগের জ্বালায় কাহাকেও আর অস্থির হইতে হয় না; লোকমাতা ধরিত্রীকে সন্তান-গণের অন্নাভাবজন্য রোদনে আর বিদীর্ণ হইতে হয় না, তাহাদিগের ছিন্নবস্ত্রাচ্ছাদিত-শরীর অঙ্কে ধারণ করিয়া আর ম্লান হইতে হয় না, এবং অস্বচ্ছন্দাবস্থান-সম্ভূত অকাল-মৃত্যু-শোকাশ্রু দ্বারা আর প্লাবিত হইতে হয় না। তখন রোগের বহুলতা, দারিদ্রের বিষণ্ণতা ও পাপের অপবিত্রতা হ্রস্ব হইয়া পৃথিবী নূতন শোভা ধারণ করে; এবং লোক-সমাজে আনন্দ ও সুখ দিন দিন সংবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

মুদ্রা-বিভ্রাট।

কিছু দিন হইতে এদেশের রৌপ্যমুদ্রা, ইয়ুরোপীয় স্বর্ণমুদ্রা সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প-মূল্য হইয়াছে। ইয়ু-রোপের নানা দেশের সহিত আমাদের দেশের বাণিজ্য চলিয়া থাকে; অর্থাৎ ইয়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বিশেষতঃ ইংলণ্ড হইতে বর্ষে বর্ষে বহুল সামগ্রী আনিয়া ইয়ুরোপীয় বণিকগণ এদেশে বিক্রয় করিয়া থাকেন এবং এদেশ হইতে চাউল, গম, চিনি, চা, পাট, তুলা, নীল, রেশম প্রভৃতি নানা প্রকার সামগ্রী ক্রয় করিয়া অন্যত্র লইয়া যান।

ইয়ুরোপের যে সকল সামগ্রী বিক্রয় জন্য এখানে আনীত হয়, সে সকলের পণ তথাকার স্বর্ণ-মুদ্রা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিয়া এখানে রৌপ্য-মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রীত হয়। কয়েক বৎসরের পূর্ব্বে এদেশের এক টাকা ইংলণ্ডের দুই শিলিং পরিমিত স্বর্ণ-মুদ্রার সমান ছিল; তখন ইংলণ্ডের দুই শিলিং পণের দ্রব্য খরচ ও লাভ বাদে এদেশে এক টাকায় পাওয়া যাইত; কিন্তু গত কয়েক বৎসর হইতে স্বর্ণমুদ্রা সম্বন্ধে টাকার মূল্য ক্রমে

ক্রমে হ্রস্ব হইয়া এখন* ইংলণ্ডের এক শিলিং ১$\frac{৫}{৮}$ পেন্স, এখানকার এক টাকার সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ ইংলণ্ডের স্বর্ণ-মুদ্রার হিসাবে প্রত্যেক টাকায় ১০ পেন্সের অধিক বাঁটা লাগিতেছে। ইংলণ্ডের যে পরিমিত দ্রব্য পূর্ব্বে যত টাকায় পাওয়া যাইত, এখন তত টাকা দিলে তাহা পাওয়া যায় না; প্রায় দ্বিগুণ টাকা দিয়া তাহা লইতে হইতেছে। কেবল ইহাই নহে; এদেশের শাসন-কার্য্য উপলক্ষে বর্ষে বর্ষে অনেক টাকা ইংলণ্ডে পাঠাইতে হয়; পূর্ব্বে দুই সিলিঙে এক টাকা এই হিসাবে ঐ টাকা পাঠাইলেই চলিত, এখন আর তাহা চলে না, আজি কালি এক সিলিং চারি পেন্সে এক টাকা এই হিসাবে টাকা পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে; কিন্তু রাজাদেশ অনুসারে এক সিলিং চারি পেন্স ১ টাকার সমান হইলেও ইংলণ্ডের শাসন-শুল্ক সেই হারে যাইতেছে না।+

১৮৯৪ খৃষ্ট অব্দের ফেব্রুয়ারী।

* ইংলণ্ড, এদেশ শাসন করিতেছেন, এই শাসন ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ আমাদিগের যে টাকা ইংলণ্ডে পাঠাইতে হয়, তাঁহাকে ইংলণ্ডের শাসন-শুল্ক নামে অভিহিত করা হইল।

‡ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডে শাসন-শুল্ক প্রেরিত হয় তাহা এই :—ভারতবর্ষের ষ্টেট্ সেক্রেটারী শাসন-শুল্ক সম্বন্ধে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট নিকট হইতে যে বাবদ যত অর্থ লন, তাহা বিল্ করিয়া লইয়া থাকেন। ঐ সকল বিলকে ষ্টেট্ সেক্রেটারীর কাউন্সিল ড্রাফট্ বা সামান্যতঃ "কাউন্সিল ড্রাফট্" বা "কাউন্সিল-বিল" কহে। আর কাউন্সিল ড্রাফট্ বা বিল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টে প্রেরিত হয় না, ষ্টেট্ সেক্রেটারী উহা ইংলণ্ডের বণিকদিগের নিকট বিক্রয়

রূপার বাজারের গতি অনুসারে বাটার পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে; সুতরাং গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট এক শিলিং চারি পেন্সে এক টাকা বিক্রীত হইতেছে না, এবং এই বাটা-বিভ্রাটে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

রৌপ্য-মুদ্রার মূল্য কম বেশী হওয়ায় বাণিজ্য-ব্যাপারে যে অস্থিরতা জন্মে, তাহা নিবারণ জন্য, স্থানে স্থানে ইয়ুরোপীয় অর্থশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদিগের সমিতি সংস্থাপিত হইতেছে। এদেশের সহিত ইংলণ্ডের বাটা-বিভ্রাট নিবারণ জন্য ইংলণ্ডের মন্ত্রী-সভার লর্ড হর্শেল অধিষ্ঠিত একটী সমিতি গঠিত হইয়াছিল। ঐ সমিতির উপদেশ অনুসারে গবর্ণমেণ্ট গত জুন মাসে আইন করিয়া এক টাকার মূল্য এক শিলিং চারি পেন্স নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন; এবং ঐ হিসাবে গবর্ণমেণ্টের সহিত অন্যান্য লোকের টাকার আদান প্রদান চলিবে, এই অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্ট টাকা প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার সমুদায় ভার আপন হস্তে রাখিয়াছেন। পূর্ব্বে বণিকমণ্ডলী বা অপর যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেণ্টের টাকাশালায় রূপা পাঠাইয়া দিয়া টাকা প্রস্তুত করাইয়া লইতে পারিত।

করেন; বণিকেরা ভারতবর্ষে তাহা পাঠাইবা এখানকার ব্যাঙ্ক হইতে বিল ভাঙ্গাইয়া লন এবং সেই বিলের টাকা হইতে এদেশীয় দ্রব্য সকল ক্রয় করিয়া ইংলণ্ডে বা অন্যান্য দেশে চালান দেন। কিন্তু ইয়ুরোপীয় বণিকগণ এক শিলিং চারি পেন্সে এক টাকা এই হিসাবে, "কাউন্‌-সিল্‌-বিল" খরিদ করিতেছেন না। সুতরাং ঐ হিসাবে শাসন-শুল্ক পাঠাইবার ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে।

এখন গবর্ণমেণ্ট তাহা করিতে দেন না। টাকার মূল্য স্থির রাখিবার জন্য মুদ্রা প্রস্তুত করণ ব্যবসায় গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের এই সকল কার্য্যে ইয়ুরোপীয় বণিক-সমিতি মহা ব্যাকুল হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের অনিষ্টের প্রতিবিধানার্থ কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতেছেন।

স্বর্ণ-মুদ্রা এবং রৌপ্য-মুদ্রা সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত সকল বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ ইহা জানা আবশ্যক যে ইয়ুরোপে এবং আমেরিকায় প্রধানতঃ স্বর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত এবং আমাদের দেশে প্রধানতঃ রৌপ্য-মুদ্রা প্রচলিত; আর, অন্যান্য সামগ্রীর উৎপত্তি ও আমদানির হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে যেমন তাহাদিগের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সেই রূপ স্বর্ণ ও রৌপ্যের উৎপত্তি এবং আমদানির হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে ঐ ঐ ধাতুর মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহা হইলে ইহাও উপপন্ন হয় যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানির হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে ঐ ঐ ধাতু-নির্ম্মিত-মুদ্রার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে। বাস্তবিকও তাহাই হইয়া থাকে। কিছু কাল পূর্ব্বে পৃথিবীতে যে পরিমিত স্বর্ণ ও রৌপ্য ছিল এখন তাহা অপেক্ষা অনেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানি হইয়াছে। কিন্তু স্বর্ণের আমদানি যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, রৌপ্যের আমদানি তাহা অপেক্ষা বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বে এক তোলা স্বর্ণ দ্বারা যে পরিমিত রৌপ্য পাওয়া যাইত, এখন এক তোলা স্বর্ণ দ্বারা তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রৌপ্য পাওয়া

যাইতেছে। এই হেতু স্বর্ণ সম্বন্ধে রৌপ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রৌপ্যের এই সৌলভ্যই টাকার মূল্য-হ্রাসের কারণ।

বিদেশীয় রাজা এবং বিদেশীয় বণিক্‌দিগের সহিত যদি আমাদিগের সংশ্রব না থাকিত; তাহা হইলে টাকার মূল্য-হ্রাস হওয়ায় আমাদের ক্ষতি হইত না। যেহেতু আমাদের দেশের সকল ভাগে টাকার মূল্য সমান বলিয়া দেশীয় দ্রব্য সকল ক্রয় বিক্রয়ে কোন অসুবিধা হইত না; বরং রৌপ্য সুলভ হওয়ায়, রৌপ্য-নির্ম্মিত অলঙ্কার ও বাসনাদি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায়, বিদেশীয় রাজা স্বর্ণ-মুদ্রার হিসাবে অনেক টাকা এখান হইতে লইয়া যাইতেছেন এবং বিদেশীয় বণিকেরা স্বর্ণ-মুদ্রা দ্বারা অনেক সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিয়া টাকা অর্থাৎ রৌপ্য-মুদ্রার হিসাবে সেই সকল সামগ্রী এখানে বিক্রয় করিতেছেন; সেই সকল সামগ্রী ক্রয়ার্থ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক টাকা ব্যয় করিয়া আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। সত্য বটে, বিদেশীয় সামগ্রী ক্রয় না করিলে, আমাদিগকে এই ক্ষতি সহ্য করিতে হয় না; কিন্তু এদেশীয় লোক বর্ত্তমান কালে এমনি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, যে আমাদিগের অনেক নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রী স্বদেশে প্রস্তুত হয় না; তৎসমুদায় বৈদেশিক বণিক্‌দিগের নিকট হইতে লওয়া হইয়া থাকে। কার্পাস, পশম ও রেশম নির্ম্মিত নানা প্রকার বস্ত্র, লৌহ-নির্ম্মিত, ছুরী, কাঁচি,

ছাতা, বেড়ী, কড়া, এবং সূত্রধর, কর্ম্মকার ও স্বর্ণকারের নানা প্রকার অস্ত্র এবং অন্যান্য অনেক সামগ্রী আমরা বৈদেশিক বণিকদিগের নিকট গ্রহণ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছি।*

এ দেশের মুদ্রা-বিভ্রাট কিয়ৎপরিমাণে নিবারণোদ্দেশে গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন যে এখন গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন আর কেহ পূর্ব্বের ন্যায় টাকাশালায় রূপা পাঠাইয়া দিয়া টাকা প্রস্তুত করাইয়া আনিতে পারিবে না; আর গবর্ণমেণ্ট ১ সিলিং ৪ পেন্স হিসাবে টাকা বিক্রয় ও গ্রহণ করিবেন; এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ভাবিয়াছিলেন যে এই উপায় দ্বারা টাকার একটী কৃত্রিম মূল্য সম্পাদিত হইবে, এবং ঐ মূল্য আপাততঃ ১ সিলিং ৪ পেন্স বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিলেও, ক্রমে ক্রমে উহা এক সিলিং ছয় পেন্স পর্য্যন্ত উঠিতে পারিবে; কিন্তু তাহা না হইয়া আপাততঃ বাজারে পূর্ব্বাপেক্ষা রূপা সস্তা হইয়াছে† এবং

---

* ঐ সকল দ্রব্য অপেক্ষাকৃত অধিক টাকা দিয়া ক্রয় করিতেছি তাহাতেই আমাদের ক্ষতি হইতেছে কেবল তাহাও নহে। ঐ সকল দ্রব্য এদেশে উৎপাদন করিলে দেশীয় লোকের যে সকল লাভ হইত আমরা তাহাতেও বঞ্চিত হইতেছি। আরও আমাদের দেশের তণ্ডুল গোধূমাদি জীবন রক্ষোপযোগী সামগ্রী অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহিত বিনিময় করিয়া এদেশে দারুণ দুর্ভিক্ষকে চিরাধিকার প্রদান করা হইতেছে। কত কালে আমাদের দেশের লোকে এই সকল কথা পরিষ্কার রূপে বুঝিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারিবে তাহা ভগবানই জানেন।

† এখন একভরি বিশুদ্ধ রৌপ্য চৌদ্দ আনা মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে।

এদেশের লোকে আপনাদিগের সঞ্চিত টাকা দিয়া রূপা ক্রয় করিতেছে। আবার, বিদেশীয় বণিকগণও ১ সিলিং ৪ পেন্সের সামগ্রী দিয়া এক টাকার সামগ্রী লইতে পারিতেছেন না; যে হেতু ঐ হিসাবে সামগ্রী লইয়া অন্য দেশে স্বর্ণ-মুদ্রায় বিক্রয় করিতে হইলে তাঁহাদিগের ক্ষতি হইবে। স্বর্ণ-মুদ্রার সম্বন্ধে রূপার মূল্য যেমন কমিয়াছে বণিকগণ সেই হিসাবেই দ্রব্য বিক্রয় করিতেছেন; সুতরাং টাকার মূল্য ১ সিলিং ৪ পেন্স এখানকার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইলেও, তাহাতে আমাদের বিশেষ কোন উপকার হয় নাই; তবে এক সিলিং ৪ পেন্স হিসাবে ষ্টেট্ সেক্রেটেরীর কাউনসিল ড্রাফট্-বিক্রীত হইলে যে টাকা শাসন-শুল্ক রূপে ইংলণ্ডে যাইবে, তাহার সম্বন্ধে বাঁটা কিছু কম লাগিতে পারিবে। বাঁটা-বিভ্রাট এবং অন্যান্য কারণে এদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়াতিশয্য উপস্থিত হইয়াছে; আয়ের টাকা দ্বারা ব্যয় কুলাইতেছে না; আগামী বর্ষে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা অধিক ব্যয় হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট নূতন কর স্থাপনের বন্দোবস্ত করিতেছেন। সুতরাং বাঁটা-বিভ্রাট, এদেশীয় লোকের বিলক্ষণ কষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

যে যে দেশ পরস্পর বাণিজ্য করিয়া থাকে সেই সেই দেশে এক প্রকার ধাতুর মুদ্রা প্রচলিত না থাকিলে পরস্পরের বাণিজ্য ব্যাপারে অনেক অসুবিধা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই জন্যই ইয়ুরোপে যেরূপ স্বর্ণ-নির্ম্মিত মুদ্রা সকল প্রচলিত, এদেশেও সেইরূপ স্বর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত করিতে

পারিলে ইয়ুরোপীয়দিগের অনেক সুবিধা হয়; অথবা এখানে যেমন রৌপ্য-মুদ্রা প্রচলিত এইরূপ রৌপ্য-মুদ্রা ইউরোপে প্রচলিত থাকিলে ইউরোপীয়দিগের সহিত বাণিজ্য কার্য্যে আমাদিগকে বাটা-বিভ্রাট ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু আমাদিগের দেশ, ইয়ুরোপ ও আমেরিকা অপেক্ষা অনেক দরিদ্র; এ অবস্থায় এখানে স্বর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত হওয়া সম্ভব নহে; ইয়ুরোপীয় এবং আমেরিকগণও যে স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া স্ব স্ব দেশে এদেশের ন্যায় রৌপ্য-মুদ্রা প্রচলিত করিতে সম্মত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা এখনও পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।